টেকসই উন্নয়নের পরিক্রমায়
স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রা

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৪-২৫

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

৬ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি	
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১-২
দ্বিতীয় অধ্যায় সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের সাফল্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা	৩-৯
তৃতীয় অধ্যায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল	
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতিকৌশল	১০-২০
চতুর্থ অধ্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট	
চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট, প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয়, প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয় এবং সংশোধিত ঘাটতি অর্থায়ন	২১-২২
পঞ্চম অধ্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট	
আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো; রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	২৩-২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায় খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন	
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন: শ্রমিক কল্যাণ ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, শিশুশ্রম নিরসন ও শোভন কর্মপরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান; কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন; বিদ্যুৎ ও জ্বালানি; যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন: সড়ক ও সেতু, রেলপথ, নৌ পরিবহণ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ; সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসন: স্মার্ট সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী সুরক্ষা কার্যক্রম, মা ও শিশু সহায়তা কার্যক্রম, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের সুরক্ষা, বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; শিল্পায়ন; বাণিজ্য; পর্যটন; নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর কল্যাণ; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ; পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; বিজ্ঞান, গবেষণা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি: বিজ্ঞান ও গবেষণা, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি; আবাসন ও নগরায়ন; যুব, ক্রীড়া, ধর্ম ও সংস্কৃতি	২৭-৯৭
সপ্তম অধ্যায় সংস্কার ও সুশাসন	
সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি, সর্বজনীন পেনশন, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪, কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS++), পেনশনারদের কল্যাণ, সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এ-চালান, ভ্যাট আদায় প্রক্রিয়ার অটোমেশন, দক্ষ ও জনমুখী	৯৮-১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশাসন, আধুনিক ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাতের সংস্কার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল ব্যাংকিং	
অষ্টম অধ্যায় রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
রাজস্ব আদায়ে আগ্রগতি, রাজস্ব আহরণ আধুনিকায়ন এবং বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	১১৩-১১৮
নবম অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর, আয়কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক	
মূল্য সংযোজন কর; প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, করমুক্ত আয়সীমা ও করহার; আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর: কৃষি খাত, স্বাস্থ্য খাত, শিল্প খাত, ব্যাগেজ রুল, ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ, কাস্টমস আইনের সংশোধন	১১৯-১৬৬
দশম অধ্যায় বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৬৭-১৭২
একাদশ অধ্যায় উপসংহার	
উপসংহার	১৭৩-১৭৪

সারণিসমূহের তালিকা

পরিশিষ্ট-ক

সারণি নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১৭৬
২	এক দশকের অর্জন	১৭৬
৩	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৭৭
৪	২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো	১৭৮
৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন	১৭৯
৬	সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ	১৮০
৭	মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	১৮৩

পরিশিষ্ট-খ: আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে যেসকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার/আরোপ করা হয়েছে এবং ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে	১৮৬
২	রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক	১৮৯
৩	যেসকল পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ Bound Tariff এর মধ্যে আনা হয়েছে	২০০
৪	কৃষি খাত	২০০
৫	স্বাস্থ্য খাত	২০১
৬	শিল্প খাত	২০৩
৭	এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনকারী শিল্প	২০৫
৮	সুইচ সকেট উৎপাদনকারী শিল্প	২০৬
৯	ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদনকারী শিল্প	২০৬
১০	কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলের সংশোধন	২০৮

প্রথম অধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পিকার

১। মহান জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে আমি গভীর ও বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান রূপকার, বাংলার আপামর জনসাধারণের স্বপ্নের দিশারি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যকে যারা কলঙ্কময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নৃশংস ছোবলে শহিদ হয়েছেন।

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি কেন্দ্রীয় জেলখানায় শহিদ হওয়া বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহচর জাতীয় চার নেতাকে।

গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায় আরও স্মরণ করছি সেই সকল অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যারা বিনা দ্বিধায় হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র, লড়াই করেছেন অসীম সাহসে, জীবন দিয়েছেন এ দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবেন বলে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সুগভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি একাত্তর সালে নির্যাতিতা মা-বোনদের যারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

মাননীয় স্পিকার

২। আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি এখন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার

মাননীয় স্পিকার

৩। সুদীর্ঘ সংগ্রামমুখর এবং গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, এদেশের মানুষকে উন্নয়নের শীর্ষবন্দুতে পৌঁছে দেয়া। বিনিময়ে তিনি প্রত্যাশা করেননি কিছুই। জেলে কাটিয়েছেন ৪ হাজার ৬৮২ দিন, অমিত সাহসে উপেক্ষা করেছেন মৃত্যুর সম্ভাবনা। তাঁর সব স্বপ্ন, সব পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিল এ দেশ, এ দেশের মানুষ।

৪। এদেশের সার্বভৌমত্বকে ব্যাহত করতে যে ষড়যন্ত্রের জাল কুচক্রীরা বিস্তার করেছিল তার ফলে বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি, এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি যে কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন তা সমাপ্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি। আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সোনার বাংলা বিনির্মাণের সেই অসমাপ্ত ও মহান কর্মপরিকল্পনা আজ তারই সুযোগ্য কন্যা, আমাদের জাতির গর্ব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পূরণ হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিবেচনায় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ আজ এক অবাক বিস্ময়। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের সামাজিক, আর্থিক, ভৌত অবকাঠামো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে তা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত রচনা করেছে। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশের জন্য রোল মডেলে। ২০০৯ সাল থেকে বিগত ১৫ বছরে আমাদের উল্লিখিত অগ্রযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনার মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

- গত দেড় দশকে বাংলাদেশ একটি গতিময় ও দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা লাভ করেছে। এই সময়ের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদ বা জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশের বেশি ছিল এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৬০ টাকা। মোট দেশজ উৎপাদের মানদন্ডে ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম বৃহৎ অর্থনীতি।

- একই সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৭২.৮ বছর, নিরাপদ খাবার পানি পাচ্ছে ৯৮.৮ শতাংশ ও সেনিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে ৯৭.৩২ শতাংশ মানুষ, এবং শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ জনে ও মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ১৬১ জনে নেমে এসেছে।

- বিগত ১৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন সক্ষমতা ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ২৭৭ মেগাওয়াটে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার ৪ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে বর্তমানে শতকরা ১০০ ভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

- স্বাস্থ্য খাতেও গত দেড় দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এসময়ের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭১ হাজার, সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা ৩ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ হাজার ১৭৩ জন, সরকারি নার্সের সংখ্যা ৩ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ হাজার ৩৫৭ জন হয়েছে। নার্সিং কলেজ অ্যান্ড ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ৩১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯টি-তে দাঁড়িয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৩১১টি। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ২৭ প্রকার ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে।

- শিক্ষা খাতেও আমাদের সাফল্য ঈর্ষনীয়। বিগত ২০০৬ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৫ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে ৭৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল ৫৪ শতাংশ, যা বর্তমানে ৯৮.২৫ শতাংশ।

কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০০৬ সালে ছিল ০.৮ শতাংশ, ২০২৩ সালে তা ২২ গুন বেড়ে ১৭.৮৮ শতাংশ হয়েছে।

- দানাদার শস্যের মোট উৎপাদন ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৪ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন, মোট মৎস্য উৎপাদন ২১.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন, গবাদি পশুর সংখ্যা ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১ হাজার হতে প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার, পোল্ট্রির সংখ্যা ১৮ কোটি ৬ লক্ষ ২২ হাজার হতে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৯ হাজার হয়েছে।

- আমরা যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়কের পরিমাণ ১২ হাজার ১৮ কিলোমিটার থেকে প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি করে ৩২ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটারে এবং গ্রামীণ সড়ক ৩ হাজার ১৩৩ কিলোমিটার হতে প্রায় ৭৬ গুন বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৪৬ কিলোমিটারে উন্নীত করেছি।

- মোট রেলপথ ২ হাজার ৩৫৬ কিলোমিটার থেকে দেড় গুন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার।

- ২০০৬ হতে ২০২৩ সময়ের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহার ০.২৩ শতাংশ হতে ৩৪২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সক্রিয় মোবাইল ফোন সিম সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ হতে প্রায় ১০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার, ডিজিটাল সেবা সংখ্যা (সরকারি সংস্থা কর্তৃক) ৮টি হতে ৪০০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার ২০০টি, ওয়ান স্টপ সেন্টারের সংখ্যা ২টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ হাজার ৯২৮টি, সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা মাত্র ৯৮টি হতে ৫৩৩ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ হাজার ২০০টির অধিক হয়েছে।

- ২০০৬ সালে আইসিটি পণ্য/সেবা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২১ মিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালে এসে ১.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আইটি ফ্রি-ল্যান্সারের সংখ্যা ২০০ জন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার জনে উন্নীত হয়েছে। ফ্রি-ল্যান্সারের সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ২য় স্থানে রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদে বলেছিলেন – "আমরা এমন একটি বিশ্বের দিকে তাকিয়ে আছি, মানবতা যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম। পৃথিবীর সকল সম্পদ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সুষম বন্টনের মাধ্যমে, এমন কল্যানের দ্বার উন্মোচিত হবে যেখানে প্রতিটি মানুষের সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা থাকবে।" জাতির পিতার এ দর্শন হৃদয়ে ধারণ করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আমরা এখন থেকেই সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দিয়েছি। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি উন্নয়নের দুর্বার গতির সাথে তাল মিলিয়ে এদেশের মানুষ যেন উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছুতে পারে সে লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করছি।

৬। বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই তিনি আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর সদস্যপদ লাভ, Universal Postal Union (UPU) এর সদস্য পদ লাভ, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) ও বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা, দেশেই প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনের নির্দেশ প্রদান, বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাসহ অসংখ্য দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

মাননীয় স্পিকার

৭। প্রযুক্তি-নির্ভর উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেন এবং তা বাস্তবায়নে রূপকল্প ২০২১ তথা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনা সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য আমরা ইতোমধ্যে অর্জন করেছি। "স্মার্ট বাংলাদেশ: উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান" এ দর্শনকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালে পঞ্চম বারের মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে। আওয়ামী লীগের বিগত মেয়াদসমূহে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে শক্ত ভিত রচিত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্মার্ট, সমৃদ্ধ একটি দেশ গড়া এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

৮। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো যুগান্তকারী বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিনির্মিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, যার চারটি ভিত্তি হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজব্যবস্থা। 'স্মার্ট বাংলাদেশে' মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার; দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়; মূল্যস্ফীতি সীমিত থাকবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে; বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে; রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের উপরে; বিনিয়োগ উন্নীত হবে জিডিপির ৪০ শতাংশে। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়নসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। আর এ সব কিছুর পেছনে মূল লক্ষ্য হবে সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক একটি সুখী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৯। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, সৃজনশীল এবং পরিশ্রমী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা আরও বহুগুন বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বৈষম্যমুক্ত, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সুচিন্তিতভাবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা আমি পরবর্তীতে খাতভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালন বিষয়ক বিবরণে বিস্তারিত তুলে ধরবো।

মাননীয় স্পিকার

১০। আপনি জানেন চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছে। আমাদের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা মোট ১১টি বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে - দ্রব্যমূল্য সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা; আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা; লাভজনক কৃষির লক্ষ্যে সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, যান্ত্রিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি; দৃশ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা নিয়ে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শিল্পের প্রসার ঘটানো; ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; নিম্ন আয়ের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করা; সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সকলকে যুক্ত করা; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; সাম্প্রদায়িকতা এবং সকল ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধ করা; এবং সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুরক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটানো।

১১। এ সকল অগ্রাধিকার হবে আমাদের এবারের বাজেটের সম্পদ সঞ্চালনার প্রধান ভিত্তি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত করতে যে সকল কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি:

- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা
- বিজ্ঞান শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবন সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
- কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ
- মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা উন্নত ও সম্প্রসারিতকরণ
- তরুণদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

- সম্ভাব্য সকল সেবা ডিজিটালাইজ করাসহ সর্বস্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার
- ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন
- সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
- আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরন
- ২০৩১ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্য নির্মূলকরণ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ সাধারণ দারিদ্র্যের হার তিন শতাংশে নামিয়ে আনা
- শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরন
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ
- জনকল্যাণমুখী, জবাবদিহিতামূলক, দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন গড়ে তোলা
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রাখা

মাননীয় স্পিকার

১২। এ দেশের মানুষ আমাদের সকল গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের প্রকৃত দাবীদার। এ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজ আমরা দুর্দমনীয় গতিতে ছুটে চলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করে আমরা ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণ নিশ্চিত করেছি। এখন সামনে আরও এগিয়ে যাবার পালা। উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ বছরের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মক্ষম সবার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান, কৃষির উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রসার, উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানুষের জীবন মানের সুরক্ষা প্রদান করা হবে। সর্বোপরি নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ভিত্তি রচনা হবে আমাদের এবারের বাজেটের মূল লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

মাননীয় স্পিকার

১৩। এ পর্যায়ে আমি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যে সকল চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে সেগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। অতঃপর সেসকল চ্যালেঞ্জকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রথম বছরের বাজেটে সরকার যেসকল নীতিকৌশল অবলম্বন করবে, সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(১) বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ

মূল্যস্ফীতি

মাননীয় স্পিকার

১৪। কোভিড-১৯ অতিমারির বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাবকে অত্যন্ত সফলভাবে মোকাবিলা করে আমরা প্রবৃদ্ধির গতি পুনরুদ্ধার করতে পারলেও বিশ্বব্যাপী গত দু'বছরের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের নতুন ঝুঁকির সম্মুখীন করেছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে ঐ বছরের জুন মাস নাগাদ বিশ্ব বাজারে ক্রুড জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার ছাড়িয়ে যায় এবং গম, সার সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের উল্লম্ফন ঘটে। বিশ্ব পণ্য বাজারের এ অস্থিরতার ফলে বাংলাদেশসহ প্রায় সব দেশে মূল্যস্ফীতি দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০২২ সালের জুন মাস নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ৯ শতাংশে পৌঁছায়।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈশ্বিক পণ্যের বাজারে সরবরাহ ঘাটতির যে আশংকা করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে অনেকটাই প্রশমিত হয়ে আসায় জ্বালানি তেল, গ্যাস, সার, গম, ইত্যাদির মূল্য বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে এসেছে। এপ্রিল ২০২৪ এর হিসেব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.৪৭ এবং ৪.৮৩ শতাংশে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের এবছরের এপ্রিল মাসের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বৈশ্বিক গড় মূল্যস্ফীতি ২০২৭ সাল নাগাদ ৩.৯ শতাংশে নেমে আসবে। তবে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি কমে আসার সাম্প্রতিক প্রবনতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনও ৯ শতাংশের উপরে রয়েছে।

১৫। যদিও দেশের বাজারে সরবরাহ শৃঙ্খলে ত্রুটি বাংলাদেশে এ উচ্চ মূল্যস্ফীতির একটি প্রধান কারণ, তবে আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবচিতি। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপ কমে এলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হারের ওপর চাপ তৈরি হয়। গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই মাসের শেষে ছিল ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা চলতি বছরের মে মাসের শেষে কমে ২৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মুদ্রা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে গিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই হতে এ পর্যন্ত রিজার্ভ হতে প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজারে ছাড়তে হয়েছে। ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জুলাই ২০২২ হতে চলতি অর্থবছরের মে পর্যন্ত মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ২৫.৫ শতাংশ অবচিতি ঘটেছে যার ফলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এভাবে আমদানিজনিত মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির উপর।

সুদের হার

১৬। সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট, যা বিশ্বে সুদের হারের অন্যতম রেফারেন্স রেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশ। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রায় সকল উন্নত দেশ তাদের সুদের হার পর্যায়ক্রমে বাড়াতে থাকলে ৬ মাসের গড় হিসেবে সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের মে মাস নাগাদ প্রায় ৫.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপসহ অন্যান্য উন্নত দেশেও একই কারণে সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে EURIBOR, TONA ইত্যাদি রেফারেন্স রেটের ক্ষেত্রেও।

১৭। ফলে বাংলাদেশকে দুই ধরণের চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনের বহিঃপ্রবাহের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তঃপ্রবাহও কমার প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে একদিকে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বাড়ছে, অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ বাৎসরিক ব্যয় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশে সুদের হার সামনের দিনগুলোতে কমে আসার যে পূর্বাভাস রয়েছে, তা সঠিক না হলে এ ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি

১৮। সরকারি ব্যয়-সক্ষমতা বাড়াতে হলে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এ দিক থেকে সমতুল্য অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৮ শতাংশের নিচে রয়েছে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে কর-জিডিপি অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৬.৯৮, ১১.৫৯, ১৪.০৩ এবং ১৫.৫৭ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে হলে ১০ শতাংশের বেশি কর-জিডিপি অনুপাত অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

১৯। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি আমাদের প্রবাসী কর্মীগণ। তাদের প্রেরিত কষ্টার্জিত প্রবাস আয় এদেশে তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবন-যাত্রার মানের প্রভূত উন্নতি করার পাশাপাশি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট এবং অন্যান্য যন্ত্র-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা আমাদের স্বল্পদক্ষ এবং অদক্ষ প্রকৃতির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগকে আগামীতে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করতে পারে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাই আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যতের বৈশ্বিক কর্মপরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের উপযোগীপরিবেশ এখন থেকেই তৈরি করার উদ্যোগ নিতে হবে। একইসাথে আমাদের কর্মক্ষম জনগনের জন্য বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী তাদের দক্ষতার upskilling এবং reskilling এর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন

২০। পরিবেশ দূষণে বাংলাদেশ একেবারে নিম্নসারিতে থাকলেও নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকির মুখে রয়েছে। জার্মানওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচাইতে ঝুঁকির মুখে যে সকল দেশ রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলবায়ু-উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ও চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমি ও কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিবেচনায় আমরা ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং তা বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে National Adaptation Plan (NAP), Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP),

Nationally Determined Contribution (NDC), এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ

২১। বাংলাদেশের উন্নয়নের দিশারি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত দেড় দশকে দেশ বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশের অর্জন অতুলনীয়। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের উত্তরণ ঘটবে। তবে এ উত্তরণের পর বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সকল নিয়ম-কানুন অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মত সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আমাদের দেশে প্রস্তুতকৃত পণ্য বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রেফারেনসিয়াল শুল্কে ও কোটামুক্ত প্রবেশের সুবিধা পেয়ে থাকে যা উত্তরণের পর ক্রমান্বয়ে হ্রাস হবে। রপ্তানিতে যে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হয় তাও পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং একইসাথে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান শুল্ক-কর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনতে হবে। এর ফলে দেশে প্রস্তুতকৃত যে সকল পণ্য উচ্চ আমদানি শুল্কের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরক্ষণ সুবিধা পেয়ে আসছে আগামীতে তারা মুক্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। পরিবর্তিত এ বাস্তবতায় স্থানীয় শিল্পকে নিজেদের দক্ষতা ও কৌশল দিয়েই বহির্বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে।

২২। এ প্রেক্ষাপটে উৎপাদনে নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প পণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য বৈচিত্রায়ন ও পণ্যের বহুমুখীকরণে যথাযথ নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য Smooth Transition Strategy

(STS) প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটি এবং তার অধীনে গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন কৌশল নিরুপণ করেছে, যার ভিত্তিতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

(২) এবারের বাজেটের খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

মাননীয় স্পিকার

২৩। মূল্যস্ফীতি, বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে বিদ্যমান উচ্চ সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবচিতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে খাপ খাইয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উন্নত, টেকসই, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বিবৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হবে আমাদের এবারের বাজেটের খাতভিত্তিক এবং মধ্যমেয়াদি নীতি কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু।

২৪। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে অন্যান্য দেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশেও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এর অংশ হিসেবে সুদের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নীতি সুদহার ৮.৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে এবং নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (SLF) ১০ শতাংশে ও নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) ৭ শতাংশে উন্নীত করে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ছয় মাস মেয়াদি ট্রেজারি বিল ভিত্তিক সুদের হার নির্ধারণের ব্যবস্থা (SMART) বিলোপ করে সুদের হার বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। ব্যাংকখাতে ঋণের চাহিদা ও ঋনযোগ্য তহবিলের যোগানসাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণের সুদ হার নির্ধারিত হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য এর পাশাপাশি রাজস্ব নীতিতেও সহায়ক নীতিকৌশল অবলম্বন করা

হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দিতে ফ্যামিলি কার্ড, ওএমএস ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আমাদের গৃহীত এসব নীতি-কৌশলের ফলে আশা করছি আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে।

২৫। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের অর্থনীতি বর্তমানে কিছুটা চাপের সম্মুখীন হলেও প্রাজ্ঞ ও সঠিক নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭১ শতাংশ, যা বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্বের বছরে অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট এবং অন্যান্য বৈশ্বিক অস্থিরতার ফলে সৃষ্ট সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭৮ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.৮২ শতাংশ (সাময়িক) প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ গতি আগামীতে ধরে রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প খাতের উৎপাদন উৎসাহিত করতে যৌক্তিক সকল সহায়তা চলমান থাকবে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং রপ্তানি ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। আশা করছি আমাদের এসকল প্রাজ্ঞ নীতিকৌশলের সুফল হিসেবে আগামী অর্থবছরে ৬.৭৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং মধ্যমেয়াদে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭.২৫ শতাংশে পৌঁছাবে।

২৬। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) জুলাই-এপ্রিল সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৩ শতাংশ বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ

কমানোর লক্ষ্যে সাময়িকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও বিলাসী ভোগ্যপণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আমদানি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরেও এ ঋণাত্মক ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে আমদানির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

২৭। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে ২১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাস আয় দেশে এসেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৯.৮২ শতাংশ বেশি। রপ্তানির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায়, অপ্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং প্রবাস আয়ের গতি বিগত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে crawling peg পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি উৎসাহিত হবে এবং অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাস আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক হিসাবে এখনও ঘাটতি থাকলেও তা মধ্যমেয়াদে কমে আসবে এবং এর ফলে আগামীতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে মর্মে আশা করছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল হলে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার বিনিময় হারেও স্থিতিশীলতা আসবে এবং তা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতির আওতায় যুগপৎভাবে গৃহীত কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়ক হবে।

২৮। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও কর ফাঁকির ক্ষেত্রসমূহ দূর করার জন্য ইতোমধ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, করজাল সম্প্রসারণ এবং কর আদায় ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অটোমেশন এবং হিউম্যান ইন্টারফেস কমানোর মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ জিডিপি'র ১০

শতাংশে উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। আয়কর বৃদ্ধির জন্য রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদান ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং অনলাইন ভিত্তিতে প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। Document Verification System (DVS) চালুকরণ এবং Electronic Tax Deduction at Source (E-TDS) এর ব্যপ্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে আয়কর আদায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ, বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত পরিপালন ইত্যাদি বিবেচনায় আমদানি পর্যায় থেকে আহরিত শুল্ক-করের পরিমান হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর খাত হবে সরকারের অর্থ সংস্থানের মূল উৎস। সামগ্রিকভাবে সরকারের বিভিন্ন কর আদায়কারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, কর আদায়ে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, কর দাতাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, আয়কর আইন ২০২৩ এর যথাযথ প্রয়োগ, শুল্ক আইন, ২০২৩ কার্যকরকরণ এবং কর আদায়ে বেসরকারি খাতের সহযোগিতা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সরকারের রাজস্ব আহরণের গতি বৃদ্ধি করবে বলে আমি আশা করছি।

২৯। আমাদের লক্ষ্য আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট দেশে পরিণত করা। আগামী দেড় দশকের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরি, গবেষনা ও উদ্ভাবন, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ সেবা এবং সর্বোচ্চ মানের বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তাকে অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি খাতে বিদ্যমান সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে। এ প্রেক্ষিতে এবারের বাজেটে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি।

৩০। সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জরুরি। মিয়ানমার এবং ভারতের

সাথে আমাদের সমুদ্রসীমা যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে নিষ্পত্তি হবার প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের সম্পদ আহরণের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা আরও গতিময় হবে। আমরা তাই মৎস্য, সমুদ্র তলদেশের খনিজ সম্পদ ইত্যাদি আহরণসহ সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) সকল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের ওপর এবারের বাজেটে বিশেষভাবে জোর দিয়েছি।

৩১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তির যে গতিময় বিবর্তন আমরা দেখছি তা অভূতপূর্ব। এ বিবর্তন আমাদের জন্য একদিকে অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে, আরেকদিকে creative destruction জনিত কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্যের বাজার সংকোচন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও শিল্পায়নের ফলে কৃষি জমি হ্রাস ও দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি, সুপেয় পানির সরবরাহ হ্রাস ইত্যাদি ঝুঁকিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সমস্ত ঝুঁকি মোকাবিলায় আমরা যে সকল কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি এবং আগামীতে গ্রহণ করব সে সম্পর্কে খাতভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালন বিষয়ক অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত তুলে ধরেছি।

৩২। মূল্যস্ফীতি আমাদের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হওয়ায় এটি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চাহিদার রাশ টেনে ধরা এবং সরবরাহ বৃদ্ধি করার দিকে আমরা বিগত দুটি বাজেটে সর্বাত্মক মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলাম। এ প্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুফল পাওয়ার জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণের পাশাপাশি সহায়ক রাজস্বনীতি, অর্থাৎ ব্যয় হ্রাস, কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নিরুৎসাহিতকরণসহ বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মূলত আমদানিজনিত মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ শৃঙ্খলে ত্রুটিজনিত কারণে দেশে মূল্যস্ফীতি অনমনীয়ভাবে ৯ শতাংশের উপরে অবস্থান করছে। সেকারণে আগামী অর্থবছরের বাজেটে আমরা ফিসক্যাল কনসোলিডেশন তথা বাজেট ঘাটতি হ্রাস এবং সীমিত কলেবরে হলেও বাজেট belt tightening তথা কৃচ্ছ্রসাধন অব্যাহত রাখবো। তবে, দীর্ঘমেয়াদে এ পন্থা অবলম্বন করা হলে প্রবৃদ্ধির গতি স্লথ হয়ে যেতে পারে, সে কারণে আমাদের লক্ষ্য থাকবে

আগামী অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি ব্যয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা। এটি সম্ভবপর হবে যদি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। সে লক্ষ্যে আমরা কর অব্যাহতি ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়ার পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির দিকে নজর দেবো।

মাননীয় স্পিকার

৩৩। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট, সমৃদ্ধ এবং সুখী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছি। অর্থনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাবনার বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় উক্ত স্বপ্ন পূরণের নীতিকৌশল কি হবে তা "মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি"-তে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এ নীতি-বিবৃতিটি বাজেট বক্তৃতার সাথে পেশ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৩৪। এ পর্যায়ে আমি চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট মহান জাতীয় সংসদে পেশ করছি। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমি অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দসহ সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিগনের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত বাজেটে যথাসম্ভব প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৩৫। সার্বিক রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কিছুটা সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে। সংশোধিত বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক': সারণি- ৩ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩৬। প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয়: চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.২৬ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের এ প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেট হতে ২২ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করছি।

৩৭। প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়: চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল মোট ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু মার্চ পর্যন্ত ব্যয়ের সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয় ৪৭ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা হ্রাস করে ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা হতে ১৮ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৩৮। সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন: চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি প্রস্তাব করা হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৭

শতাংশ। উল্লেখ্য, মূল বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপির ৫.২ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ৭৯ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার প্রস্তাব করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৩৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চম বারের মত এবার সরকার গঠন করেছে। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের যে বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা কার্যক্রমসমূহকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে এবারের বাজেটে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথনকশা প্রণয়নের চেষ্টা করেছি।

৪০। এ পর্যায়ে আমি আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোর ওপর আলোকপাত করব। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৪ এ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি।

৪১। গত অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর প্রদান ও আদায়ের পদ্ধতিকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণসহ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট কর রাজস্ব আহরণের পরিমান ছিল মাত্র ৬২ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৫.২৪ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৭২৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে এবং মধ্যমেয়াদে কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের বেশি হারে অর্জনের অভিপ্রায়ে কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৪২। যেহেতু রাজস্ব আদায়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসসমূহ থেকে, তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে জনবল বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালে নতুন আয়কর আইন এবং কাস্টমস আইন প্রণীত হয়েছে। রাজস্ব আদায় সহজ ও সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ-চালান (A-challan) ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ভ্যাট আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস এর ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কর আদায় ও প্রদানের পদ্ধতিগত বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪৩। আমাদের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিপরীতে নির্ধারিত যে হারে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় হয়ে থাকে তা অনেক ক্ষেত্রেই কম। সরকারি সকল সেবার হারের একটি পূর্ণ ডাটাবেজ প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হার সম্বলিত এ ডাটাবেজ পাইলট ভিত্তিতে চালু হয়েছে। আশা করছি এ সকল পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব আদায়ের যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জিত হবে।

৪৪। রাজস্ব আদায়ে এ সকল সংস্কার ও কার্যক্রম বিবেচনায় আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৫ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জিডিপির ৯.৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে ৬১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করছি।

৪৫। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৪.২ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৫ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারকে বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে অপরিহার্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তির পাশাপাশি বিনিয়োগ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৫ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৪৭। সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা খাত, এ তিনটি অংশে বিভক্ত আমাদের সামগ্রিক ব্যয়ের কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪৮। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৫.৯২ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ১১১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.১২ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭০১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২১.১৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, পশ্চিমা বিশ্বে মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০২২ সাল থেকে সুদের হার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশেও সুদের হার বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং একইসাথে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবচিতি ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সুদ পরিশোধ বাবদ ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ১৪.২৪ শতাংশ।

৪৯। বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন: সুচিন্তিত ও প্রাজ্ঞ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কৌশল অবলম্বনের ফলে আমাদের ঋণ ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিমুক্ত রয়েছে মর্মে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। গত দুই বছরে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবচিতির ফলে বৈদেশিক ঋণের আসল এবং সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও আমাদের সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ও ঋণ সহনীয় পর্যায়েই থাকবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার

কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ। এ হার গত বাজেটে ছিল ৫.২ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পিকার

৫০। এ পর্যায়ে আমি খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দের বিবরণ তুলে ধরছি।

৫১। এবারের বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ, সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ, ব্যবসায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ, বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও শিল্পের প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কর্মোপযোগি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৫২। খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের সার্বিক অবস্থা পরিশিষ্ট ‘ক’: সারণি ৬ এ তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে পরবর্তী অংশে আমি খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করছি।

(১) শিক্ষা খাতে উদ্যোগ ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৫৩। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল কারিগর

হবে স্মার্ট নাগরিক। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল করতে হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাবর্ধক ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এবং কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণকে আমাদের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম বিশেষ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৫৪। একটি শিশুর জ্ঞানের ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে। তাই জাতীয় উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব সুগভীর এবং এটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান ধাপ। এ বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমসমূহকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি এ খাতের উন্নয়নে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব নিখুঁতভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সে কারণে অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালে দেশের ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং ১ লাখ ৫ হাজার ৬১৬ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারি খাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৭৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সহকারী শিক্ষকের ২৬ হাজার ৩৬৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকের সংখ্যা ২০০৬ সালের প্রতি ৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে প্রতি ৩৩ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জনে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৫টি

কোর ও ৩টি নন-কোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইংরেজী ও গণিতসহ অন্যান্য বিষয়ে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৬৭টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৫৫। শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ পায় সে লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৮২০টি শ্রেণিকক্ষ, ৬৫ হাজার ৮৩টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ৭৯ হাজার ৯৮৯টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ২৩ হাজার ৩৮৫টি শ্রেণিকক্ষ ও ১৯ হাজার ৯০৩টি ওয়াশব্লক নির্মাণ ৭ হাজার ৫৬৩টি টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই যাতে শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতেই পায় সে লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ১ জানুয়ারি 'বই উৎসব' এর মাধ্যমে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে নিজস্ব বর্ণমালা সম্বলিত ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের (প্রাক-প্রাথমিক হতে ৩য় শ্রেণি) নিজস্ব মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শিখানো সামগ্রীও বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য সর্বমোট ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার ৬০৬টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

৫৬। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে শতভাগ শিক্ষার্থীকে ইএফটি'র মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। 'দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১০৪টি উপজেলায় ১৫ হাজার ৪৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য চলমান স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের ১৫০টি উপজেলার সকল প্রাইমারি স্কুলে 'স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম' চালুর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারের

সুচিন্তিত নীতির ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার ২০০৯ সালের ৯০.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৯৭.৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৫.১ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ১৩.৯৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

৫৭। প্রাথমিক স্তরে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সমাজের সকল শিশুর মূলধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিশ্চিতকল্পে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সুবিধার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৫৮। শিশুরাই ভবিষ্যতের দেশ গড়ার কারিগর। আমাদের মূল্য লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ আর তাই শৈশব থেকেই প্রতিটি শিশুর হৃদয়ে এ ধারণাকে প্রোথিত করে দেবার জন্য এখন থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিবেচনায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ও এর মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক ধাপেই প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে অভ্যস্ত করে তুলতে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১ লক্ষের অধিক ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্লাসরুম ও ভাষা ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি করে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল ক্লাশরুম স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল

প্রযুক্তির অভিযোজনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০২২ সাল থেকে প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় শ্রেণি থেকে তথ্য প্রযুক্তি ও কোডিং সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫৯। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় ৩৫ হাজার শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৬৩ জনকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়া শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৬০। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৩৮ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩৪ হাজার ৭২২ কোটি টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৬১। আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যার ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে ভারত এবং পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ ১৯২টি দেশের মধ্যে ১২৯তম স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির হার ৭১.৮২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও উন্নয়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা, মেধার বিকাশে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার সম্প্রসারণে সহায়ক

নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী নতুন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সৃজনের লক্ষ্যে দেশের ১৬০টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৬২। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৫৩৩টি কলেজের ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০টি সরকারি কলেজের ২০৮টি ভবন এবং সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০টি সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৩ হাজার ৭০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ এবং ৯ হাজার ৪১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

৬৩। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতায় গত দেড় দশকে ৩৫ লক্ষ ৬১ হাজার ১১৩ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৪৬ জন শ্রেণি শিক্ষক, ২৯ হাজার ৫৬৪ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ৫৯৭ জন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অষ্টম এবং নবম শ্রেণির কারিকুলাম বিস্তরণে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৫১৭ জন জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক ও ১৬ হাজার ৫০ জন উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬০৪ জন বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০

হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি এবং ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ১ লক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া "সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)" এর আওতায় বিভিন্ন সময়ে গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বমোট ১০ হাজার ৪৪৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৬৪। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩ হাজার ২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১ হাজার ৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬৪ হাজার ৯২৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১২ হাজার ল্যাব স্থাপন করা হবে। আইসিটি বিষয়ে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারা দেশে ২০০টি সরকারি কলেজে ২ হাজার ৬০৭টি মাল্টিমিডিয়াসহ শ্রেণিকক্ষ, ২০০টি ল্যাংগুয়েজ কাম আইসিটি ল্যাব, ১ হাজার সায়েন্স ল্যাব স্থাপন ও আইসিটি উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে মোট প্রায় ৫ হাজার ২৩৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এবং ট্রান্সফরমেশন" এবং "ইম্প্রুভিং কম্পিউটার সফটয়্যার ইন টারশিয়ারি এডুকেশন" শীর্ষক দুটি প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে, যা উচ্চ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পিকার

৬৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ১ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার ৭৯৯ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৫ হাজার

৮০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সর্বমোট ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৬২ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার উন্নীতকরণে এ উপবৃত্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, স্নাতক পর্যায়ে যে সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় তার প্রায় ৬০ শতাংশ নারী।

৬৬। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য National Academy for Autism and Neuro-Developmental Disabilities (NAAND) প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী একাডেমি চালু করা হয়েছে যেখানে বর্তমানে বহির্বিভাগ সেবা হিসেবে শিশু ও অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৬৭। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ৪৪ হাজার ১০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৪২ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

৬৮। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত কয়েক বছরে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ যা ২০২২ সালে ১৮.১৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং এর

প্রায় ২৮ শতাংশ নারী। ২০১০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৫৬ জন যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৮৫ জনে উন্নীত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

৬৯। কারিগরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০০টি উপজেলায় প্রতিটিতে ১টি করে মোট ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মধ্যে নবনির্মিত ৯১টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া ৩২৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭০। দক্ষ জনশক্তি তৈরি লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে অফলাইন এবং অনলাইন শিক্ষার সমন্বয়ে ব্লেন্ডেড পদ্ধতি চলমান রয়েছে। জাতীয় টাস্কফোর্সের আওতায় কারিগরি শিক্ষা উপ-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ সুযোগসমূহ বিবেচনা করে প্রচলিত কারিকুলাম সংস্কারপূর্বক ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে সকল পর্যায়ে অন্তত একটি ভোকেশনাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষার সাথে পরিচিত করার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২৪৯টি অকুপেশনের জন্য ৫১৩টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও ৬১৪টি কম্পিটেন্সি বেসড্ লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস প্রণীত হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৭১। সরকার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩টি নতুন মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে এবং ৪৯৫টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮০০টি মাদ্রাসার মধ্যে ৮১৮টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯৮২টির বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষার সুফল পৌঁছে দেবার জন্য ৫৪৮টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের ১ হাজার ৩৬টি মাদ্রাসায় শেখ রাসেল আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের আওতায় ইতোমধ্যে ৬ হাজার ৭৬৭ জন্য শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৭২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ১০ হাজার ৬০২ কোটি টাকা।

(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

৭৩। চিকিৎসা খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতির পিতা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিএমআরসির কার্যক্রমগুলোও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নত ও সংগঠিত করা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার চাহিদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নত ও

সুসংগঠিত করা এবং চিকিৎসা গবেষণার ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাতির পিতার নীতি অনুসরণ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় গত ১৫ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন।

৭৪। সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম মূলনীতি। এটি বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষ করে, জনসাধারণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ (এইচএনপি) সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ খাতের উন্নয়নে আমরা ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। এর ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা- ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এবং স্মার্ট স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

৭৫। গত দেড় দশকে স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৭ সালে ছিল প্রতি লক্ষে ৩৫১ যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১৩৬ হয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২০০৭ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৬০, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ৩৩ এ নেমে এসেছে। নবজাতকের মৃত্যুহার ২০০৭ সালে ছিল প্রতি হাজারে ২৯, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২০ হয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০০৭ সালে ছিল ৬৬.৬ বছর, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের টিকাদান সম্প্রসারণ কর্মসূচির সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এক বছরের কম বয়সী শিশুর পূর্ণ টিকা প্রাপ্তির হার ৭৫ শতাংশ থেকে ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের এ সকল অর্জন টেকসই এবং আরও জোরদার করতে গত বছর ১০ হাজার ৫০০ জন চিকিৎসক, ১৫ হাজার নার্স, ১ হাজার মিডওয়াইফ, এবং ৬৫০ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ১০ হাজার নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৭৬। শিশু ও নারীদের বিভিন্ন মারাত্মক সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশু, কিশোরী ও নারীদের ১১টি মারাত্মক সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে নারীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা কর্মসুচিতে সংযোজিত হয়েছে। দেশের সকল ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম-৯ম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রীদেরকে ক্যাম্পেইন আকারে এই টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগে ক্যাম্পেইনের ১ম ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২০২৫ সালে ইপিআই কর্মসূচিতে টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ও জাপানিজ এনকেফালাইটিস ভ্যাকসিন সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৭৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাস্থ্য সেবা খাতকে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রবর্তন করেন। সারাদেশে মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ১৪ হাজার ৩১১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ২৭ ধরণের ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল নিয়ে প্রথম রেজুল্যুশন গ্রহণ করেছে, যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট 'কমিউনিটি ক্লিনিক: দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' শীর্ষক রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্ভাবনী চিন্তাকে জাতিসংঘের অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকেও অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে।

৭৮। স্বাস্থ্য খাতের ডিজিটালাইজেশনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক

এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিককে একটি অভিন্ন হেলথ আইডি সম্বলিত হেলথ কার্ড সরবরাহের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক হেলথ ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬২টি হাসপাতালে শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড চালু করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় ই-স্বাস্থ্য নীতি কৌশল চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ১৫টি জেলা হাসপাতাল এবং ৫৭টি উপজেলা হাসপাতালসহ ৯৬টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি হেলথ কল সেন্টার (১৬২৬৩) চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসে টেলিফোনে ২৪ ঘন্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা পাচ্ছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য কোভিড অতিমারির সময় থেকে সরকার বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এবছরও আমরা এখাতে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৭৯। ঔষধ স্বাস্থ্য সেবার অপরিহার্য অংশ। এ বিবেচনায় ঔষধ শিল্পকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও নীতি সহায়তার ফলে বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম। দেশে মোট চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫০টির বেশি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন দেশে ৯ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৮০। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে আধুনিক ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষায় সকল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে এক প্লাটফরমের আওতায় নিয়ে আসা, পরীক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

হচ্ছে। স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে বিগত ১৫ বছরে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসংগে আমি উল্লেখ করতে চাই, ২০০৮ সালে দেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র ৫৯টি, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১১টি; ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট ছিল ১৩টি, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৫টি। ২০০৮ সালে সরকারি মেডিকেল কলেজ আসন ছিল ২ হাজার ৩১০টি, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৮১টি। ২০০৮ সালে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট আসন ছিল ১৩৫টি, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪৫টি। এছাড়া চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনায় শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

৮১। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের শিক্ষার্থী বাছাইয়ের কার্যক্রম এবং বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া অটোমেশন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য একীভূত করার জন্য অনলাইন সার্ভারভিত্তিক সফটওয়্যার Training Management Information System (TMIS) প্রবর্তন করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার অবকাঠামো তৈরি, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্য খাতের নতুন উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' এ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। আগামী বাজেটে এখাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশেষায়িত প্রযুক্তি/যন্ত্র ব্যবহার, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত ও দক্ষ জনবল (medical technician, experts) তৈরির জন্য কোর্স/প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ উপযোগী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি যুগোপযোগী স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রণয়নে 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষাবোর্ড আইন, ২০২৩' এবং 'বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রিডিটেশন আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮২। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকের পাশাপাশি পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন নার্স তৈরি করা জরুরি। এ লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরে মোট ২৪টি নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরও ১০টি নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে। নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে ১৩টি সরকারি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে এবং ০৪টি সরকারি কলেজে পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। আরও ১৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষার জন্য ০৪টি কলেজে পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ২২টি নতুন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সরকারি পর্যায়ে ৬৮টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬১টি। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রতি বছর ৩৩ হাজার ৬১৫ জন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৮৩। পরিবার পরিকল্পনা সেবা সহজীকরণসহ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ ধাত্রী ও মিডওয়াইফ-এর মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবসেবা দেয়া হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি সেবা কেন্দ্র (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা) এবং ৭১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হতে সিজারিয়ান অপারেশনসহ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৪২৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ১০৪টি কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০ শয্যাবিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সেবাকেন্দ্রে সেবা প্রদানের জন্য ১,৫৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে। জেলাশহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্রকে মা ও শিশু হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে। কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ২০১৭-২০৩০ মেয়াদের জন্য

প্রণীত জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্রের আওতায় বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে স্থাপিত কৈশোরবান্ধব কর্ণারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৮৪। স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণের অব্যাহত অগ্রগতি বজায় রাখার নিমিত্ত আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩৮ হাজার ৫১ কোটি টাকা।

(৩) কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৮৫। ২০২৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হচ্ছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। আমরা বিশ্বাস করি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া, দারিদ্র্য নিরসন এবং আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, শ্রম বিষয়ক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণসহ শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি

৮৬। শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪১৮ জনকে স্বাস্থ্য সেবা, ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৩৩ জনকে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও সেবা এবং ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৬৭ জনকে চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের নিম্নতম মজুরি ৮

হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১২ হাজার ৫০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণসহ ৪৩টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে গত ১০ বছরে ২৩ হাজার ৩৮৭ জন শ্রমিককে ১১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ও পারিবারিক কারণে গত ৬ বছরে ২০ হাজার শ্রমিককে ১৯৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৮৭। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি ও মাতৃত্ব-সুরক্ষাকল্পে এবং শিশুর শৈশবকে সম্ভাবনাময় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬,৪৩০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মোট ১ হাজার ৫৩০ জন শ্রমজীবী মহিলার আবাসনের জন্য বহুতল হোস্টেল এবং ৫ শয্যার হাসপাতালসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মহীন ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এরই অংশ হিসেবে 'রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে এ পর্যন্ত কর্মহীন ১০ হাজার ২২২ জন শ্রমিককে সর্বমোট ৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আহত হওয়ার ঝুঁকি হতে সুরক্ষার জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স' স্কীম পাইলট ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসন ও শোভন কর্মপরিবেশ

মাননীয় স্পিকার

৮৮। শিশুশ্রম নিরসনে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএলও

কনভেনশন অনুযায়ী শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মোট ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সরকার ৪৩টি সেক্টরকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে শিশুশ্রম নিরসনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প, চিংড়ি শিল্প, ট্যানারী, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে।

৮৯। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক সেক্টরে ১ হাজার ৫৫০টি কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে Labour Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের তথ্য অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার জন শ্রমিককে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার জনকে চিত্তবিনোদন সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইসাথে, শ্রমিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় ৪৯ হাজার ৫০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পিকার

৯০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ হতে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ১১৭ জন নারী কর্মীসহ মোট ৯৭ লক্ষ ৭ হাজার ২৫০ জন

কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় রেমিট্যান্স আহরণের গতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ ছিল ১০.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে দ্বিগুণ হয়ে ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আহরিত রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিমিত্ত বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে মোট ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৩টি টিটিসি'র মাধ্যমে জাপানি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও চাইনিজ ভাষাসহ বিভিন্ন ধরণের বিদেশি ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদ্যমান ১০৪টি টিটিসির পাশাপাশি আরও ৫০টি টিটিসি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও 'দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৪০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৯১। বিদেশ ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে সরকার ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করেছে এবং এ তহবিল হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৯ জন ঋণগ্রহীতাকে ২৯৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মাধ্যমে প্রবাস ফেরত আহত ও অসুস্থ কর্মীর চিকিৎসার্থে ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৮৫ জনকে ১৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বৈধভাবে বিদেশ গমণকারী মৃত কর্মীর পরিবারকে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৪৩৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৯২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং দক্ষতা উন্নয়ন ইকোসিস্টেমের মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নীতিকৌশল এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাঠক্রম প্রণয়নসহ দেশের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্ত ২০১৭ সালে গঠিত জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) হতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২৫টি সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮টি কোর্সের মাধ্যমে ১ হাজার ৮৭২ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ৬ হাজার ২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত চলতি অর্থবছরে এ তহবিল হতে প্রশিক্ষণ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৯৩। দক্ষতা উন্নয়নে অর্থ বিভাগের অধীনে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩টি শিল্প সংস্থা ও ৪টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক শিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, পাট শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, হালকা প্রকৌশল, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদির জন্য এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নার্সিং ও কেয়ারগিভিং, গাড়ি চালনা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের

মাধ্যমে গত ৯ বছরে প্রায় ৬ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের মধ্যে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নসহ শিল্প খাতে কর্মরত ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা, গবেষণা ও উন্নয়ন তাড়িত উদ্ভাবন এবং সবুজ দক্ষতা বৃদ্ধিতে Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৮ সালের মধ্যে উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম ৫টি ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ স্থাপন করা হবে এবং ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার প্রেক্ষিতে ন্যূনতম ২০টি উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স বাস্তবায়িত হবে। এছাড়াও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, গবেষক বা প্রকৌশলীদের সহায়তায় গবেষণা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে একটি নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

(৪) কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কৃষি খাত

মাননীয় স্পিকার

৯৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদেরই উৎপাদন করতে হবে। কৃষকদের বাঁচাতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা না হলে বাংলাকে বাঁচাতে পারবেন না।" জাতির পিতার এ দর্শনকে ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের কৃষি খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

৯৫। নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং কৃষি উৎপাদন সহায়ক নীতিকৌশল কৃষি খাতে বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, চাষাবাদ প্রযুক্তি আবিষ্কার, উদ্ভাবিত জাত ও

প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, সুলভ মূল্যে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে কৃষিকে আরও বহুমুখীকরণ, অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদন এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছে।

৯৬। কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং তা অদূর ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। সারে ভর্তুকি প্রদানের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ৫১ হাজার ৩০০টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।

৯৭। কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লি কর্মসূচির আওতায় প্রায় ২৭ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ২২ হাজার ৪০২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে সার, সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ইক্ষু চাষে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) বাবদ ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের সরকার সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মতো, স্বল্পসুদে, জামানতবিহীন কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ‘বর্গাচাষিদের জন্য কৃষিঋণ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

৯৮। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য

ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৩২৮.৯৬ লক্ষ মে. টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৭.০৩ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে ভুট্টা উৎপাদন ৭৮০ শতাংশ, আলু উৎপাদন ৯৮ শতাংশ ও সবজি উৎপাদন ৬৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি খাতের এ উৎপাদন-বিপ্লবের ফলে বিশ্বের সবচাইতে ঘনবসতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বে চাল, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, চা উৎপাদনে ৪র্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম স্থান অধিকার করেছে।

মাননীয় স্পিকার

৯৯। কৃষিখাত উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু ধানের চাষ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উৎপাদন নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য এখন ভার্টিকাল পদ্ধতিতেও চাষাবাদ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভাসমান কৃষি, ছাদ কৃষি, হাইড্রোপনিক ও অ্যারোপনিক কৃষি, ও প্রিসিশন কৃষি কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। কৃষি উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে দেশের কৃষিব্যবস্থা জীবন নির্বাহী কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

১০০। ইতোমধ্যে আমরা 'স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প (২০২২-২৬)' ও 'ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্প (২০২২-২৫) বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছি। অনলাইনে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম 'হর্টেক্স বাজার' এবং 'ফুড ফর নেশন' চালু করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পিকার

১০১। সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণের ধারা অব্যাহত থাকবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ৩৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য সরবরাহ চেইনের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভালো পুষ্টি অনুশীলনের (Good Nutrition Practices) প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১০২। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এবং নিম্ন আয়ের মানুষকে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সুরক্ষা দিতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের ৫০ লাখ পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সমগ্র বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের প্রায় ১ কোটি পরিবারের নিকট টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি চিনি (মজুদ থাকা সাপেক্ষে) এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩০ টাকা দরে ৫ কেজি চাল বিক্রি করা হচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেবার এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের পরিবর্তে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। এর ফলে উপকারভোগীর NID এবং মোবাইল নম্বরের সমন্বয়ে তথ্য যাচাই করা সম্ভব হবে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৩০ লক্ষের বেশি স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০৩। খাদ্যের অপচয় রোধে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২১.৮৬ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে তা ২৯ লাখ মে.টনে উন্নীত করা হবে। এছাড়াও টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের

আপদকালীন মজুদ বজায় রাখছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামে পণ্যের মজুদ বৃদ্ধির জন্য গুদাম নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ছিলো ৯ হাজার ৫৭০ মেট্রিক টন, যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ২৭ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। 'টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা হবে এবং এর মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পিকার

১০৪। প্রাণিজ আমিষের শতভাগ চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৎস্যখাতে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'The State of World Fisheries and Aquaculture 2022' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থানে রয়েছে। ইলিশ উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম। দেশীয় মাছকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ৪০ প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০৫। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল

অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্পের মাধ্যমে Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে এবং চট্টগ্রামে Joint Monitoring Center প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ৫টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ এবং ৬টি পেট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পীড বোট সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা রোধে National Plan of Action বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১০৬। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের জন্যে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০৭। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪.৫.১ অনুযায়ী মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কি. মি মেরিন রির্জাভ এরিয়া এবং নিঝুমদ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কি.মি এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

সর্বোপরি, 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার আওতায় টুনা আহরণের নিমিত্ত দু'টি সামুদ্রিক ভেসেল ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এটি সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২৪.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১০৮। মৎস্য আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার জেলেদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কর্মহীন সময়ে সরকার জেলেদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২৩ সালে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬ হাজার ৮৩ মে.টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম আগামী অর্থবছরেও চলমান থাকবে।

১০৯। মৎস্যের পাশাপাশি গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্মার্ট লাইভস্টক সেক্টর গঠনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম প্রাণিজ আমিষের চাহিদার ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। 'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার'- এই নীতি সামনে রেখে প্রাণিচিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। এছাড়া দৈনিক মাথাপিছু

প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, টিকা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১১০। কৃষি খাতের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩৫ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা।

(৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার

মাননীয় স্পিকার

১১১। "শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি"- এই প্রত্যয়ে আমাদের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধাদির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রাম ও শহরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি, সংস্কার ও সংরক্ষণ করছে। রাজধানী ও মহানগরসহ দেশব্যাপী সড়ক, ব্রীজ, কালভার্টসহ প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসন, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দৃশমান উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১১২। সারাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নাগরিক সুবিধাদির সম্প্রসারণে বিগত ১৫ বছরে পল্লি সেক্টরে মোট ৭৮ হাজার ২১৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মাণ, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৭৩ কি.মি. পাকা পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮০৭ মিটার নতুন ব্রীজ নির্মাণ, ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন

নির্মাণ, এবং ৪১৮টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৯১৯টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১ হাজার ৫১৬টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নগর সেক্টরে ১১ হাজার ৫২২ কিলোমিটার সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ, ৪ হাজার ৭১৫ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ১৮ হাজার ১০ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৫০টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ও ৫৭টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

১১৩। জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে আমাদের সরকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলে মোট ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮০০টি নিরাপদ পানির উৎস, পৌর এলাকায় ১ হাজার ৪৮৪টি উৎপাদক নলকূপ, ১৫৯টি পানি শোধনাগার, ১৭ হাজার ৭৭৯ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ১ হাজার ৬৩ কি.মি. ড্রেন ও ৬৯টি উচ্চ জলাধার স্থাপনসহ পুকুর খনন/পুনঃখনন করা হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ১ হাজার ৯২১ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, ১ হাজার ৯৩৪টি পানি সম্পদ অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ, ৭ হাজার ৪০৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ৩২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৭৪ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১৪। ঢাকাবাসীর দৈনিক প্রায় ২৬৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ঢাকা ওয়াসা দৈনিক প্রায় ২৭৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। রাজস্ব বিল জারির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ অটোমেশন করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসাও নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করছে। ঢাকা নগরবাসীর জন্য নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ৩ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১১৫। পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণে স্মার্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ, এবং পৌরসভা সমূহের বিভিন্ন পানির উৎসের সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইনে পরিচালনার নিমিত্ত একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহে District Metered Area (DMA) স্থাপন করে স্মার্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার গভীর নলকূপসমূহের পাম্প-মোটর, ক্লোরিনেশন, জেনারেটর প্রভৃতি Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) সিস্টেমের মাধ্যমে অটোমেশনের আওতায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ লোক নগর এলাকায় (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায়) বাস করে। আধুনিক নগর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিগত ১৫ বছরে নতুন ৫টি সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কতিপয় সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নগর এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও প্রাথমিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে।

১১৬। জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা শহরের ২৬টি খালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা হতে দুই সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। খালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ খালের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গত বছর প্রচুর বৃষ্টিপাতেও ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা হয়নি। খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের উদ্যোগ চলমান থাকবে। অপরদিকে, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীসহ সমগ্র দেশে মশক নিধনের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

১১৭। গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাস করে দেশের সকল জনগণের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পল্লি অঞ্চলে দরিদ্র/দুঃস্থ নারীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাবান করছে। এছাড়া জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলার লক্ষ্যে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় মডেল প্রকল্প হিসেবে এ বছর বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (CoP28) আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

১১৮। মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনায় আগামী তিন বছরে পল্লি সেক্টরে ১৬ হাজার ১৬০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৬৯ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ২৭ হাজার ১০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ১৩ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ৪১৫টি গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ১৮৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, ১৬০টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া নগর অঞ্চলে ৪৯৭ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ এবং ২৮২ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৯টি পৌরসভায় উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহে অনুসৃত আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপায়ে বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও জৈবসার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লি উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১১৯। সরকার গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগবান করার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, আয়বর্ধক কর্মসূচি, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে এবং দারিদ্র্য কমছে। গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃজন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্যপীড়িত ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ১০০টি সমবায় সমিতির ১০ হাজার উপকারভোগী মহিলাকে ১২২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আবর্তক ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গাভীর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১১ সালের জুলাই হতে এ পর্যন্ত ২১ হাজার ৩৬০ জন সুবিধাভোগীকে ৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার আবর্তক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩ হাজার সুবিধাভোগীকে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার আবর্তক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি ৯টি জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ১০টি গ্রামে সমবায় সমিতির ১১ হাজার ৬৪০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ হাজার ১৬১ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আবর্তক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১২০। 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার ২০০ জন উদ্যমী, কর্মক্ষম নারী ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক ও উৎপাদনমুখী

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বছরে ২২ লক্ষ লিটার দুধ ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার কেজি মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের ৮টি বিভাগের ৩৭টি জেলার ৫০টি দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় ১৫৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে ১৪ হাজার ২০০ জন মহিলা উপকারভোগীদের জন্য 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন' প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১২১। স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন বাবদ আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৬ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৪৮ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা।

(৬) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ

মাননীয় স্পিকার

১২২। উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ হচ্ছে বিদ্যুৎ। এ প্রেক্ষিতে আমাদের সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করে এর উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রিড যুগোপযোগী করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বিত

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম হিসেবে Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট, যা বর্তমানে ৩০ হাজার ২৭৭ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)-এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ৯ হাজার ১৪৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-আওয়ার হতে ৬০২ কিলোওয়াট-আওয়ার এ উন্নীত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমান ১৫ হাজার ২৪৬ সার্কিট-কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার কিলোমিটার। বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ৭.৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১২৪। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রিড আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত হতে বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়ন শেষে দু'টি ইউনিটে মোট ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে যা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট ও টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব বিবেচনায় এর উন্নয়ন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে ১০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের পাশাপাশি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্মার্ট প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ লক্ষ প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে বিল পরিশোধ, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নতুন সংযোগ কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থা প্রচলনসহ সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে স্মার্ট তথা আধুনিকায়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

মাননীয় স্পিকার

১২৬। দেশে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আমাদের সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমাদের গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি দৈনিক প্রায় ১০০০-১০৫০ মিলিয়ন ঘনফুট আমদানীকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে জানুয়ারি ২০২৪ সময় পর্যন্ত প্রায় ১৪ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত কয়লা বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির ৫৪ হতে ৫৯ শতাংশ পূরণ করে থাকে। বর্তমানে আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি, যার মধ্যে ২০টি উৎপাদনে রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য বাপেক্স কর্তৃক পেট্রোবাংলার আওতায় জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ের মধ্যে ৪৮টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে এ পর্যন্ত বাপেক্স কর্তৃক মোট ৪৯টি কূপ (১২টি অনুসন্ধান, ০৬টি উন্নয়ন ও ৩১টি ওয়ার্কওভার কূপ) খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১২৭। বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-বণ্টন চুক্তিসমূহের আলোকে বিদ্যমান 'অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯'-কে আরও আকর্ষণীয় করে Bangladesh Offshore Model Production Sharing Contract ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ০৯টি ব্লক ও গভীর সমুদ্রের ১৫টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য 'বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০২৪' শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই গভীর এবং অগভীর সাগরের জন্য পিএসসি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে। এছাড়া সামুদ্রিক খণিজ ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সুনীল অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ব্লু ইকোনমি সেল কাজ করছে। সামুদ্রিক সম্পদের আহরণ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২৮। কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকার গভীর সমুদ্রে স্থাপিত ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) হতে জাতীয় গ্রীডে আমদানীকৃত এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে, যার প্রতিটি টার্মিনালের রিগ্যাস ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া মহেশখালী এলাকায় দৈনিক ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলছে। পাশাপাশি, পায়রা এলাকায় দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি সরবরাহের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১২৯। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৪৫ দিনের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ৬০ দিনে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মে. টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে।

দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মে. টন হতে বৃদ্ধি করে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩০। সরকার জ্বালানির বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১৮টি, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ৬৭ হাজার ৫টি ও জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড কর্তৃক সিলেট এলাকায় ৫০ হাজার সহ সর্বমোট ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৩ টি প্রি-পেইড মিটারস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিল্প পর্যায়ের গ্রাহকদের Electronic Volume Corrector (EVC) মিটারের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৩১। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৪ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা।

(৭) যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন

সড়ক ও সেতু

মাননীয় স্পিকার

১৩২। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে আধুনিক ও টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে

যাচ্ছে। একইসাথে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনে দ্রুতগতির গণপরিবহণ ব্যবস্থা (এমআরটি ও বিআরটি) প্রবর্তনসহ মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিভিন্ন মহাসড়কে ১,৪৩৯টি সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে আজ দেশজুড়ে বিস্তৃত ২২,৪৭৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুগঠিত মহাসড়ক অবকাঠামো নিশ্চিত করে চলছে নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ। বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় ৮৫১.৬২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ২০৪১ সাল নাগাদ ১২টি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং আরও দশটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলায় মোট ১০০টি সেতু উদ্বোধন করেন, যার মোট দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৪৯৪ মিটার। এছাড়া ০৮টি বিভাগের ৫০ জেলায় ১০০টি মহাসড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৩৩। ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে MRT Line-6 উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত চালু করা হয়েছে, যা দ্রুতগামী, দূষণমুক্ত, সময়সাশ্রয়ী, অত্যাধুনিক নগর পরিবহণ হিসেবে নারী-পুরুষ সকলের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। জুন ২০২৫ নাগাদ MRT Line-6 এর বাকি কাজ সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি MRT Line-1 ও MRT Line-5: Northern Route এর নির্মাণ কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

১৩৪। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে উত্তর-মধ্যাঞ্চলের সংযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল গত ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে

নির্মিত এটিই প্রথম টানেল। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ (১৯.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ র‍্যাম্প) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে হাতির ঝিল পর্যন্ত অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

১৩৫। গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে উত্তরা বি.এন.এস সেন্টার হতে টঙ্গি চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ঢাকামুখী ৪.৫ কিলোমিটার এবং ময়মনসিংহমুখী দুই লেন যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পিপিপি ব্যবস্থার আওতায় ঢাকা-জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ৩৯.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রেলপথ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৩৬। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলখাতের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। গত পনেরো বছরে দেশে ৯৪৭.৯৯ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৩৪০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১ হাজার ৩৯১ কিলোমিটার রেললাইন পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ,

১৪৮টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, ২৩৮টি স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ, ১ হাজার ৬২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ, ৭৯৪টি রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ, ১৩৭টি স্টেশনে সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং চিলাহাটি এক্সপ্রেসসহ নতুন ১৪৪টি ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টারপ্ল্যান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ অনুযায়ী বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩৭। খুলনা হতে মোংলা সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কি.মি. ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন নির্মাণ কাজ শেষে উদ্বোধন করা হয়েছে। এতে বিদ্যমান বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় পদ্মা সেতুর রেল সংযোগের সাথে মোংলা সমুদ্রবন্দরের সংযোগ স্থাপন হবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও মোংলা সমুদ্রবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া, আখাউড়া হতে লাকসাম সেকশনে ৭২ কি.মি. দ্বৈত লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে, ঢাকা হতে কক্সবাজার নতুন রেল যোগাযোগ চালু হওয়ায় উক্ত সেকশনটি ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে এবং উপ-আঞ্চলিক করিডোরের একটি বড় অংশ হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী অর্থবছরে নতুন ২০টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রো লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ যুক্ত হবে এবং পুনর্বাসনকৃত ১০০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ রেল পরিবহনে সংযোজন করা হবে। আশা করছি এর ফলে যাত্রী সেবার মান, মালামাল পরিবহণ সক্ষমতা, রেলওয়ের পরিচালন দক্ষতা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

নৌ পরিবহণ

মাননীয় স্পিকার

১৩৮। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথকে নিরাপদ, যাত্রীবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং কার্যকর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহণ ব্যবস্থা সুসংহত করার নিমিত্ত নৌবন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ, নৌপথ

সংরক্ষণ, নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌযান উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের মোট আমদানি রপ্তানির প্রায় ৯৫ ভাগ চট্টগ্রাম বন্দর ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বন্দরসমূহে জাহাজ আগমন ও পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসাথে বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলছে।

১৩৯। বিগত পনেরো বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমা ৭ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ডিজিটাল টাইডাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিগত এক দশকে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে বন্দরের কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৫৫ হাজারে TEU-তে উন্নীত হয়েছে। মোংলা বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম আধুনিকীকরণসহ ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রায় সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে ১০.৫ মিটার ড্রাফট বিশিষ্ট ৪০-৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ এ বন্দরে চলাচল করছে। এছাড়া, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

মাননীয় স্পিকার

১৪০। সড়ক ও রেলপথের ওপর চাপ কমানো এবং নৌ পথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৫ বছরে অভ্যন্তরীণ নৌ পথে ২৬টি নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। সারা দেশের নদী অঞ্চলের মানুষের অসুবিধাকে বিবেচনা করে বিভিন্ন ঘাটে ল্যান্ডিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৮৭টি নতুন পন্টুন স্থাপন, মাঝারি ও বড় ধরনের (ডকিং) পন্টুন মেরামত শেষে মোট ৪৭২টি নানা আকারের পন্টুন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার চারপাশে ১১০ কি.মি. বৃত্তাকার নৌপথের উভয় তীরের প্রায় ২২০ কিলোমিটারের

মধ্যে ২০ কি.মি. ওয়াকওয়ে, বনায়ন, সীমানা পিলার ও ২টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে বৃত্তাকার নৌ পথের উদ্ধারকৃত ভূমিতে আরও ৫২ কি.মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ

মাননীয় স্পিকার

১৪১। বিগত পনেরো বছরে আমাদের অর্থনীতির আকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বহির্বিশ্বের সাথে বিমানযোগে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ চলাচলের ক্ষেত্রেও বিমানের ব্যবহার বেড়েছে। তাই বিমান পরিবহণ এবং আনুষঙ্গিক সেবাকে আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য আমরা বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। উড়োজাহাজের নিরাপদ উড্ডয়ন-অবতরণ সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ে উন্নত ও দীর্ঘ করা হয়েছে। বিগত ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের উদ্বোধন করেছেন, যা দেশের এভিয়েশন খাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সমুদ্রের দিকে এ বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৭৯.৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৪২। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনায় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮০ হাজার ৪৯৮

কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে ৮৫ হাজার ১৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

(৮) সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসন

মাননীয় স্পিকার

১৪৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ) এ সমাজের অসহায় মানুষের জন্য সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। দারিদ্র্য নিরসনমূলক বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে – দেশে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ ও ১৭.৬ শতাংশ হতে ২০২২ সালে যথাক্রমে ১৮.৭ ও ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

স্মার্ট সামাজিক সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১৪৪। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকারভোগীদের ইলেকট্রনিক উপায়ে গভর্নমেন্ট টু পার্সন (G2P) ব্যবস্থায় ভাতা বিতরণ কার্যক্রম ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৬৭ জনকে G2P পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন হয়ছে। শনাক্তকৃত প্রায়

৩৩.৩৪ লক্ষ প্রতিবন্ধীর তথ্য সম্বলিত Disability Information Management System নামক নতুন সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারে উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটাবেজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। সর্বমোট ১১৫টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ৩৪টি ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে ১৯টি কর্মসূচির অর্থ G2P পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে ৯৩ শতাংশের অধিক ক্যাশভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা G2P পদ্ধতিতে প্রদান করা হচ্ছে এবং আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট ক্যাশভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকেও এ পদ্ধতির আওতায় আনা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১৪৫। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বেসরকারি এতিমখানায় সমাজের এতিম ও সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের মাথাপিছু অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বেসরকারি এতিমখানায় Smart System (G2I) পদ্ধতিতে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানের লক্ষ্যে পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগের ০৪ জেলায় (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এবং গাজীপুর) পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলায় পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সারা দেশব্যাপী বেসরকারি এতিমখানা/ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি Smart System (G2I) পদ্ধতিতে ইএফটির মাধ্যমে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হবে।

প্রতিবন্ধী সুরক্ষা কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

১৪৬। প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ এবং অধিকার সুরক্ষায় আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আগামী অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্তের সংখ্যা বর্তমান ২৯ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি

করে ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার জনে উন্নীত করা হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তির হার বিদ্যমান ৯৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০৫০ টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩' পাশ করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরের ১৪ নং সেক্টরে ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে এবং ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস সরকারিভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

১৪৭। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্র হতে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৭৫ হাজার সহায়ক উপকরণ (কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, সাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-০৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার।

মা ও শিশু সহায়তা কার্যক্রম

১৪৮। গ্রামীণ এলাকার মাতৃত্বকালীন ভাতা ও শহর এলাকার কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচিকে ঢেলে সাজিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মসূচির আওতায় MIS ভিত্তিক মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির অধীনে মায়েদের ৩৬ মাস পর্যন্ত মাসিক ৮০০ টাকা প্রদান করা

হয়। সারাদেশে মা ও শিশুদের সহায়তা প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করতে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এছাড়া, এ কার্যক্রমের আওতা আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮০০ জন হতে ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮০ জনে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪৯। সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের পরিবার বা নিকট আত্মীয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকত্রীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে এ সকল কেন্দ্রে ১ হাজার ৮৮ জন ছেলে এবং ১ হাজার ২১৬ জন মেয়ে শিশু অবস্থান করছে।

বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের সুরক্ষা

১৫০। দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণের জন্য মাসিক ৬০০ টাকা হারে মোট ৪ হাজার ২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। আগামী অর্থবছরে ভাতাপ্রাপ্ত প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০ লক্ষ ১ হাজার জনে উন্নীত করা হবে এবং এ বাবদ ৪ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ভাতাপ্রাপ্ত বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলার সংখ্যা বিদ্যমান ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার জনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং এ বাবদ ১ হাজার ৮৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

১৫১। বেদে, হিজড়াসহ সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা প্রদানে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বর্তমানে

মোট ৬ হাজার ৮৮০ জনকে ভাতা দেয়া হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে মোট ১২ হাজার ৬২৯ জনকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া, বেদে জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকবে। আগামী অর্থবছরে সমাজের অনগ্রসর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ৯০ হাজার ৮৩২ জনকে ভাতার আওতায় আনা হবে। হিজড়া, বেদেসহ সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা উপবৃত্তি চলমান থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

১৫২। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা ২০২১-২২ অর্থবছরে ন্যূনতম ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা জি-টু-পি প্রক্রিয়ায় সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতাসহ উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মহান বিজয় দিবস ভাতা, চিকিৎসা সেবা, দাফন বাবদ অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া সমন্বিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 'অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১১ হাজার ৫৭টি বীর নিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ হাজার ৮৮৯টি বীর নিবাস নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৫৩। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা ছিল।

(৯) শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন

শিল্পায়ন

মাননীয় স্পিকার

১৫৪। দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি খাত হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি। এ খাতকে গতিশীল করতে উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি এবং বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছি। একইসাথে, আমরা একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২৪.৩ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৭.৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪১.৮৬ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার শিল্প সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে।

১৫৫। ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে মোট ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের' মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। এছাড়া ৯ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা চালু করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ে

৫৪৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩টি এবং ২য় পর্যায়ে ১ হাজার ৯৮৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৮২টি শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে।

১৫৬। বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বড় বাজারকে বিবেচনায় রেখে বিএসটিআই আন্তর্জাতিক মান সংস্থা The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) এর সদস্য পদ লাভ করেছে এবং ইতোমধ্যে ৮৪টি হালাল সনদ প্রদান করেছে। ফলে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার হালাল পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই বৈশ্বিক হালাল পণ্যের বাজারে রপ্তানি বাড়াতে আমরা হালাল সনদ নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করেছি এবং সেই আলোকে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছি।

১৫৭। কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে সরকার মূলত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পুনঃঅর্থায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ও বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বিক্রয় পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তাকল্পে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। বিসিকের সাব-কন্ট্রাক্টিং সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৭৮৫টি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংযোগ স্থাপন (লিংকেজ) করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাথে বৃহৎ শিল্পের সংযোগ বৃদ্ধির জন্য আমরা সাব-কন্ট্রাক্টিং আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়া, বিসিক অনলাইন মার্কেট এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৫৮। আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্প খাতের বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি এবং ইটিপি) নির্মাণ বাধ্যতামূলক করেছি।

ইতোমধ্যে সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয়ভাবে সিইটিপি নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘণ্টাই চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তরল বর্জ্য পরিশোধন কাজ চলমান আছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তা করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে নতুন শিল্পের রেজিস্ট্রেশন, মেয়াদোত্তীর্ণ শিল্পের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন, রেজিস্ট্রেশন বাতিল, সাব-কন্ট্রাক্টিং সংযোগ স্থাপন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের আবেদন ও প্রশিক্ষণ শেষে ই-সার্টিফিকেট প্রদান, ঠিকাদার নিবন্ধন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

১৫৯। দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিমুখী ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ২০০ একর জমিতে Active Pharmaceutical Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। চামড়া খাতকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক সাভার চামড়া শিল্পনগরী ছাড়াও রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় আরও ৩টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য কাজ করছি। এছাড়া যশোর জেলার রাজারহাটে নতুন একটি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে সদর উপজেলার রামনগর ভাটপাড়া মৌজায় ৫০ একর জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬০। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ২৪ কোটি টাকা।

বাণিজ্য

মাননীয় স্পিকার

১৬১। বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর প্রথম অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্বের ৬৮টি দেশে ২৫টি

পণ্য রপ্তানি করে মাত্র ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। পক্ষান্তরে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ৮০৬টি পণ্য রপ্তানি করে। বিশেষ করে বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অর্জন ছিল লক্ষণীয়। দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বহুমাত্রিকতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক/অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement-FTA) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement-PTA) স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

১৬২। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণজনিত কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হ্রাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশ এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা কাজ করছি। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছি। এছাড়া, বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) অথবা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০২০ সালে ভুটানের সাথে PTA স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং নেপাল, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে PTA স্বাক্ষরের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) নেগোসিয়েশন শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে তথ্য বিনিময় চলছে। চীনের সাথে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার জাপানের সাথে FTA/অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে আমরা Core Working Group গঠন করেছি। বিভিন্ন দেশের সাথে এ সকল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমেও রপ্তানি সম্প্রসারণে কাজ করে

যাচ্ছি। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশে অস্ত্র ছাড়া সব (EBA) পণ্যের জন্য বাংলাদেশ GSP সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যে আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত GSP সুবিধা এবং অস্ট্রেলিয়ায় আগামী ২০৩২ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১৬৩। রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণে স্থানীয় শিল্পের সুষম বিকাশ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩ প্রণয়ন করেছি। বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে চলমান মন্দা এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা বিদ্যমান রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছি।

১৬৪। দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ কর্মসূচির আওতায় জাহাজ, ফার্নিচার, রাবার, ঔষধ, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম অ্যাপ্লায়েন্স, কাগজ, প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালস ও প্যাকেজিং, আইসিটি, সিরামিকস, এগ্রোপ্রসেসড খাদ্য, চামড়া ও বহুমুখী পাট পণ্য ইত্যাদি পণ্যকে সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল পণ্যের উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৫। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হিসেবে ই-কমার্স/ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে আমরা যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (DBID) প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮৫টি ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ডিবিআইডি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ডিজিটাল কমার্সের সমন্বিত অনলাইন অভিযোগ

নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CCMS) এর পাইলটিং কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি।

পর্যটন

মাননীয় স্পিকার

১৬৬। পর্যটনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা পঁচিশ বছর মেয়াদি পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। মহাপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে। এটি বাস্তবায়িত হলে ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন খাতের অবদান হবে ৪৭৭ কোটি মার্কিন ডলার। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং দেশি-বিদেশি জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে দেশে ইকো-ট্যুরিজম, হেরিটেজ ট্যুরিজম এবং বিজনেস ও মাইস (MICE) ট্যুরিজম বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সকল ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য আমরা টাঙ্গুয়ার হাওড়, নিঝুম দ্বীপ, সুন্দরবনের শরণখোলায় ও পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে পর্যটক সুবিধা এবং পদ্মা ব্রিজের মাওয়া প্রান্তে ট্যুরিজম কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে এ সকল এলাকায় পর্যটক আকর্ষণে ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিএমও) গঠন করা হচ্ছে। তাছাড়া, টেকসই ট্যুরিজম শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে ট্যুরিজমের সাথে জড়িত সকল ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের নিবন্ধনের পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পর্যটন খাতকে সমৃদ্ধ করতে চট্রগ্রামের পারকি, নোয়াখালীর হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া আমাদের রংপুর, চাঁদপুর ও কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধাদি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

(১০) নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর কল্যাণ

নারীর ক্ষমতায়ন

মাননীয় স্পিকার

১৬৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার পথ অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছেন। এগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, টিকা প্রদানের কভারেজ বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধসহ দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। Global Gender Gap Report ২০২৩ অনুযায়ী বিশ্বে জেন্ডার বৈষম্য সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৯তম অবস্থান অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬৮। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, জেন্ডার ও আইনী সহায়তাসহ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সহায়তা, সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ই-কমার্স

মার্কেটপ্লেস 'লালসবুজ ডটকম' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নারীরা এ প্ল্যাটফর্মে তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৪ হাজার ৫০০ জন উদ্যোক্তা এ প্লাটফর্মে নিবন্ধন করে পণ্য বিক্রয় করছেন। একইসাথে আইসিটিভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য 'Her Power' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬৯। গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান আগামীতেও অব্যাহত রাখা হবে।

নারী ও শিশুর সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১৭০। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভিজিডি কার্যক্রমের মাধ্যমে ১ কোটি ২২ লক্ষ নারীকে পুষ্টি চাল ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৬১ হাজার

৯৭৮ জন গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ১২৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯ হাজার ৩০ জনকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবী মায়েদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ২৮ হাজার ৮২৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৯৯ হাজার ৩৬৮টি সমিতিকে ১৪৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৭১। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদেরকে জেলা সদর হাসপাতাল এবং ১৪টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল থেকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে ২৯ হাজার ৬৯৬ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ ৪১ হাজার ১৫৩ জন নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৭২। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতাসহ অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে নারীদের নিজেকে রক্ষার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন করার পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কেও অবহিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর পরিস্থিতি যেমন বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক, যৌন নির্যাতন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি থেকে সুরক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৭ হাজার ৩৩ টি ক্লাব চলমান রয়েছে। এ সকল ক্লাব শিশু নির্যাতন, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্কুলগামী ছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কিশোরী ক্ষমতায়ন এবং সহজে পথ চলার জন্য বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৭৩। আগামীতে নারী উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, শ্রম বাজারে নারীদের প্রবেশ বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। সেলক্ষ্যে হাওড় এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীর আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মজীবী মায়েদের শিশু সন্তানদের জন্য ৬৪ জেলায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, ৬৪ জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীল কাজ সংগ্রহ এবং প্রদর্শন, নিরাপদ ইন্টারনেট নিরাপদ শিশু কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদিসহ বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৭৪। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ২২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা ছিল।

(১১) জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

মাননীয় স্পিকার

১৭৫। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাস উপযোগী পৃথিবী গড়ে তোলা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছি। ২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়নসহ

রেগুলেটরি এবং ফিসক্যাল পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে আমরা Planetary Emergency নামে একটি Motion গ্রহণ করেছি। এ সকল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিসেম্বর ২০২৩-তে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Climate Mobility Champion Leader Award'-এ ভূষিত করেছে।

১৭৬। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় আমরা ২০০৯ সালে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন করি যা বর্তমানে হালনাগাদ করা হচ্ছে। BCCSAP এ বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) পরিচালনার জন্য ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ হাজার ৯৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার অধীনে এ পর্যন্ত ৯০৮টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারিসহ মোট ৯৬৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭২১টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালে Bangladesh Climate Fiscal Framework প্রণয়ন করা হয় যা ২০২০ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বসহকারে স্থান পাচ্ছে। তাছাড়া, সকল সরকারি প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নের সময় আবশ্যিকভাবে জলবায়ু সংশ্লেষ বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে আমরা জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সংক্রান্ত বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করছি। এছাড়া, সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পের সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে Bangladesh Climate and Development Platform (BCDP) গঠন করা হয়েছে। বিশ্বের যে দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে গভীর বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। এ অভিঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং প্রভাব হ্রাসের জন্য আমরা

পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে এবারের বাজেটে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

১৭৭। বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। বায়ুদূষণ মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় এবং শিল্পঘন শহরে স্থাপিত সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র এবং কম্প্যাক্ট বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বায়ুমান মনিটরিং উপাত্তসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরাসরি অনলাইনে বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং AQI হিসাবে ক্যালকুলেশন করে Real Time Air Quality System তৈরি করা হয়েছে, যা নভেম্বর ২০২৩ হতে Real Time ভিত্তিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। দেশব্যাপী ২ হাজার ৯০৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৭৪টি তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬৫৬টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ২৭টি নদীর ৯৯টি স্থানে নিয়মিত পানির গুণগত মান মনিটরিং করা হচ্ছে এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

১৭৮। সামাজিক বনায়নসহ দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৮টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৪টি ইকোপার্ক, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড ও সেন্টমার্টিন) এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৭টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫৩টি।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

১৭৯। নদীমাতৃক এ দেশের কৃষির উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় পানি সম্পদের যথাযথ ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। পানি সম্পদের দক্ষ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙ্গন রোধ, নদী ড্রেজিং, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত ১৮২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে গত তিন বছরে ৯২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২৪৭ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ, ২১০ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ, ২ হাজার ৩৬৯ কি.মি. বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৬৩টি হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্রাকচার নির্মাণ ও ২৩৩টি মেরামত, ২৬৫ কি.মি. সেচ খাল পুনঃখনন, ১ হাজার ১৯ কি.মি. নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ১ হাজার ১৪৮ কি.মি. নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৮০। চলতি অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ, বাঁধ নির্মাণ, সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন, নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন, সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, হাওড় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমূহকে স্বয়ংক্রিয় করার কাজ চলমান রয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকার পোল্ডারসমূহে AI ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাছাড়া Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things এবং Big Data ব্যবহারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ও আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৮১। ঢাকা মহানগরীর চতুর্পাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখতে 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরের উত্তরাংশে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২টি পাম্প স্টেশন নির্মাণের ফলে উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। হাওড় এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হাওড় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২৮ হাজার ৪৩ কোটি টাকার ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ৪০টি সংস্থা ইতোমধ্যে ১১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। হাওড় মহাপরিকল্পনা হালনাগাদের জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

১৮২। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর আওতায় পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে প্রায় ৫২ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৮টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১২টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫৬টি প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়া এ পরিকল্পনার আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় ৫ হাজার ২৬২ কি.মি. নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। ফলে ১০৯টি ছোট নদী, ৫৩৩টি খাল ও ২৬টি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত হবে এবং জলাশয়, খাল ও নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আনুমানিক ৫ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর এলাকাকে জলাবদ্ধতা, বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ঝুঁকি হতে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে। প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে বার্ষিক প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

১৮৩। প্রায় প্রতিবছর বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে আমাদের জনগণ এ সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে খাপ খাইয়ে উন্নয়নের ধারা সচল রাখার একটি সহজাত সক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম গ্রহণ করছে। দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত। অতি সম্প্রতি আমরা 'রেমাল' ঘূর্ণিঝড়কে দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

১৮৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর আলোকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৭ হাজার ২০০ জন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর ও দ্রুততার সাথে সকলের সমন্বয়ে পূর্ব সতর্কীকরণ ও দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। আইভিআর প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফোনে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বড় ধরনের দুর্যোগে সার্বিক সমন্বয়ের জন্য জাতীয় দুর্যোগ সমন্বয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৮৫। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ৪৯২টি উপজেলায় ৬.৫ কিলোমিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪ কি.মি

সেতু/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৬১.৪০ কি.মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০৮৬.৩৫ কি.মি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকার ২৩টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ২৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণসহ সর্বমোট ৪৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় ৪৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় ৩২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

১৮৬। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবহারিক গাইড তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ের কন্টিনজেন্সি প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১২টি মন্ত্রণালয়ের ১৬টি বিভাগ ও অধিদপ্তরের সাথে যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ১২টি মন্ত্রণালয়কে তাদের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা হয়েছে। দুর্যোগের ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক অর্থায়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করছে।

(১২) বিজ্ঞান, গবেষণা, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও গবেষণা

মাননীয় স্পিকার

১৮৭। বিজ্ঞানমনস্ক ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিসম্পন্ন জাতি গঠন আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৪, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের পাশাপাশি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৬ হাজার ৩৯৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ২২১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট-এর আওতায় ৭৬০ জনকে দেশে ও বিদেশে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১৫ জন ইতোমধ্যে তাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন এবং ২৪৫ জনের অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে।

১৮৮। স্বল্প মূল্যে আধুনিকমানের পরমাণু চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সাধারণ জনগণকে স্বল্প মূল্যে আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে পরমাণু চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক রোগীকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট

মাননীয় স্পিকার

১৮৯। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণের ফলে গত ১৫ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ইন্টারনেটের মূল্য অনেক কমিয়ে ওয়েবভিত্তিক কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ প্রসারিত করা হয়েছে। ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ফিক্সড ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ২৭ হাজার টাকা, বর্তমানে মাত্র ৬০ টাকা। গ্রামীণ জনপদে এর সুফল পৌঁছে দেবার জন্য স্বল্পমূল্যে উচ্চ

গতির ইন্টারনেট ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল ওয়ালেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ১২ কোটির ওপরে। সারাদেশে ৯ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারের অধিক উদ্যোক্তা, যাদের ৫,৩৪৪ জন নারী, এবং সাড়ে আট হাজার পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারছেন। এছাড়া যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৪০০ এর অধিক সেবাকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় এর গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালের ৪০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জানুয়ারি ২০২৪ শেষে প্রায় ১২.৯২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি ৭৫.১২ শতাংশ-এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ২.৭ শতাংশ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি

মাননীয় স্পিকার

১৯০। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১০ লক্ষ স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০৩১ সালের মধ্যে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, রোবোটিক্স, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, স্পেস ও জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তিসহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি-ভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আইসিটি খাতের রপ্তানির পরিমাণ আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫ বিলিয়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হবে। এ খাতের অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি সেক্টরে স্মার্ট হয়ে ওঠার মানদণ্ড তৈরির পাশাপাশি তৃণমূলসহ দেশব্যাপী উদ্ভাবন ও গবেষণাকে উৎসাহিত করতে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৯১। দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন উচ্চগতির ইন্টারনেট ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক 5G এর উপযোগীকরণে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দেশে ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইডথ চাহিদা মেটাতে ২০২৮ সাল নাগাদ চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্প ও ২০৩৩ সাল নাগাদ পঞ্চম সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবার ব্যাকবোন নির্মাণে ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ৩৯ হাজার ২০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮ হাজার ৫০০ পল্লি পোস্ট অফিসকে ডিজিটাল ডাক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্মার্ট পোস্ট অফিস গড়ার উদ্দেশ্যে দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(১৩) আবাসন ও নগরায়ন

মাননীয় স্পিকার

১৯২। পরিকল্পিত নগরায়ন নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ সেবার সহজলভ্যতা ইত্যাদির জন্য একান্ত অপরিহার্য বিবেচনায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজধানী ঢাকার অবকাঠামোগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০২২-২০৩৫ মেয়াদে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১), খুলনা মহানগরীর জন্য বিদ্যমান ড্যাপ এরিয়ার বাইরে ২৬৯.৯২ বর্গ কিলোমিটার জায়গার স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং কক্সবাজারের ডিটেইল্ড

এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) সহ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের ১৪টি জেলার ২৭টি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

১৯৩। ঢাকা শহরের বেসরকারি ভবনসমুহের ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণ এবং রংপুর ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ঝুঁকি সংবেদনশীলতার ডাটাবেজ প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়নসহ পূর্বাচল ১২ নং সেক্টরে একটি ইকোপার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে পোড়া ইটের বিকল্প ইট উদ্ভাবন, কৃষি জমি সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চট্রগ্রাম শহরের আকস্মিক বন্যা এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে কর্ণফুলী নদীর সঙ্গে যুক্ত ৩৬টি খাল পুনঃখনন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি কর্ণফুলী নদীর তীর ধরে কালুরঘাট ব্রিজ থেকে চাক্তাই খাল পর্যন্ত বেড়িবাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

১৯৪। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৪ হাজার ৮৫৬টি আবাসিক ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বিগত ১৫ বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৭ হাজার ৫০০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে। ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদারীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং গোপালগঞ্জে সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের মানুষদের আবাসন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে গাজীপুরের টঙ্গীতে ৪ হাজার ৩২টি ভাড়া ভিত্তিক আবাসিক ফ্ল্যাট এবং ঢাকার শ্যামপুর-কদমতলী, নারায়ণগঞ্জের চনপাড়া এবং খুলনার হরিণঘাটা এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ: ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য আবাসন

১৯৫। 'মুজিববর্ষে দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার পূরণে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৭ সাল হতে এ পর্যন্ত আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩১২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৪৮টি পরিবার, নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৫৩টি পরিবার, খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ৬৪০টি পরিবার এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৬০০টি পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর এবং ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার পরিবার ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ১০০টি পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগ 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

(১৪) যুব, ক্রীড়া, ধর্ম ও সংস্কৃতি

তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

মাননীয় স্পিকার

১৯৬। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তুলতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজকে সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ এবং যুগোপযোগী কর্মী বাহিনীতে রূপান্তর করা গেলে বাংলাদেশ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ হবে। এ বিবেচনায় দেশ-বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০০৮-

০৯ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) পর্যন্ত আমরা ৩৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ১০৪ জন যুবককে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। এছাড়া, এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মাঝে যুব ঋণ হিসেবে ১৪৩৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুব ও যুবমহিলারা আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

ক্রীড়ার উন্নয়ন

১৯৭। সরকার ক্রীড়ার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রীড়া ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী ও আর্থিক অনুদান প্রদানসহ আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুলসহ বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ১৩টি প্রকল্প চালু রয়েছে, যার মধ্যে মাঠ পর্যায়ে খেলাধুলা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অন্যতম হচ্ছে 'উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' প্রকল্প। এ ধারাবাহিকতায় আগামী বাজেটে বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণসহ যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে ২০টি প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্য ক্রীড়া ফেডারেশন, এসোসিয়েশন ও সংস্থাসমূহকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

সংস্কৃতির বিকাশ

মাননীয় স্পিকার

১৯৮। বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে

নিরলসভাবে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশজ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প-সাহিত্যের গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট সংরক্ষণসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদযাপনের জন্য নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশজ সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের অংশ হিসেবে বই মেলার আয়োজনসহ বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩ কার্যকর হয়েছে, যা জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সর্বসাধারণকে নিয়মিত বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, স্বয়ংক্রিয় বাঁধাই, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা এবং বেসরকারি গ্রন্থাগারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, প্রতি অর্থবছরে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী, বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ধর্ম

মাননীয় স্পিকার

১৯৯। সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সর্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিমদের হজের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-হজ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের হজযাত্রীদের প্রি-এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন

বাংলাদেশে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে 'মক্কা রোড সার্ভিস' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারের রূপকল্প হচ্ছে ই-হজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা এবং ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৩০০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে ১০০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অসচ্ছল ইমাম, সেবাইত ও পুরোহিতসহ সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাঁহ, কবরস্থান, দুস্থ ব্যক্তি, মন্দির, শ্মশান প্যাগোডা, গির্জা ও উপাসনালয়ের উন্নয়নে অনুদান প্রদান এবং অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পিকার

২০০। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা আরও সুদৃঢ় করা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনের জন্য সহজে সরকারি সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিধিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার দুরূহ কাজটিকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি, চলমান সংস্কার ও উদ্ভাবন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর রূপরেখা বাস্তবায়িত হলে আমরা সুশাসনের সর্বোচ্চ আসনে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

মাননীয় স্পিকার

২০১। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কমচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্যকরণ এবং সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দ্রুত সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম এবং স্মার্ট সিভিল সার্ভিস গঠন-সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং জনগণের হয়রানি হ্রাসের জন্য সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগকে আরও কার্যকর করার জন্য Platform for Dialogue (P8D), National Integrity Strategy (NIS) Support Project (Phase-২) এবং Project on Technical Support for Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) system improvement in Bangladesh phase-৩ বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, CRVS-কে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অন্যান্য সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে Integrated Service Delivery Platform (ISDP) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

মাননীয় স্পিকার

২০২। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি সুশাসনভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে সরকার 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সেক্টরে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জনগণের ভোগান্তি হ্রাসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের

কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে Digital Archive, Digital Forensic Lab এবং Investigation and Prosecution Management System (IPMS) চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে দেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫০৪টি 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। সরকারি, আধা-সরকারি দপ্তরগুলোর দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সেবা গ্রহণে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'গণশুনানি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা চর্চা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিক্রেতাবিহীন ৬ হাজার ৬৩৮টি 'সততা স্টোর' চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ছাত্র সমাজের মাঝে সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৫৪২টি 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে দুর্নীতি বিরোধী সভা, সেমিনার, মানববন্ধন, র‍্যালি, পথ নাটক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা

মাননীয় স্পিকার

২০৩। বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজের অংশ হিসেবে দেশের আঠারো বছর বয়সের বেশি জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশনের ধারণাটিকে ২০০৮ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ধারাবাহিকতায় 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' মহান সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগ 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩' জারী করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ উদ্যোগ

বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী জনকল্যাণমূখী এবং মানুষের আর্থিক মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২০৪। ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্লাটফর্মে সর্বজনীন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এখন যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদন এবং অনলাইন ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। অনলাইনেই তিনি তার পেনশন হিসাবে জমার পরিমাণ, প্রাপ্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সরাসরি দেখতে পারবেন। তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সীমিত বা তথ্য প্রযুক্তি নেই এমন ব্যক্তিগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ইন্টারনেট ক্যাফে ইত্যাদি স্থানে নিবন্ধন সম্পাদন করতে পারবেন।

মাননীয় স্পিকার

২০৫। সর্বজনীন পেনশন ৪টি স্কিম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ স্কিমসমূহ হলো: (১) প্রবাস- প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের জন্য, (২) প্রগতি- বেসরকারি খাতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য, (৩) সুরক্ষা- স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকদের জন্য এবং (৪) সমতা- দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য। পেনশন সুবিধা পান এমন সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের আমরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসবো। স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ইতোমধ্যে এ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের নতুন নিয়গপ্রাপ্তদের জন্যও আমরা এ ব্যবস্থা ১লা জুলাই ২০২৫ হতে চালু করব। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার ফান্ড পরিচালনা ব্যয় সরকার বহন করায় এবং বিনিয়োগ মুনাফা জামাকারীদের মধ্যে বিভাজন হওয়ায় এটি হবে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পেনশন স্কিম। ১৮ বছরের অধিক সকল বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে সকলেই একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতাভুক্ত হবেন যা ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

২০৬। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার তথ্য একটি ডিজিটাল ইন্টার-অপারেবল প্ল্যাটফর্ম হতে প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) অনলাইনভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করেছে। উক্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রায় ১৫০টিরও বেশি সেবা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বর্তমানে ৩৮টি প্রতিষ্ঠানের ১১৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারিদের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য 'ইনভেস্টর রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার (IRMS)' তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ও বিদ্যমান বিনিয়োগকারিদের ডাটাবেস তৈরি, বিনিয়োগকারিদের প্রশ্নের ভিত্তিতে দ্রুত তথ্য প্রদান, বিনিয়োগকারিদের ম্যানুয়াল রেকর্ডের ডিজিটাইজেশন, বিডা-নিবন্ধিত প্রকল্পের ই-মনিটরিং ও অন্যান্য জরিপ ও ডাইনামিক রিপোর্টিং করা সম্ভব হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি (Bangladesh Investment Climate Improvement Program-BICIP) এর অধীনে ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যে আগামী ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত সময়ে ১১০টি সংস্কার বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

২০৭। পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)'র মাধ্যমে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তন্মধ্যে ২৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রায় ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০০টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি অর্থনৈতিক

অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগ হয়েছে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে বর্তমানে ৪৩টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে এবং আরও ৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে। চট্টগ্রামের মীরসরাই, সীতাকুন্ড এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার প্রায় ৩৩ হাজার একর জমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর স্থাপন করা হচ্ছে, যা হবে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পনগর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরীতে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল ধরণের পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে এবং পরিবেশবান্ধব স্থাপনা নির্মাণে কার্যক্রম শুরু করা হবে। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ১ হাজার একর জমিতে জাপান অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ৮৫৭ একর জমিতে প্রথম এবং বাগেরহাটের মোংলায় ১১০ একর জমিতে দ্বিতীয় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় প্রায় ৮০০ একর জমিতে চাইনিজ অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, চাঁদপুর ও পাবনা জেলায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বেজা'র আওতায় সকল ট্যুরিজম পার্কসমূহকে (সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক, সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক) পর্যটনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪

মাননীয় স্পিকার

২০৮। বিশ্বমানের প্রযুক্তিভিত্তিক, সময় ও ব্যয়-সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসই ও অভীষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪ অনুমোদিত হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা এই নীতিতে রয়েছে।

২০৯। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের সাথে সাথে পণ্য সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় লজিস্টিক্স খাতকে আমরা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে বিবেচনা করছি। লজিস্টিকস ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্য ও সেবার প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হবে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় 'জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি ২০২৪' এ লজিস্টিক্স খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা এবং লজিস্টিক্স খাতের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে দিক-নির্দশনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS++)

মাননীয় স্পিকার

২১০। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম একটি সমন্বিত ইলেক্ট্রনিক এবং স্মার্ট পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি এই কেন্দ্রীয় সমন্বিত আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS++) এর মাধ্যমে বর্তমানে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, হিসাবরক্ষণ, অনলাইনে বিল সাবমিশন, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিতে পরিশোধ, স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতিসাধন (Bank Reconciliation) ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রীতি ও পদ্ধতি এবং দেশীয় পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এ ডিজিটাল প্লাটফর্মের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২১১। বর্তমানে প্রায় সকল সরকারি অফিসে বাজেট প্রণয়ন ও দাখিল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। iBAS++ প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকল বেসামরিক কর্মচারী এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল সদস্যকে ইএফটি-র মাধ্যমে বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশ

মিশনসমূহকেও iBAS++ প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ৩১টি বৈদেশিক মিশনের আর্থিক হিসাব এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সিভিল, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ের হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগতি সাধনের স্বার্থে ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় iBAS++ এর গুরুত্ব বিবেচনায় এর সুরক্ষায় সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মান নির্ধারক ISO/IEC ২৭০০১:২০১৩ সার্টিফিকেশন অর্জিত হয়েছে।

২১২। সরকারের সংগৃহীত বিভিন্ন ধরণের সম্পদ (ভবন, গাড়ী, আসবাব, রোলিং স্টক, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার) ব্যবস্থাপনার জন্য iBAS++ একটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সাব-মডিউল-এর কাজ চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি অফিসসমূহে সম্পদ সহজে নির্ধারণ করা যাবে এবং ভবিষ্যতে সম্পদের চাহিদা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা যাবে।

e-GP ও iBAS++ ইন্ট্রিগ্রেশন

মাননীয় স্পিকার

২১৩। ঠিকাদারী কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, গুণগতমান পরীক্ষা ও ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েসের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় বিল প্রস্তুতিসহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি কর্তৃক e-GP এর একটি সাবমডিউল হিসেবে e-Contract Management System উন্নয়ন করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রম ও বিল পরিশোধ প্রক্রিয়াকে একটি একক সিস্টেমের আওতায় এনে সরকারের আর্থিক লেনদেন আরও স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে সহজে ও কম সময়ে অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য e-CMS এর সাথে iBAS++ এর মধ্যে integration কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এ কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে। আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আরও ১৬টি সরকারি দপ্তরে সকল দরপত্রের বিল e-CMS এবং iBAS++ এর মাধ্যমে পরিশোধের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

পেনশনারদের কল্যাণ

২১৪। সরকার পেনশনারদের পেনশন প্রাপ্তি সহজ করতে নানবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণ ছাড়াও সকল অবসরভোগী সরকারি কর্মচারী ইএফটির মাধ্যমে মাসের শুরুতেই পেনশন পাচ্ছেন। পেনশনারদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জীবিতাবস্থা যাচাইকরণ (life verification) চালু করা হয়েছে। অচিরেই সারাদেশে সকল পেনশনারকে এ অ্যাপ ব্যবহারের আওতায় আনা হবে। এর ফলে পেনশনারগণ বছরে একবার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাবেন এবং ঘরে বসেই পেনশন পাবেন।

অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের EFT সুবিধা প্রদান

২১৫। এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর অবসর সুবিধা ও কল্যাণ অনুদানের অর্থ EFT-তে প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। এতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন-ভাতার অর্থ EFT-তে প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। ফলে শিক্ষক ও কর্মচারীরা প্রথম কর্মদিবসে ঘরে বসে তাঁর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি ইএফটি এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা পাবেন এবং তাঁদের ভোগান্তি লাঘব হবে।

সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

২১৬। সরকারি অনুদান ও সাহায্য মঞ্জুরী ব্যবস্থাপনা সংহত করার জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও এর অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিপরীতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে Personal Ledger অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। বর্তমানে ১৬২টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ২৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি সহায়তা সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সংশ্লিষ্ট Personal Ledger অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

শীঘ্রই অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এ প্রক্রিয়া নগদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে উন্নত করার পাশাপাশি সরকারের ঋণ ও সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এ-চালান

মাননীয় স্পিকার

২১৭। বর্তমানে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে এ-চালান পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ৬১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায় এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে যে কোন স্থান হতে অনলাইনে রাজস্ব/ফি জমা করা যাচ্ছে। এ-চালানের মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি সরকারি হিসাবে জমা হওয়ায় সরকারের আয়ের হিসাব কোনরূপ বিলম্ব ছাড়াই হালনাগাদ হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা এ-চালানের মাধ্যমে আদায় হয়েছে। এ-চালান সিস্টেমে রিফান্ড সিস্টেম উন্নয়নসহ বর্তমানে BRTA, RJSC, DAMS, ASYCUDA World ইত্যাদি সিস্টেমের সাথে এ-চালান সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলমান রয়েছে। রাজস্ব/ফি আদায় প্রক্রিয়ায় শতভাগ এ-চালানের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সরকারের আয়ের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে এবং এনবিআর ও আইবাস++ এর মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের পার্থক্য দূর হবে।

ভ্যাট আদায় প্রক্রিয়ার অটোমেশন

২১৮। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের খুচরা পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর (VAT) আদায়ের জন্য Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। EFDMS ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীগণ যাতে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন তার জন্য একটি VAT Return সাবমিশন মডিউল তৈরি

করা হয়েছে। বাজেটের মাধ্যমে পরিবির্তিত VAT ও SD যাতে মাঠ পর্যায়ের সকল EFD ও SDC ডিভাইসে পরিবর্তিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভ্যাট আদায় কার্যক্রম সহজে মনিটরিং করার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

দক্ষ ও জনমুখী প্রশাসন

মাননীয় স্পিকার

২১৯। আমাদের সরকার একটি নাগরিককেন্দ্রিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জ্ঞানভিত্তিক, কল্যাণমুখী, উপাত্তনির্ভর, স্বয়ংক্রিয় এবং সমন্বিত দক্ষ স্মার্ট প্রশাসন গড়ার মাধ্যমে জনগণকে উন্নত ও মানসম্মত সেবা প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। আমরা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, উদ্যোগী, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। এছাড়াও, সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে জনসেবামূলক আচরণ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ কর্মমূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ১৯ ধারার আলোকে সরকারি কর্মচারীদের বস্তুনিষ্ঠ কর্মমূল্যায়নের উদ্দেশ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া 'কর্ম মূল্যায়ন বিধিমালা ২০২৪' প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'সরকারি চাকরি (সংশোধন) আইন ২০২৩', 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) গঠন ও ক্যাডার আদেশ ২০২৪' ইত্যাদি আইন/ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি—GEMS (Government Employee Management System) শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর একটি নির্ভরযোগ্য ও গতিশীল স্মার্ট তথ্যভান্ডার তৈরি হবে এবং এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং, পদায়ন, পদোন্নতি ইতাদি সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

২২০। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবামুখী মানসিকতা গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চাকুরিকালীন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং মেধাভিত্তিক বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বাড়ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসিকতা উন্নয়নের পাশাপাশি দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো ও পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

আধুনিক ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

২২১। আমাদের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সমস্যা নিরসনে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজ করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। নামজারি মামলা প্রক্রিয়া সহজ এবং জালিয়াতি রোধ করতে ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে ৩ টি পাবর্ত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশে ই-নামজারি কার্যক্রম চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত অনলাইনে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রতিমাসে বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ নামজারি আবেদন ই-মিউটেশন সিস্টেমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে যেকোন সময় ভূমির মালিকগণ অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে তাৎক্ষণিকভাবে কিউআর কোড সমৃদ্ধ দাখিলা পাচ্ছেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজ করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ৬ কোটি ডিজিটাল খতিয়ান এবং ৭৫ হাজারের অধিক মৌজাম্যাপ শিট অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ম্যাপ ডিজিটালাইজ করাসহ স্যাটেলাইট ইমেজ নেয়া হয়েছে। ভার্চুয়াল রেকর্ডরুম থেকে এখন বিনামূল্যে সকল নাগরিক যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে জমির রেকর্ডের তথ্য দেখতে পাচ্ছেন। নাগরিকের ঠিকানায় ই-পর্চা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এ দায়িত্ব বর্তমানে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সম্পাদন করছে। বিভিন্ন জনবহুল স্থানে কিয়স্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জমির পর্চা প্রিন্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২২২। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ থেকে উদ্ভুত মামলাগুলি হ্রাস করার লক্ষ্যে এবং ভূমি সেবাকে সহজীকরণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের সংস্কার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন ও বিধি-বিধান তৈরি করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- (১) ভূমি অপরাধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ আইন, ২০২৩ (২) ভূমি সংস্কার আইন ২০২৩ (৩) ভূমি উন্নয়ন কর আইন ২০২৩ (৪) হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০২৩ (৫) State Acquisition & Tenancy (Amendment) Act, ২০২৩ (৬) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন ২০২৩।

আর্থিক খাতের সংস্কার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

মাননীয় স্পিকার

২২৩। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক খাতকে আরও গভীরভাবে দেশের তৃণমূলের সাথে সম্পৃক্ত করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম এর প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এমএফএস পদ্ধতির বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমানো এবং লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি, জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভাতা প্রদানসহ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে এমএফএস একাউন্টের ব্যবহার, এবং সাব-ব্রাঞ্চ ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে এবং আর্থিক খাতে জনমানুষের সম্পৃক্তিও দ্রুত গতিতে বাড়ছে। জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী এমএফএস এর আওতায় নিবন্ধিত এজেন্টের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার, গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ২২ কোটি এবং সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ। এছাড়া, যে সকল সেবার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক দেয়া হয়না সেসকল সেবাকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

২২৪। লেনদেন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেনদেন বিষয়ক সকল তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে এ ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড ও ক্যাশলেস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় দেশের আর্থিক লেনদেন সহজ ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে বিগত ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফরম 'বিনিময়' চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় ৩৭টি ব্যাংক Bangla QR কোড সমর্থিত অ্যাপ প্রচলন করেছে। আশা করছি, সহজ ও সাশ্রয়ী বিধায় খুব শীঘ্রই ক্যাশলেস লেনদেন কার্যক্রম দেশের জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং দ্রুত এর প্রসার ঘটবে।

২২৫। পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে অর্থায়নকে ত্বরান্বিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ১ হাজার কোটি টাকার পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু রয়েছে। উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ, যেমন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রিন বিল্ডিং, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন প্রকল্প স্থাপন ও উন্নয়ন, কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি খাতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৭৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম দেশীয় আর্থিক খাত থেকে অর্থায়নের লক্ষ্যে গ্রীন বন্ড সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২২৬। আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল (এফপিএম) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আন্তব্যাংক লেনদেনের গতিপ্রকৃতি, ঝুঁকি এবং সংক্রমন প্রভাব নিরূপণের জন্য ইন্টারব্যাংক ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আর্থিক অবস্থার সূচকগুলোর ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক তুলনামূলক অবস্থার বিশ্লেষণের জন্য হেল্থ অ্যাসেসমেন্ট টুল ব্যবহার করা হচ্ছে। সিস্টেমিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের

মূল্যায়ন স্টেক হোল্ডারদের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিস্টেমিক রিস্ক ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২২৭। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত ২১ জুন ২০২৩ তারিখে 'ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন ২০২৩' মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০' সংশোধনপূর্বক 'আমানত সুরক্ষা আইন-২০২৩' প্রণীত হয়েছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুইস ব্যাংকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অর্থ বা সম্পদ উদ্ধারের কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং 'পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার: আইনি কাঠামো ও কৌশলগত প্রক্রিয়া' শীর্ষক গাইডলাইন অনুমোদিত হয়েছে।

ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা চালু

২২৮। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপি প্রচলিত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ২টি ডিজিটাল ব্যাংকের (Nagad Digital Bank PLC, Kori Digital Bank PLC) অনুকূলে লেটার অব ইনটেন্ট (Letter of Intent) প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডিজিটাল ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ক্রেডিট স্কোরিং সিস্টেম চালু করা হবে। এর ফলে খুব সহজে ভুয়া ও বেনামী ঋণগ্রহীতাকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং প্রকৃত ঋণগ্রহীতাগণের জন্য ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ হবে।

অষ্টম অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২২৯। বাজেটের আকার ও দেশজ প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আহরণকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্ব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মোট রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ আসবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে। আমাদের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৬ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও সংরক্ষণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম লক্ষ্য। অতি মহামারির পরবর্তী অভিঘাত এবং বিভিন্ন যুদ্ধকেন্দ্রিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ক্রমাগতভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্মার্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

২৩০। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অন্যান্য অস্থিতিশীলতার মধ্যেও চলতি অর্থবছরে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সকল ধরণের বাঁধাবিঘ্নের মধ্যেও আমরা অর্থনীতি ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। আমরা আগামী রাজস্ব নীতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা এবং অস্থিতিশীল বিশ্বকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেটে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশজ ভারী শিল্পায়নের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেন আমরা উন্নয়নশীল দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের বাঁধাসমূহ সহজে অতিক্রম এবং একই সাথে রাজস্ব আহরণ যথাযথভাবে করতে পারি।

২৩১। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের প্রস্তুতি গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী ও ভারী শিল্পের বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, Made in Bangladesh শ্লোগান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘ দেড় মাস বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ও আমলে নিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাবসমূহ আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩২। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে, দেশের চলমান উন্নয়নকে টেকসই করতে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর বিকল্প নেই। কর-জিডিপির অনুপাত কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীতকরণে কর অব্যাহতি অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রতিটি কার্যক্রম, তা প্রকল্প বাস্তবায়ন হোক বা কোন মেরামত, সংরক্ষণ বা পরিচালনার বিষয়, যে পণ্যদ্রব্য বা উপাদান সংগ্রহ বা ক্রয় করা হবে সেগুলোর জন্য শুল্ক-কর অব্যাহতির পরিবর্তে কত শুল্ক-কর, কোন খাতে দিতে হবে (আমদানি শুল্ক, মূসক ও সম্পূরক শুল্ক, আয়কর ও অন্যান্য শুল্ক), তার হিসাব করে প্রয়োজনীয় অর্থ সেই বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই বরাদ্দ থেকে শুল্ক-কর পরিশোধ করার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। অতি জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত শুল্ক-কর অব্যাহতি আদেশ জারি করা আমরা পরিহার করবো। আশা করছি, এতে বাজেট ঘাটতি কমে যাবে এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গতি আসবে। এছাড়া করনেট বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর অফিস

সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান আছে। বিভিন্নক্ষেত্রে শুল্ক-করের অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হলে, প্রকৃত কর-জিডিপি অনুপাত অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে অধিক মাত্রায় ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় স্পিকার

২৩৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগকে Smart, Automated & Digitalized করার মাধ্যমে করদাতা, ব্যবসায়ী এবং আপামর জনগণকে সহজ ও নিরবছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহীত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা নিরূপণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে চালুকৃত Document Verification System (DVS) সফল ভাবে চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক প্রদর্শিত আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ যথাযথ শুল্ক-কর আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। শুল্ক-কর প্রদানের ক্ষেত্রে চালুকৃত ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট (e-payment) ও এমএফএস (mobile financial services) এর মাধ্যমে করদাতাগণ এখন ব্যাংকে না গিয়েই ঘরে বসে নিজ ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ওয়ালেট এর মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি শুল্ক-কর পরিশোধ করতে পারছেন।

মাননীয় স্পিকার

২৩৪। সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আয়করের ভূমিকা অপরিসীম। নুতন আয়কর আইন, ২০২৩ বাস্তবায়ন পরবর্তীতে উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনায় করহার না বাড়িয়ে করহার যৌক্তিকীকরণ করে কর ব্যবস্থার সংস্কার, বিশেষ করে উচ্চ কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, e-TIN ধারীদের রিটার্ন প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ, স্বেচ্ছা পরিপালন ও উৎসাহকরণের মাধ্যমে সক্ষম করদাতাগণকে করনেটে আনা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব

বোর্ড এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়, data pulling, data storing এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের system integration এর ফলে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ এবং করফাঁকি উদ্ঘাটন করে অনাদায়ি কর আদায় করা হচ্ছে। আয়কর প্রদান আধুনিক ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ তদারকির জন্য e-TDS সিস্টেম চালু এবং আয়কর রির্টান দাখিল করার জন্য e-Return ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ হয়েছে এবং নতুন করদাতার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ই-টিআইএনধারী করদাতার সংখ্যা ১ কোটি অতিক্রম করেছে। এই অর্থ বছরের এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত ৪১ লক্ষ করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন, যার অধিকাংশই ব্যক্তি করদাতা। যা বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবধর্মী নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রিটার্ন জমা প্রদানের "প্রাপ্তি স্বীকারপত্র" উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতার কারণে এ প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৫। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি সহজীকরণ করে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই আইনকে অধিকতর কার্যকর ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে গৃহীত VAT Online Project এর কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশকরণ, এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ, অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম এখন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। ই-পেমেন্ট বা এ-চালানের মাধ্যমে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক অনলাইনে পরিশোধ করা সুযোগ সৃষ্টির কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত সম্ভব হয়েছে। যথাযথভাবে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ভ্যাট বিভাগ কর্তৃক ২৫,২৪১ টি EFDMS (Electronic Fiscal

Device Machine System) এবং ৬৫৬ টি SDC (Sales Data Controller) স্থাপন করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) নিবন্ধনের সংখ্যা ৫ লক্ষ অতিক্রম করেছে, যা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের তুলনায় ১৫.৩৫ শতাংশ বেশি। এই অর্থবছর শেষে ভ্যাট নিবন্ধনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৬। আন্তজার্তিক বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝুঁকি প্রশমন এবং পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত international best practices সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কাস্টমস আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আজ থেকে অর্থাৎ ০৬ জুন, ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হচ্ছে। প্রাত্যহিক কাস্টমস কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০১৩ সাল হতে ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংক, ইপিবি, বেপজা, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআরটিএ, IATA, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে। পেপারলেস কাস্টমস ব্যবস্থা চালু এবং বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাস ও আমদানি-রপ্তানিতে গতিশীলতা অর্জনের জন্য ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) প্রকল্প, বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প, অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা, নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশান, এডভ্যান্স রুলিং, পণ্য চালানের প্রি-এরাইভাল প্রসেসিং, ই-অকশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। এছাড়া অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৭। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সমগ্র রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন পর্যায়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানসহ করদাতাবান্ধব সংস্কৃতি এবং যথাযথ ও ন্যায্য শুল্ক-কর আদায়ের মানসিকতা তৈরির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে জনগণের সকল পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেবার মানের উৎকর্ষ সাধন এবং শুল্ক-করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সমগ্র রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগোপযোগী শুল্ক-করনীতি, অনলাইনভিত্তিক দক্ষ শুল্ক কর ব্যবস্থাপনা এবং সকল পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী সংগঠন, ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

নবম অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর, আয়কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পিকার

২৩৮। সরকার দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী পরিবর্তন ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও রাজস্ব আদায়ে যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, জাতীয় রাজস্ব আয়ের বড় অংশই মূল্য সংযোজন কর খাত হতে আহরিত হয়ে থাকে। পরোক্ষ কর হিসেবে মূসক একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কর ব্যবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা সহজীকরণ ও আধুনিকায়নের বিষয়টি এবারের বাজেটে গুরত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। মূসক খাত হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, মূসকের আওতা বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, বিনিয়োগ আকর্ষণ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি-এই বিষয়গুলো বাজেট প্রণয়নের মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরুপ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি:

মাননীয় স্পিকার

২৩৯। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন,

ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক সে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা হিসেবে নির্ধারণের লক্ষ্যে আইনের ধারা ২(২১) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার প্রস্তাব করছি;

খ) প্রায়োগিক ও আইনি জটিলতা নিরসনকল্পে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এবং তার কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিধানের ধারা ৭৮(২) এবং ক্ষমতা অর্পণ সংশ্লিষ্ট বিধানের ধারা ৮১ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার প্রস্তাব করছি;

গ) ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও আপীল কমিশনারেটে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের, জরিমানা ব্যতীত, ২০ (বিশ) শতাংশের পরিবর্তে ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধের বিধান করার লক্ষ্যে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঘ) যে কোন মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মূসক আইন বা বিধিমালার অধীন কার্যধারা রুজু বা মামলা দায়ের করা ব্যতীত অন্য কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না- এই বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঙ) মূসক পরামর্শক হিসেবে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টগণকে অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

চ) করযোগ্য সরবরাহমূল্য ২৫০০০ টাকার অধিক হলে ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা সম্বলিত কর চালানপত্র ইস্যুর বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্রেতা রয়েছেন যাদের ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা গ্রহণের ব্যধ্যবাধকতা

নেই। বিষয়টি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিধানে ও মূসক ফরমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ছ) করণিক ত্রুটি সংশোধনের নিমিত্ত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এবং আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪০। Excises and Salt Act, ১৯৪৪ এর আওতায় বর্তমানে বিমান টিকেট ও ব্যাংক হিসাবের ওপর আবগারি শুল্ক আরোপিত রয়েছে। বিমান টিকেট এর ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক অপরিবর্তিত রেখে ব্যাংক হিসাবের স্ল্যাবসমূহ এবং আবগারি শুল্কের পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি; যথা:-

ক) ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান ০৩টি স্ল্যাব এর আবগারি শুল্কের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি;

খ) ১০ লক্ষ ০১ টাকা থেকে ০১ কোটি টাকা পর্যন্ত বিদ্যামান স্ল্যাব এর আবগারী শুল্ক ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে-

i) ১০ লক্ষ ০১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আবগারী শুল্ক ৩,০০০ টাকা; এবং

ii) ৫০ লক্ষ ০১ টাকা থেকে ০১ কোটি টাকা পর্যন্ত আবগারী শুল্ক ৫,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি;

গ) ০১ কোটি ০১ টাকা থেকে ০৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান স্ল্যাব এর আবগারী শুল্ক ১৫,০০০ টাকার পরিবর্তে-

i) ০১ কোটি ০১ টাকা হতে ০২ কোটি টাকা পর্যন্ত আবগারী শুল্ক ১০,০০০ টাকা;

এবং

ii) ০২ কোটি ০১ টাকা হতে ০৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আবগারী শুল্ক ২০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) ০৫ কোটি টাকার উর্ধ্বের স্ল্যাব এর আবগারী শুল্ক অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

এছাড়াও, অফসোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪ (২০২৪ সালের ০২ নং আইন) এর অধীনে পরিচালিত অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর আওতাধীন আমানতকারী বা বৈদেশিক ঋণদাতাগণের হিসাবের ওপর আরোপনীয় সমুদয় আবগারি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও করপরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি মহান জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি:

ক) সকল ধরণের আইসক্রিমের ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) কার্বনেটেড বেভারেজ [বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয় যাতে ক্যাফেইনের মাত্রা সর্বোচ্চ ১৪৫ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটার] এর ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে সংজ্ঞায়িত কার্বনেটেড বেভারেজের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয়ের ওপর বিদ্যমান ৩৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে ৪০ শতাংশে সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

গ) সিগারেট মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি পণ্য। এ জাতীয় ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবহার কমানো ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনের দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সম্পূরক শুল্কের হার ৬৫ শতাংশের পরিবর্তে ৬৬ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) টেলিফোন [শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা (সেবা কোড S০১২.১০)] এর বিপরীতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি; এছাড়াও প্রতিটি SIM কার্ড/e-SIM সরবরাহের বিপরীতে বিদ্যমান মূসকের পরিমাণ ২০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঙ) রাজস্ব আদায় ও করপরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমসত্ত্ব (ম্যাংগো বার), ম্যাংগো জুস, আনারসের জুস, পেয়ারার জুস, তেতুলের জুস এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের হার ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

চ) ১ থেকে ৫০ ওয়াট এর অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের হার ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ছ) টিউব লাইট (১৮ ওয়াট ও ৩৬ ওয়াট) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

জ) সিগারেট/বিড়ি পেপার এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের হার ৭.৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঝ) নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা (সেবা কোড S০৬০.০০) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ৭.৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঞ) এ্যামিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক (সেবার কোড S০৬৪.১০) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ৭.৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ট) নিলামকারী সংস্থা (সেবা কোড S০০৯.০০) সেবা সরবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঠ) যান্ত্রিক লন্ড্রি (সেবা কোড S০১৩.০০) সেবা সরবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ড) সিকিউরিটি সার্ভিস (সেবা কোড S০৪০.০০) সেবা সরবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ঢ) লটারীর টিকিট বিক্রয়কারী (সেবা কোড S০৬৬.০০) সেবা সরবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

ণ) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৪৫০ টাকার (প্রতি হাজারে) পরিবর্তে ৫০০ টাকা (প্রতি হাজারে), যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি সাধারণ ইট (নন-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৫০০ টাকা (প্রতি হাজারে) এর পরিবর্তে ৬০০ টাকা (প্রতি হাজারে), যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইট প্রথম গ্রেড (তিন ছিদ্র বিশিষ্ট, দশ ছিদ্র বিশিষ্ট, সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ও মালটি কোরড ইট) এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে) এর পরিবর্তে ৮০০ টাকা (প্রতি হাজারে), যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইট দ্বিতীয় গ্রেড (তিন ছিদ্র বিশিষ্ট, দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ও সতের ছিদ্র বিশিষ্ট) এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে) এর পরিবর্তে ৮০০ টাকা (প্রতি হাজারে), ব্রিকস চিপস এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৭০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি) এর পরিবর্তে ৮০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি) এবং মিকাড ব্যাটস এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ ৫০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি) এর পরিবর্তে ৬০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি) নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি; এবং

ত) ট্যুর অপারেটর সেবার ওপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪২। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আমি মহান জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি:

ক) এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ০ (শূন্য) শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ মূসক আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং কম্প্রেসর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি; এবং

খ) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ আরোপপূর্বক উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৩। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা বাজায় রাখার স্বার্থে নিমোক্ত খাতসমূহে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান ও বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি:

ক) মোবাইল টেলিফোন সেট বা সেলুলার ফোন স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও-২২৯-আইন/ ২০১৯/ ৬৫-মূসক, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ এর মেয়াদ ১ বছর বর্ধিতকরণপূর্বক ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

খ) পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার এর স্থানীয় উৎপাদন এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

গ) Containers for compressed or liquefied gas of iron or steel (LPG Cylinder) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে প্রদত্ত রেয়াতী সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রদত্ত রেয়াতী সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে, উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত প্রজ্ঞাপনটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার প্রস্তাব করছি;

ঙ) 'অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল' এর উৎপাদন পর্যায়ে ৫ (পাঁচ) শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি করে ৩০ জুন ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি; এবং

চ) স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এবং Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৪। দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি:

নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন ও ডায়াপারের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (আগাম করব্যতীত) ও সম্পূরক শূল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৫। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৫০ টাকা ও তদূর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ৭০ টাকা ও তদূর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১২০ টাকা ও তদূর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার মূল্যস্তর ১৬০ টাকা ও তদূর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি (ফিল্টার বিযুক্ত) বিড়ির পঁচিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৮ টাকা, বারো শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৯ টাকা ও আট শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি (ফিল্টার সংযুক্ত) বিড়ির বিশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১৯ টাকা ও দশ শলাকার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি; এবং

গ) প্রতি দশ গ্রাম জর্দার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪৮ টাকা এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং উভয় ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কের হার ৫৫ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

২৪৬। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের কোন-বিকল্প নেই। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, বর্তমানে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে রেভিনিউ শেয়ারিং পদ্ধতিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থাপন শুরু হয়েছে। E-payment ও A-Challan এর মাধ্যমে রাজস্ব জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক VAT Expenditure Analysis সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বাজেট প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারনে সহায়ক হবে। ২০২২ সালে VAT Expenditure তথা মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে ১,২৯,৫৭০ কোটি টাকার। মূসক অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণসহ LDC হতে উত্তরণ এবং কর জিডিপি অনুপাত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে, সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন খাতের অব্যাহিত সুবিধা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মূসক খাতে কাঙ্খিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব; যা উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পিকার

২৪৭। আয়কর একটি দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়কর সাধারণত প্রগতিশীল ভিত্তিতে আরোপ করা হয়, যার লক্ষ্য হলো করভার ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করা যেন উচ্চ আয়ের ব্যক্তি নিম্ন আয়ের ব্যক্তির তুলনায় তাদের আয়ের বৃহত্তর অংশ

আয়কর হিসাবে পরিশোধ করে। আয়ের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বের প্রায় ৩৫ ভাগ আয়করের অবদান। করোনা অতিমারি এবং বৈশ্বিক যুদ্ধাবস্থা এর ধারাবাহিকতার মাঝেও আয়কর আহরণে গড় প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশের অধিক, যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও, কর-জিডিপি এর অনুপাত বৃদ্ধি করা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। রাজস্ব আহরণের এ চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্বের কোন বিকল্প নেই। একটি কল্যাণমুখী এবং জনবান্ধব আয়কর সংক্রান্ত পরিবর্তন এ উদ্দেশ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রস্তাবিত বাজেটে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নীতি ও কর সহায়তা প্রদান, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রস্তুতি, রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদের পুনর্বন্টন ও বৈষম্য হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে নীতি ও কর সহায়তা প্রদান এর লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৮। বর্তমান সরকার দেশে একটি শক্তিশালী কর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর সংগ্রহে করদাতা, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব করনীতি অনুসরণ করে চলেছে। এই নীতির সারমর্ম হল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ এবং কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি এবং করদাতাদের আরও ভালো কর পরিপালনের জন্য অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে করের বোঝা কমানো। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করদাতা, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব করনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান ২০৩১ সালের মধ্যে ৪২ শতাংশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, করনেট সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৯। আমি এ পর্যায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আয়কর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ আপনার মাধ্যমে এ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫০। আপনি অবগত আছেন যে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, যা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। নারী, প্রবীণ নাগরিক, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য এবং গেজেটেড যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা আরও বেশি। এতে করে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের করভার লাঘবের ফলে জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে এবং করদাতারা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধে উৎসাহিত হয়েছেন। আমি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদ্যমান স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও ফার্মের করমুক্ত আয়ের সীমা অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। একই সাথে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও ফার্মের করধাপ সমন্বয়পূর্বক বিদ্যমান সর্বোচ্চ করহার ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। নিম্নের সারণিতে স্বাভাবিক ব্যক্তি ও ফার্ম শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ উপস্থাপন করা হলো:

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও ফার্মের করমুক্ত আয়ের সীমা

করমুক্ত আয়ের সীমা	বিদ্যমান ২০২৩-২৪	প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা	অপরিবর্তিত
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা	অপরিবর্তিত

করমুক্ত আয়ের সীমা	বিদ্যমান ২০২৩-২৪	প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	অপরিবর্তিত
কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশি।		

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও ফার্মের করধাপ ও করহার

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার ২০২৩-২৪	প্রস্তাবিত করধাপ	প্রস্তাবিত করহার ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬
৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর	১০%	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর	১৫%	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর	২০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকার উপর	২৫%
		অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

মাননীয় স্পিকার

২৫১। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, দেশের কর ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন এবং স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ২০২৪-২৫ এর জন্য প্রস্তাবিত করহারকে আমি ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য বহাল রাখার প্রস্তাব করেছি, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ভবিষ্যাপেক্ষ (Prospective) কর ব্যবস্থার সূচনা করা হবে। এই কর ব্যবস্থার ফলে করদাতাগণ যথাযথ কর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন যা কর পরিপালন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় স্পিকার

২৫২। বর্তমানে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর ৫ হাজার টাকা; অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর ৪ হাজার টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের অন্যান্য এলাকার কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর ৩ হাজার টাকা। আমি ন্যূনতম করের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৩। বিত্তশালী ব্যক্তি করদাতাদের নিকট হতে বর্তমানে নিট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় আয়করের শতকরা হারে সারচার্জের বিধান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিধানটি কার্যকর রয়েছে। ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আয় ও সম্পদ এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। বর্তমানে নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রদেয় সারচার্জের হার শূন্য। নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ১০ শতাংশ এবং নিট পরিসম্পদের মূল্যমানের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে সারচার্জের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ রয়েছে। আমি সারচার্জের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৪। বর্তমানে কোম্পানি করদাতার জন্য খাতভিত্তিক অনেকগুলো করহার কার্যকর রয়েছে। আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এইসব কোম্পানির ক্ষেত্রে আমি করহার শর্তসাপেক্ষে ২৭.৫% থেকে ২৫% করার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে, সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। অর্থনীতিকে

অধিকতর আনুষ্ঠানিক করা এবং এক ব্যক্তি কোম্পানির প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নন-লিস্টেড কোম্পানিসমূহের মতই শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে আমি এক ব্যক্তি কোম্পানির করহার ২২.৫% থেকে ২০% করার প্রস্তাব করছি। পরিশোধিত মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তর হলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য করহার শর্তসাপেক্ষে ২২.৫% থেকে ২০% করার প্রস্তাব করছি। কর-জিডিপি হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে সার্বিক বিবেচনায় সমবায় সমিতির জন্য করহার ১৫% থেকে ২০% এ বৃদ্ধি করে অন্যান্য করহার এর বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। নিম্নের সারণিতে ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিম্নরূপ কোম্পানি করহার প্রস্তাব করছি-

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২৩-২৪		প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬	
	কর হার	শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার	কর হার	* শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর রেয়াত পরবর্তী করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২০%	২২.৫%	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২৫%	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	৩০%	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২৫%	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৩৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৪০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২৩-২৪		প্রস্তাবিত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬	
	কর হার	শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার	কর হার	* শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর রেয়াত পরবর্তী করহার
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৩৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) ২.৫% সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৪৫% (+) ২.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৪০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	৪৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
সমবায় সমিতি	১৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়	২০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
* শর্ত: সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫,০০,০০০ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।				

মাননীয় স্পিকার

২৫৫। চলমান বৈশ্বিক সংকটের কারণে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখা আবশ্যক। অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার নিমিত্ত পর্যাপ্ত সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য একদিকে আমাদের অধিক পরিমাণ রাজস্ব যোগান দিতে হবে এবং অন্যদিকে বেসরকারি খাতেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, Data Verification System (DVS) চালু হবার ফলে বিভিন্ন কোম্পানির অপ্রদর্শিত আয় ও পরিসম্পদ প্রদর্শনে

জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, রিটার্ন দাখিলে করদাতার অজ্ঞতাসহ অনিবার্য কিছু কারণে অর্জিত সম্পদ প্রদর্শনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। এই অবস্থায় করদাতাদের আয়কর রিটার্নে এই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান এবং অর্থনীতির মূল স্রোতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আয়কর আইনে কর প্রণোদনা সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ সংযোজনের প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী, দেশের প্রচলিত আইনে যাই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা স্থাবর সম্পত্তি যেমন, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট ও ভূমির জন্য নির্দিষ্ট করহারে এবং নগদসহ অন্যান্য পরিসম্পদের ওপর ১৫% কর পরিশোধ করলে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকারের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।

মাননীয় স্পিকার

২৫৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিচল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত বিশ্বের সোপানে অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে মিল রেখে সরকার আয়কর আইনের সর্বোত্তম চর্চা ক্রমান্বয়ে অনুসরণের নীতি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উন্নত বিশ্বে প্রচলিত জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাতে করভার আরোপের ধারণা হতে এবং দেশের পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার উদ্যোগ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিসি বা কিলোওয়াটভিত্তিক পরিবেশ সারচার্জ আরোপ করা হয়েছিল। আমি এই অর্থবছরে পরিবেশ সারচার্জ এর বিদ্যমান কাঠামো বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৭। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রভাব ক্রমাগত হ্রাস করে দেশে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে বিকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ, করনেট সম্প্রসারণ এবং কর পরিপালন বৃদ্ধি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ নিয়ামক। বর্তমান সরকারের অনুসৃত কর নীতি হচ্ছে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের পাশাপাশি করহার ক্রমাগত যৌক্তিকীকরণ। এ নীতির পরিপালন হিসেবে রাজস্ব আদায়ের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং ব্যবসায় সমতামূলক প্রতিযোগিতা আনয়নের ক্ষেত্রে আমি বাজেটে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

ক) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার বিধান করা;

গ) হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে এবং কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা;

ঘ) ব্যবসা স্থানে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শনের ব্যর্থতায় অন্যূন ২০ হাজার টাকা এবং অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান করা;

ঙ) রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো প্রকারের গ্রস আয় যা করমুক্ত নয় বা দান-অনুদান নয় বা কোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক নয়, এর ওপর করারোপ করা;

চ) ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, ক্যাসিয়া পাতা, পাট, তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের ওপর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর কর্তন এর হার যৌক্তিকীকরণ;

ছ) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে উৎসে কর কর্তনের বিদ্যমান বিধান অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রতিস্থাপন;

জ) কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত আয় বণ্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ হইতে কর কর্তন করার হার বৃদ্ধি করা;

ঝ) ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সুদ আয় হতে ২০% হারে এবং বিভিন্ন ফান্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুদ আয় হতে ১০% হারে কর কর্তন করা;

ঞ) ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হইতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন করার হার যৌক্তিকীকরণ;

ট) বিদ্যমান Registration Act, ১৯০৮ (Act No. XVI of ১৯০৮) এর section ১৭ এর sub-section (১) এর clauses (b), (c) ও (e) এর পাশাপাশি clauses (a), (aa), (aaa) এর অধীন দলিল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর সংগ্রহের প্রযোজ্যতার বিধান করা;

ঠ) ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর অধীনে ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের ক্ষেত্রে কর সংগ্রহের বিধান যৌক্তিকীকরণ;

মাননীয় স্পিকার

২৫৮। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর সহায়ক হিসাবে আমি কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয়, উক্ত ব্যক্তির সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম ক্যাশলেস হবার শর্তে তিন বছর করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি, যথা:-

ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

ত) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

থ) আইটি ফ্রিল্যান্সিং (IT freelancing);

দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)

মাননীয় স্পিকার

২৫৯। করভিত্তি সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম তেল সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন এবং গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য হতে উৎসে কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণপূর্বক উক্তরূপ কর্তিত কর ন্যূনতম কর হিসেবে পরিগণিত করার প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাতে করভার আরোপের ধারণা হতে এবং এ ধরণের খাত হতে পরোক্ষভাবে উদ্ভুত স্বাস্থ্যব্যয় হ্রাস করতে আমি মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) উৎপাদন হতে আয়ের ওপর বিদ্যমান হার ০.৬% এর পরিবর্তে কার্বোনেটেড বেভারেজ এর অনুরূপ ৩% হারে টার্নওভার কর আরোপের প্রস্তাব করছি। একইসাথে, যে কোনো ট্রাস্ট হতে টার্নওভার কর সংগ্রহ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬০। কর ন্যায্যতা বৃদ্ধির জন্য আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) উত্তরাধিকার, উইল, অছিয়ত এবং অবাতিলযোগ্য কোনো ট্রাস্টমূলে কোনো পরিসম্পদ অর্জিত হলে তা সুস্পষ্টভাবে করমুক্ত করা;

খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত যে কোনো দান বা অনুদান করমুক্ত করা;

গ) এতিমখানা, অনাথ আশ্রম ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে গাড়ির অগ্রিম কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান করা;

ঘ) কোনো দাতব্য ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হইতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ (দান বা অনুদান ব্যতীত) যার ওপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে তা করমুক্ত করা।

মাননীয় স্পিকার

২৬১। "প্রত্যক্ষ করব্যয়" (Direct Tax Expenditure) বলতে রেয়াত, ছাড়, অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ এবং মোট করযোগ্য আয় পরিগনণা হতে আয় বাদ দেয়াকে বোঝায়। এটি এক ধরনের কর ভর্তুকি। অর্থাৎ এই ভর্তুকি যদি কর হিসেবে আহরিত হতো তাহলে মোট আহরিত করের সাথে এটি যুক্ত হতো এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি হতো। সরকারের অন্যান্য ভর্তুকির সাথে করব্যয়ও মোট ভর্তুকির অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে, "প্রত্যক্ষ করব্যয়" এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রণোদনা, সামাজিক সাম্যাবস্থা ও শিল্প সহায়তার সাথে সাথে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ গত অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ২০২০-২১ অর্থবছরের "প্রত্যক্ষ করব্যয়" প্রাক্কলন করেছে, যা আয়কর বিভাগের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জনকৃত। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের "প্রত্যক্ষ করব্যয়"এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য "প্রত্যক্ষ করব্যয়"প্রাক্কলিত হয়েছে ১,১৫,৬১৬ কোটি টাকা- এর মধ্যে কোম্পানি পর্যায়ে ৭১,৯৫৪ কোটি টাকা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি পর্যায়ে ৪৩,৬৬২ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য এই "প্রত্যক্ষ করব্যয়"মোট জিডিপি এর ২.৯১%, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের জন্য ছিল ৩.৫৬% । ২০২৩-২৪ এর সাময়িক মোট জিডিপি আকার বিবেচনায় নিয়ে উক্ত অর্থবর্ষে প্রক্ষেপিত "প্রত্যক্ষ করব্যয়"এর মোট পরিমাণ হবে ১,৪৬,৮৯৭ কোটি টাকা।

এক নজরে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে প্রত্যক্ষ করব্যয় (কোটি টাকা)

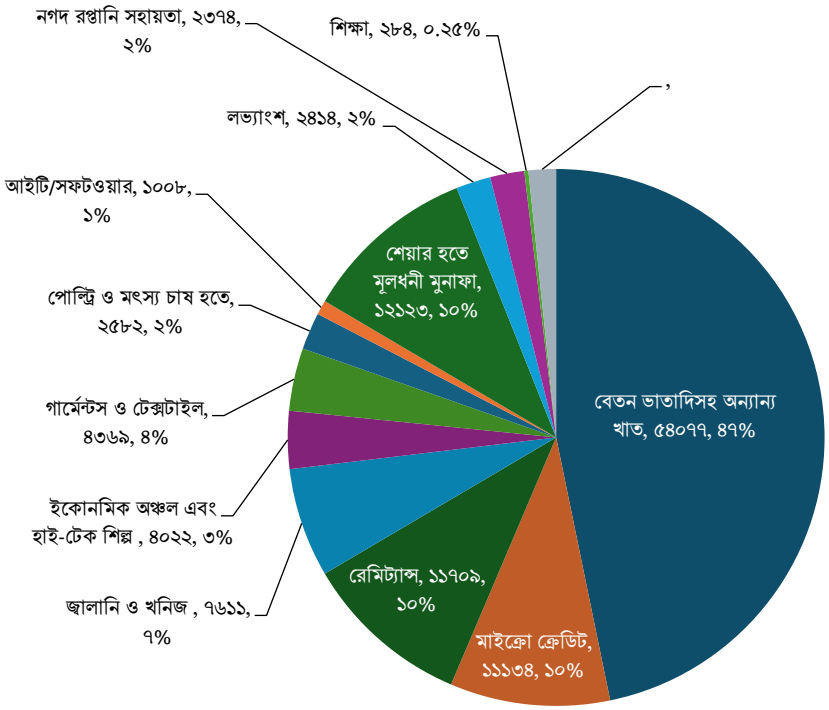

মাননীয় স্পিকার

২৬২। দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা অনেকদিন যাবৎ কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে আসছি। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্তমানে সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করছে এবং অনেক খাত হ্রাসকৃত হারে আয়কর প্রদান করছে। কর অব্যাহতির সুবিধার ফলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলেও করের ভিত্তি অনেকাংশে সংকুচিত হচ্ছে। কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ এর জন্য আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তার কর অব্যাহতি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে সমর্পণপূর্বক নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন;

খ) হাই-টেক পার্কের সুবিধা কেবল সরকারি হাই-টেক পার্কে সীমাবদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায় অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের মার্জার, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পূনর্গঠিত হলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে না;

ঘ) পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল উত্তোলনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের নিঃশেষ ভাতা অননুমোদন করা;

ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার কর্তৃক গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কোনো মূলধনী আয় যাহা তালিকাভূক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়েছে, তা করের আওতাভূক্ত করা।

মাননীয় স্পিকার

২৬৩। বর্তমান সরকার ব্যবসা সহজীকরণ এবং করদাতা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে করদাতাদের রিটার্ন দাখিল এবং কর প্রদানের বিষয়কে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতি বছর সময় বৃদ্ধির পরিবর্তে স্বাভাবিক ব্যক্তি, কোম্পানি নির্বিশেষে সকল রিটার্ন সংশ্লিষ্ট কর বছরের জন্য সর্বজনীন স্বনির্ধারণী ব্যবস্থায় রিটার্ন দাখিলের বিধান আনয়নের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনধিক ১ মাস রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে মর্মে বিধান করার প্রস্তাব করছি।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পিকার

২৬৪। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ক্রমান্বয়ে শিল্পোৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি এবং শিল্পখাতকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং উন্নয়নকে একটি শক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করানোর জন্য প্রয়োজন অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এ উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে অন্যদিকে দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণে সহায়তা, দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও Made in Bangladesh স্লোগানকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। একই সাথে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে আমদানী পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন শুল্ক-হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারী পর্যায়ে শুল্ক অব্যাহতি ভোগ করার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বিদ্যমান এ সকল বাস্তবতায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থান করছি।

নতুন কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর কার্যকারিতা:

মাননীয় স্পিকার

২৬৫। আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের সহায়তায়

বিশ্বব্যাপী কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত কাস্টমস সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসমূহ (international best practices) অন্তর্ভুক্ত করে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত Customs Act, ১৯৬৯ এর স্থলে বাংলায় আধুনিক ও যুগোপযোগী কাস্টমস আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে নতুন কাস্টমস আইন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আজ ০৬ জুন ২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে কাস্টম আইন, ২০২৩ কার্যকর করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৬৬। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

- দেশীয় শিল্পের জন্য বিদ্যমান নীতি সহায়তা যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন সম্ভাবনাময় উৎপাদনমুখী খাতকে চিহ্নিত করে এর বিকাশে সহায়তা প্রদান;
- আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং উত্তরণ পরবর্তী সুযোগ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার তথা সকল পর্যায়ে কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা;
- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানীমুখী শিল্পকে সহায়তা প্রদান এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- পণ্য খালাসে জটিলতা নিরসন এবং প্রক্রিয়া সহজীকরণ; এবং
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

মাননীয় স্পিকার

২৬৭। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যমান ০৬ (ছয়) স্তর (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫%) বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো, সর্বোচ্চ আমদানি শুল্কহার (২৫%) আরোপিত আছে এমন প্রায় সকল পণ্যের ওপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান ৩% রেগুলেটরি ডিউটি এবং আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ এবং ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

মাননীয় স্পিকার

২৬৮। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পাশাপাশি World Trade Organization (WTO) এর বিধিবিধানের সাথে সংগতি রক্ষার জন্য কিছু ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে বিদ্যমান কতিপয় পণ্যের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Tariff Rationalization) করতে হবে। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের অন্যতম শর্ত হল বর্তমানে বলবৎ ন্যূনতম ও ট্যারিফ মূল্য এবং রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা। এছাড়া WTO তে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ WTO তে দাখিলকৃত ট্যারিফ Schedule এ উল্লিখিত হার অতিক্রম করেছে সে সকল পণ্যের tariff ও পর্যায়ক্রমে bound tariff এর মধ্যে আনতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি বাস্তবায়নে নিম্নরুপ প্রস্তাব করছি:

ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ

২৬৯। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের অংশ হিসেবে বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে-

- ১০ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি;
- ৫ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করার সুপারিশ করছি; এবং
- ৩ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে বাজেটে কতিপয় পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার সুপারিশ করছি (পরিশিষ্ট-খ এর সারণি-১)।

২৭০। রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করার অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরে শুল্ক কর হ্রাসের জন্য কিছু পণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হচ্ছে-

- সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত নয় এবং বিলাসী পণ্য নয়,
- নির্বাচিত পণ্যের আমদানি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ তৈরি করবে না,
- পণ্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশে উৎপাদিত হয় না,
- শুল্ক হ্রাস সত্ত্বেও দেশীয় উৎপাদিত পণ্য আমদানিকৃত সমরূপ পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে,
- সংস্কৃতিগত বা বিভিন্ন কারণে নির্বাচিত পণ্যসমূহের দেশে চাহিদা নেই, ইত্যাদি।

বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে

- ১৯ টি পণ্যের সাপ্লিমেনটরি ডিউটি প্রত্যাহার এবং ১৭২ টি পণ্যের সাপ্লিমেনটরি ডিউটি হ্রাস করার সুপারিশ করছি এবং
- ৯১ টি পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-২)।

২৭১। ইতোপূর্বে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত হারকে WTO তে দাখিলকৃত ট্যারিফ Schedule এ উল্লিখিত হারের সীমার মাঝে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের বাজেটে মোট ১০ টি পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ bound tariff এর মধ্যে আনার সুপারিশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৩)।

২৭২। অনুচ্ছেদ ২৭০ এ বর্ণিত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত প্রস্তাবসমূহের খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

(ক) কৃষিখাত

মাননীয় স্পিকার

২৭৩। কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক-করভার স্থিতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও এ খাতের অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ নিম্নরুপভাবে পেশ করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৪):

২৭৪। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে কাজু বাদাম উৎপাদিত হচ্ছে এবং উৎপাদিত

কাজু বাদামকে প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত কারখানা গড়ে উঠেছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য খোসা ছাড়ানো কাজু বাদাম (Cashew Nuts Shelled) এর আমদানিতে ৫% আমদানি শুল্ক এবং ১০% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৭৫। এসেপটিক প্যাক নামীয় পণ্যটি তরল দুধ ও ফলের জুস বিপননে প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত পণ্যটি রোল বা আয়তাকার সিট আকারে এবং ফোল্ডিং কার্টুন, বক্স বা কেস আকারে আমদানির ক্ষেত্রে মোট করভারে পার্থক্য আছে যা যৌক্তিক নয়। তাই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বিধায় উভয় আকারে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহারের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে উভয় ক্ষেত্রে অনুরূপ আমদানি শুল্ক অর্থাৎ ১০% নির্ধারণ করে মোট করভার ৩৭% করার সুপারিশ করছি।

(খ) স্বাস্থ্যখাত

মাননীয় স্পিকার

২৭৬। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বিগত বছরগুলোর মত এবারও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে। (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৫)

২৭৭। কিডনি রোগীর ডায়ালাইসিসে ব্যবহৃত হয় এমন দুটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হচ্ছে ডায়ালাইসিস ফিল্টার এবং ডায়ালাইসিস সার্কিট। উক্ত পণ্য দুটির আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ১% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

২৭৮। Spinal Needle পণ্যটির সুনির্দিষ্ট কোনো H.S. Code না থাকায় আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নে জটিলতা দেখা যাচ্ছে। তাই পণ্যটির নতুন H.S. Code সৃজন করে ৫% আমদানি শুল্ক নির্ধারন করার প্রস্তাব করছি।

২৭৯। চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে সরকারের অব্যাহত নীতি সহায়তার অংশ হিসেবে এ্যাম্বুলেন্স হ্রাসকৃত শুল্কে আমদানির সুবিধা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমদানিতব্য এ্যাম্বুলেন্স এর ন্যূনতম দৈর্ঘ্য নির্ধারিত না থাকায় শুল্কায়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। উক্ত জটিলতা নিরসনে আমদানির ক্ষেত্রে এ্যাম্বুলেন্স এর প্যাসেঞ্জার কেবিন এর ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ০৯ ফুট নিরূপণ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন করার সুপারিশ করছি।

২৮০। এছাড়াও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা আরো সুলভ করার উদ্দেশ্যে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে কতিপয় নতুন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৮১। ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (এপিআই) কর্তৃক কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে কতিপয় নতুন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

২৮২। ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে Azithromycin নামক পণ্যটি সংযোজনের সুপারিশ করছি। একই সাথে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটি ২০১৪ সালে জারী বিধায় বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে নতুন করে জারী করার প্রস্তাব করছি। গত কয়েক বছর ধরে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি প্রতিবছরই আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। ডেঙ্গু কিট আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল যা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাতিল হয়ে যায়। তাই, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে রেয়াতি সুবিধায় ডেঙ্গু কিট আমদানির লক্ষ্যে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারী করার প্রস্তাব করছি।

২৮৩। রেফারেল হাসপাতাল কর্তৃক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক সুবিধা দীর্ঘকাল ধরে প্রদান করা হচ্ছে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে উক্ত সুবিধা কিছুটা হ্রাস করে আমদানি শুল্ক ১% এর পরিবর্তে ১০% ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

(গ) শিল্পখাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৪। কর্মসংস্থান সৃজন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় শিল্পখাতের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের বহুমুখী প্রসারের কৌশল হিসেবে বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৬)।

১) পুনঃমোড়কজাতকরণ শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৮৫। গুঁড়া দুধ আমদানির ক্ষেত্রে আড়াই কেজি পর্যন্ত প্যাকে এবং বাল্ক আকারে আমদানির ক্ষেত্রে মোট করভারের পার্থক্য অনেক বেশি থাকায় স্থানীয়ভাবে প্যাকেটকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোক্তার নিকট থেকে অযৌক্তিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছে। গুঁড়া দুধের মূল্য যৌক্তিকীকরণের অংশ হিসেবে আড়াই কেজি পর্যন্ত প্যাকেটজাত গুঁড়া দুধের ওপর বিদ্যমান ২০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। এতদসত্ত্বেও আমদানির সাথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মোট করভারের পার্থক্য বা প্রতিরক্ষণ থাকবে ২১% যা দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে কোন অন্তরায় ঘটাবে না।

২৮৬। মিথাইল এলকোহল বিভিন্ন শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার্য মিথানল সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর। বর্তমানে খুচরা ও বাল্ক আকারে আমদানির ওপর একই হারে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান থাকায় বাল্ক আকারে পণ্য আমদানি করে স্থানীয়ভাবে রি-প্যাকিং এর ক্ষেত্রে কোন প্রণোদনা বলবৎ নেই। তাই

দেশীয় পুনঃপ্যাকেজিং শিল্পকে উৎসাহিত করতে বাল্ক আকারে মিথানল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১০% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

২) তাঁত শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৮৭। তাঁত শিল্পে ব্যবহারের জন্য রেয়াতি সুবিধায় উপকরণ আমদানির উদ্দেশ্যে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে Disodium Sulphate এর স্থলে Glaubar Salt উল্লেখ করা আছে যা বিদ্যমান প্রথম তফসিলের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এমতাবস্থায় মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং শুল্কায়নে জটিলতা নিরসনে বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে Glaubar Salt এর স্থলে Disodium Sulphate উল্লেখপূর্বক প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করার সুপারিশ করছি।

৩) Polyester (Synthetic) Staple Fibre (PSF) ও Pet chips উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৮৮। Polyester (Synthetic) Staple Fibre (PSF) ও Pet Chips (Textile Grade) পণ্যদুটি টেক্সটাইল শিল্পের জন্য বহুল ব্যবহৃত উপকরন হিসেবে পরিচিত। এ পণ্য দুটি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে Purified Terephthalic Acid (PTA) এবং Mono-Ethylene Glycol (MEG)। এ কাঁচামাল এবং তার দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য মোট করভার তুলনা করলে দেখা যায়, সম্পূর্ণ পণ্যের ওপর প্রযোজ্য মোট করভার কাঁচামাল এর করভারের তুলনায় অনেক কম। ফলে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার্থে PSF এবং Pet chips উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল PTA এবং MEG এর ওপর আমদানি শুল্ক ১% নির্ধারণ করে অন্য সকল শুল্ক-কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

৪) কার্পেট উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৮৯। দেশে বর্তমানে কার্পেট তৈরির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। কার্পেট উৎপাদনের একটি অন্যতম মূল কাঁচামাল হচ্ছে Polypropylene Yarn। পণ্যটি দেশে উৎপাদিত হয় না বিধায় দেশের কার্পেট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য পণ্যটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আমদানি নির্ভর। এমতাবস্থায়, দেশে নতুন গড়ে উঠা এই শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে Polypropylene Yarn নামীয় পণ্যটির আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করার সুপারিশ করছি।

৫) ফেরো এলয় উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৯০। দেশে বর্তমানে ফেরো এলয় জাতীয় পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। রড, বার, এ্যাংগেল ইত্যাদি পণ্য উৎপাদনকালে তা পরিশোধন করার কাজে এই পণ্য ব্যবহৃত হয়। ফেরো এ্যালয় নামীয় পণ্য উৎপাদনে একটি অপরিহার্য কাঁচামাল হচ্ছে ম্যাংগানিজ । উক্ত পণ্য আমদানিতে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ১০%। দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল ম্যাংগানিজ আমদানিতে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৬) LRPC Wire উৎপাদনকারী শিল্প

২৯১। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরণের উৎকৃষ্ট মানের আয়রন এবং নন-এ্যালয় স্টিলের তার (wire) উৎপাদিত হচ্ছে যা ব্যবহৃত হলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ কমবে। ফলে, এ জাতীয় পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্ককর বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে যা দেশীয় শিল্পকে অধিকতর বিকাশে সহযোগিতা করবে। বর্ণিত অবস্থায়, LRPC Wire এর আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৭) এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৯২। এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন অনুসারে রেয়াতি হারে কম্প্রেসার আমদানি করতে পারে। এয়ারকন্ডিশনার স্বল্প আয়ের জনগণ ব্যবহার করে না বিধায় উক্ত কম্প্রেসর এর রেয়াতি হার প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি। এছাড়া বর্তমানে দেশে রেফ্রিজারেটর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কম্প্রেসার উৎপাদন হয় বিধায় backward linkage সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর শিল্পে ব্যবহৃত কম্প্রেসর আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি হার প্রত্যাহার এর সুপারিশ করছি।

২৯৩। রাজস্ব প্রদানে সক্ষমতা বিবেচনায় স্বার্থে এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার steel sheet এর আমদানি শুল্ক ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি। এছাড়া একই প্রজ্ঞাপনে যে সকল পণ্যে আমদানি শুল্ক ১০% নির্ধারিত রয়েছে উক্ত পণ্যসমূহের আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৪। এছাড়া যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনারে ব্যবহৃত কম্প্রেসর আমদানিতে ন্যূনতম মূল্য ধার্য করার প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৭)। এছাড়া বর্তমানে ০২ (দুই) লক্ষ বিটিইউ এর অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনার আমদানিতে ১% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য। উক্ত সীমা বৃদ্ধি করে ০৩ (তিন) লক্ষ বিটিইউ নির্ধারন করা যেতে পারে অর্থাৎ ০৩ (তিন) লক্ষ বিটিইউ এর অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ারকন্ডিশনার আমদানিতে ১% আমদানি শুল্ক ধার্য করা যেতে পারে।

৮) পানি পরিশোধন যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প

২৯৫। দেশে বর্তমানে গৃহস্থালীতে ব্যবহারযোগ্য পানি পরিশোধন যন্ত্র (Water

Purifier) উৎপাদিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য বর্ণিত যন্ত্রের আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।

৯) সুইচ সকেট উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৯৬। বর্তমানে দেশে মানসম্মত সুইচ সকেট উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরি সুইচ সকেট এর ন্যূনতম আমদানি মূল্য প্রকৃত আন্তর্জাতিক মূল্যের চেয়ে কম নির্ধারিত থাকায় স্থানীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই সম্পূর্ণ সুইচ, সম্পূর্ণ সকেট এবং এগুলির পার্টসের ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

২৯৭। এছাড়া বর্ণিত প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য এতে আরো কিছু উপকরণ সংযোজন করার প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৮)।

১০) ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদনকারী শিল্প

২৯৮। বর্তমানে দেশে ইলেকট্রিক মোটর তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক মোটর বিভিন্ন শিল্পে মধ্যবর্তী পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই উক্ত খাতের শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারী করার সুপারিশ করছি। এছাড়া উক্ত জারীতব্য প্রজ্ঞাপনটিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এবং বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ এ প্রাসংগিক সংশোধন করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৯)

১১) স্থানীয় সেলুলার ফোন উৎপাদনকারী শিল্প

২৯৯। বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোন উৎপাদন/সংযোজনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর

এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে নিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে দেশে উৎপাদিত ফোনে নতুন ফিচার সংযোজনের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন নতুন উপকরণ বা যন্ত্রাংশ আমদানির প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে নতুন উদ্ভাবিত কতিপয় পণ্যকে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে সংযোজন এবং বিদ্যমান কিছু পণ্যের বর্ণনা সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০০। একইসাথে শুল্কায়নে জটিলতা নিরসনকল্পে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে কতিপয় শর্ত সংযোজনপূর্বক প্রজ্ঞাপন সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

৩০১। মোবাইল ফোন উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জারীকৃত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বহাল রয়েছে। দেশীয় উৎপাদনকারী এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য উক্ত প্রজ্ঞাপনের কার্যকারিতার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুপারিশ করছি।

১২) মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০২। বর্তমানে দেশে মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিন সংযোজন করছে। এ ধরণের মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল এর Engine in CKD এর পার্টসসমূহকে মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। উল্লিখিত পণ্যসমূহের আমদানির বিপরীতে আরোপণীয় ৩ (তিন) শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এবং সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। তবে, ২৫০ সিসির উর্ধ্বসীমার ইঞ্জিন ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরসাইকেলের জন্য উক্ত যন্ত্রাংশগুলি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ১০ (দশ) শতাংশ ধার্য করার সুপারিশ করছি। একই সাথে বাংলাদেশ কাস্টমস

ট্যারিফ এ মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন এর যন্ত্রাংশের ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১৫% ধার্য করার সুপারিশ করছি।

৩০৩। একই প্রজ্ঞাপনের টেবিল-১ এ coated rod & coated wire কে রেয়াতি হারে আমদানি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে এ জাতীয় সমমানের পণ্য তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তাই স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে উক্ত পণ্যটির রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি।

১৩) স্থানীয়ভাবে এটিএম এবং সিসি ক্যামেরা উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০৪। সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের Table-১ এ উল্লিখিত উপকরণের ওপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ১% এর পরিবর্তে ৫% নির্ধারন করার সুপারিশ করছি। এছাড়া একই টেবিলে উল্লিখিত Printed PVC Sheet এটিএম এবং সিসি ক্যামেরা উৎপাদনের সরাসরি কাঁচামাল নয় বিধায় পণ্যটিকে প্রজ্ঞাপন হতে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩০৫। এটিএম এবং সিসি ক্যামেরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটি জুন ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ রাখার লক্ষ্যে তা সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছি।

১৪) টেক্সটাইল শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০৬। টেক্সটাইল শিল্পের যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে BTMA এর সুপারিশ অনুযায়ী কতিপয় পণ্যকে উক্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি।

১৫) জেনারেটর সংযোজন এবং উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০৭। জেনারেটর সংযোজন এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উপকরণের ওপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করে ০% এর পরিবর্তে ১% নির্ধারন করার সুপারিশ করছি।

১৬) এলইডি ল্যাম্প এবং এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনকারী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০৮। এলইডি ল্যাম্প এবং এনার্জি সেভিং ল্যাম্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উপকরণের ওপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করে ০% এর পরিবর্তে ১০% নির্ধারন করার সুপারিশ করছি।

৩০৯। একই সাথে উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিল-১ এ উল্লিখিত কতিপয় মধ্যবর্তী বা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতকৃত পণ্য উপকরণ সংশ্লিষ্ট এই প্রজ্ঞাপন হতে বাদ দেয়া এবং প্রজ্ঞাপনটি জুন ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ রাখার সুপারিশ করছি।

১৭) অন্যান্য শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩১০। বর্তমান বাস্তবতায় বিভিন্ন কারনে দেশীয় বিমান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো বিদেশি সংস্থাগুলোর তুলনায় প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, এভিয়েশন খাতের উত্তরণকল্পে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় এয়ারক্রাফট ইঞ্জিন ও প্রপেলারের ওপর আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

৩১১। বিভিন্ন শিল্পের একটি অত্যাবশ্যকীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি হচ্ছে Chiller। এসকল Chiller এর আমদানির ক্ষেত্রে কিছুটা উচ্চ করভার প্রযোজ্য রয়েছে যা শিল্পায়নের অন্তরায়। বর্ণিত অবস্থায় শিল্পে বহুল ব্যবহৃত বিবেচনায় ৫০ টন বা তদূর্ধ্ব ক্ষমতার Chiller আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫% ও অগ্রিম আয়কর বাদে অন্য সকল কর মওকুফ করার সুপারিশ করছি।

৩১২। বর্তমান সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ল্যাপটপ (Laptop) পণ্যটি দেশীয় ভোক্তাদের নিকট সহজলভ্য করতে এবং নকল/Refurbished Laptop ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতারণার হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করতে ল্যাপটপ এর আমদানি শুল্ক ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত মূসক প্রত্যাহার করার সুপারিশ করছি। এতে সর্বমোট করভার ৩১% হতে কমে ২০.৫০% এ গিয়ে দাঁড়াবে।

৩১৩। আমদানিকৃত সাধারণ কিলোওয়াট মিটার এবং প্রি-পেইড কিলোওয়াট আওয়ার মিটার-এর মাঝে মোট করভারে পার্থক্য বিদ্যমান যা সমান হওয়া যৌক্তিক। সে বিবেচনায় প্রি-পেইড কিলোওয়াট আওয়ার মিটার ও অন্যান্য ইলেকট্রিক মিটার এর আমদানি শুল্ক ২৫% এবং প্রি-পেইড কিলোওয়াট মিটার পার্টস ও অন্যান্য ইলেকট্রিক মিটার এর পার্টস এর আমদানি শুল্ক ১৫% ধার্য করার সুপারিশ করছি।

পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সংক্রান্ত

মাননীয় স্পিকার

৩১৪। বর্তমানে দেশে গাড়ী এবং আধুনিক প্রযুক্তির মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচুর পরিমানে সিনথেটিক এবং মিনারেল লুব্রিকেটিং ওয়েলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরুপ অয়েলের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও শুল্কায়ন পর্যায়ে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারিত না থাকায় মূল্য নির্ধারনে জটিলতা দেখা যায়। এমতাবস্থায়, আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিনথেটিক লুব্রিকেটিং

অয়েল, মিনারেল লুব্রিকেটিং অয়েল এবং এগুলি তৈরির কাঁচামাল বেইস অয়েলের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে ফার্নেস অয়েলের ন্যূনতম আমদানি মূল্য প্রতি মেট্রিক টন ৪৮০.০০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কতিপয় প্রজ্ঞাপন ও আদেশ জারি, সংশোধন ও বাতিল

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৮/২০২২ এর সংশোধন:

মাননীয় স্পিকার

৩১৫। শিল্পায়নের বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ওপর রেয়াতি সুবিধা প্রদান করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এস.আর.ও. জারী করা হয়েছে। শিল্পায়নের অগ্রগতির সঙ্গে এ প্রজ্ঞাপনের অর্ন্তভুক্ত অনেক যন্ত্রপাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আবার নতুন যন্ত্রপাতি অর্ন্তভুক্তির প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষাপটে মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটিতে VAT Compliant শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা সংশোধন করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া প্রকৃতপক্ষে মূলধনী যন্ত্রপাতি নয় তথাপি প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন কিছু যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি প্রজ্ঞাপন হতে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৯/২০২২ এর সংশোধন:

মাননীয় স্পিকার

৩১৬। সকল স্তরে কর অব্যাহতির সংস্কৃতির অবসানের উদ্দেশ্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিল-১ এ ০% হারের পরিবর্তে ১% হারে আমদানি শুল্ক (CD) নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি। এছাড়া কতিপয় পণ্য যা প্রকৃতপক্ষে

শিল্পের কাঁচামাল নয় তথাপি বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন কিছু পণ্যকে এ প্রজ্ঞাপন হতে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং স্ট্রাকচার আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৬১/২০১৬ এর সংশোধন:

মাননীয় স্পিকার

৩১৭। এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পণ্যের ওপর ৫% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছে যা যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ১০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

সিএনজি/এলপিজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিএনজি কনভার্সন কিট, সিলিন্ডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত এসআরও নং ১২৭/২০২২ এর সংশোধন

মাননীয় স্পিকার

৩১৮। বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত উপকরণের আমদানিতে মাত্র ৩% আমদানি শুল্ক নির্ধারিত আছে যা যৌক্তিকীকরণ করে ৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক প্লান্ট, ইকুইপমেন্ট ও ইরেকশন ম্যাটেরিয়াল আমদানি সংক্রান্ত এসআরও এর সংশোধন:

৩১৯। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট ও ইরেকশন ম্যাটেরিয়াল আমদানিতে ০% আমদানি শুল্ক ধার্য আছে যা বৃদ্ধি করে ৫% ধার্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ জুন ২০২৮ পর্যন্ত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতি/অব্যাহতি সুবিধায় আমদানি সংক্রান্ত এসআরও এর সংশোধন

৩২০। ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পর্যায়ে শুল্ক অব্যাহতি ভোগ করার সংস্কৃতি হতে বের হয়ে আসার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রাংশ ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত এসআরও তে দুই ধরণের পণ্যসামগ্রীর আমদানিতে ০% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৩২১। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়ন কার্যে ব্যবহৃত পণ্য আমদানিতে ০% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৩২২। অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যানবাহন আমদানিতে সকল ধরনের শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমদানি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করে আমদানি পর্যায়ের অন্যান্য সকল শুল্ক করাদি আরোপ করার সুপারিশ করছি।

হাই টেক পার্কে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতি/অব্যাহতি সুবিধায় আমদানি সংক্রান্ত এসআরও এর সংশোধন

মাননীয় স্পিকার

৩২৩। হাই টেক পার্কে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রাংশ ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত এসআরও তে দুই ধরণের পণ্যসামগ্রীর আমদানিতে ০% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৩২৪। হাই টেক পার্কের ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়ন কার্যে ব্যবহৃত পণ্য আমদানিতে ০% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে যা ৫% নির্ধারণ করার সুপারিশ করছি।

৩২৫। হাই টেক পার্কে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যানবাহন আমদানিতে সকল ধরনের শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমদানি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করে আমদানি পর্যায়ের অন্যান্য সকল শুল্ক করাদি আরোপ করার সুপারিশ করছি।

মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক গাড়ী আমদানিতে সকল শুল্ক কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়টি পরিবর্তন

মাননীয় স্পিকার

৩২৬। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক গাড়ী আমদানিতে সকল প্রকার শুল্ক কর অব্যাহতি বিদ্যমান রয়েছে। সকল স্তরে কর অব্যাহতির সংস্কৃতি হতে বের হয়ে আসার জন্য সবাইকে রাজস্ব প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। জন প্রতিনিধি হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে গাড়ী আমদানির প্রাধিকার কিছুটা পরিবর্তন করা একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এই উদ্দেশ্যে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর অব্যাহতির সুবিধা সংক্রান্ত বিধানটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এ সংক্রান্ত বিধান The Members of Parliament (Remuneration & Allowances) Order, ১৯৭৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

শিল্পের কাঁচামাল / উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত কতিপয় এসআরও এর মেয়াদ নির্ধারণ

মাননীয় স্পিকার

৩২৭। কাস্টমস এর অনেক প্রজ্ঞাপনে এস.আর.ও এর কার্যকারিতার মেয়াদ উল্লেখ না থাকায় ব্যবসায়ী মহলে এক ধরণের অনিশ্চয়তা দেখা যায়। তাই, মেয়াদ নির্দিষ্টকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনগুলো বাতিল করে কার্যকারিতার মেয়াদ উল্লেখ করে সেগুলো সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করছি।

বিদ্যমান যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা সংশোধনপূর্বক নতুন বিধিমালা জারি

মাননীয় স্পিকার,

৩২৮। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বর্ণালংকারের মধ্যে অলংকার সাদৃশ্য (rough design) raw গোল্ড (২৪ ক্যারেটের স্বর্ণ) আনার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২ এ স্বর্ণালংকার এর সংজ্ঞা সংযোজন করার প্রস্তাব করছি।

৩২৯। বিধি ৩ এর উপবিধি (৪) এ উল্লিখিত বিধানে যাত্রীর সাথে আনীত হয়নি এরুপ ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসের পরিবর্তে বাণিজ্য সমতার স্বার্থে শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করার বিধান প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

৩৩০। বিধি ৩ এর উপবিধি (৫) এ উল্লিখিত বিধানে দুইটি মোবাইল ফোন সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ দুইটি মোবাইল ফোন সকল প্রকার শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসের বিধান এবং শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে ০১ (এক) টি নতুন মোবাইল ফোন আমদানি করার বিধান প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর সংশোধন

মাননীয় স্পিকার

৩৩১। আজ ৬ জুন ২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে কাস্টমস আইন, ২০২৩ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে আইনটির প্রায়োগিক এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, আইনটির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুফল নিশ্চিত করতে হলে উক্ত আইনের কতিপয় ধারায় একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধন ও কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন। এছাড়াও নতুন

বাংলা আইনে নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করায় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিধিমালা জারি করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, নতুন কাস্টমস আইন, ২০২৩ এ যে সকল সংশোধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রস্তুতকৃত খসড়া বিধিমালাসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করছি:

১) কাস্টমস আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন ও কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন

ক) কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়োগ বা ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে আইনী জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারীর বিধান বিলুপ্ত করা সংক্রান্ত ধারা ৪ এবং ৬ এর সংশোধন

খ) বকেয়ার হিসাব সহজ করার লক্ষ্যে সুদ আদায় সংক্রান্ত ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধন

গ) গ্যারান্টির ধরন এবং গ্যারান্টি প্রদানের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধন

ঘ) পণ্য ঘোষণার সংশোধন এর ক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৬ তে প্রয়োজনীয় সংশোধন

ঙ) অখালাসকৃত পণ্য নিলাম সংশ্লিষ্ট ধারা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধন

চ) বিধিতে দন্ড আরোপের বিধান রেখে ধারা ১৭১ এর সংশোধন

ছ) চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ন্যায়নির্ণয়ন ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ২০২ স্পষ্টীকরণ

জ) আপিল দায়ের সংক্রান্ত বিধান সংশোধন

ঝ) দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কিত বিধান সংযোজন

ঞ) আদালতের নির্দেশনার ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপনের বিধান রেখে ধারা ২৬১ এর সংশোধন

ট) বিশেষায়িত কার্যকর ইউনিট গঠনের বিধান রেখে ধারা ২৬৪ এর পর নতুন ধারা ২৬৪ক সংযোজন

ঠ) এ আইনের অধীন যে কোনো কার্যক্রম ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন করার আইনী বিধান সংযোজনের লক্ষ্যে ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধন

২) কাস্টমস আইন, ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আবশ্যক কতিপয় বিধিমালা প্রণয়ন

কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর বিধানসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধি বর্তমানে কার্যকর আছে। এ বিষয়ে নতুন যে সকল বিধিমালা আবশ্যক তা হচ্ছে

ক) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট বিধিমালা, ২০২৪:

খ) কাস্টমস গ্যারান্টি বিধিমালা, ২০২৪:

গ) পণ্য ঘোষণা, শুল্কায়ন ও পুনঃশুল্কায়ন বিধিমালা, ২০২৪:

ঘ) এক্সপ্রেস পদ্ধতির আওতাভুক্ত পণ্যচালান দ্রুত খালাসকরণ (Expedited Shipment) বিধিমালা, ২০২৪:

ঙ) আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পণ্য তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন:

চ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিদ্যমান বিধি-বিধান হালনাগাদপূর্বক নতুন বিধিমালা জারী সংক্রান্ত প্রস্তাব:

কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন

মাননীয় স্পিকার

৩৩২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর প্রথম

তফসিলে বিদ্যমান এইচ এস কোড ও বর্ণনা এবং আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এসআরও, আদেশ, পরিপত্রে যেসব করণিক ত্রুটি, অসংগতি ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে- তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট খ এর সারণি-১০)

মাননীয় স্পিকার

৩৩৩। বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তা অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়ক হবে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল হবে, শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে, উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশনসহ সক্রিয় সকল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে, যে কোন পরিমাণ কাস্টমস ডিউটি অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পণ্য চালানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প, বন্ড ব্যবস্থাপনা, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রভৃতি কার্যক্রম চালুকরণ ও অটোমেশনসহ বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দ্রুততর সময়ে আমদানি রপ্তানি পণ্যের খালাস নিশ্চিত হবে, দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর গতিশীল হবে এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথ সুগম হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী SMART Bangladesh বিনির্মানের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

দশম অধ্যায়

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পিকার

৩৩৪। এখন আমি চলতি অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে প্রদত্ত কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি আপনার মাধ্যমে উপস্থাপন করছি।

- গত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রবাস', 'প্রগতি', 'সুরক্ষা' ও 'সমতা' নামে চারটি স্কিম চলমান আছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রকল্পের ঢাকা-ভাঙ্গা সেকশনে নিয়মিত ৪ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। গত ৩০ মার্চ ২০২৪ থেকে ভাঙ্গা হতে যশোরের রূপদিয়া পর্যন্ত সফলভাবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল করছে।
- গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6 এর দ্বিতীয় ধাপে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করছেন।
- যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর সর্বশেষ ৪৯তম স্প্যানটি বসানোর মধ্যে দিয়ে মূল সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। চলতি বছরের শেষে অথবা ২০২৫ সালের শুরুতে সেতুটি চালু করা সম্ভব হবে।

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় ৮৫১.৬২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে ২০০টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- G2P Payment System এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি সকল কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

- ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত নবনির্মিত রেলপথের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে আখাউড়া-আগরতলা ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট এবং খুলনা হতে মোংলা বন্দর পর্যন্ত নতুন রেললাইন উদ্বোধন করা হয়েছে।

- ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পও চলমান রয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী, সিলেট ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

- 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ২টি ডিজিটাল ব্যাংকের অনুকূলে লেটার অব ইনটেন্ট প্রদান করা হয়েছে।

- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১,০৫৭টি বীর নিবাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। 'বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা' প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রেকর্ড ও আর্কাইভে সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় বৃদ্ধি ও ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ হতে ৫৮.০১ লক্ষতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকায় বৃদ্ধি ও ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ হতে ২৫.৭৫ লক্ষতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়িতা টাওয়ারের ১২ তলা ভবন শুভ উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ৯৯ জন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৫০০.০০ কোটি টাকা, এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮২০.০০ কোটি টাকা, উপকারভোগী ১৯.৩৪ লক্ষ জন (প্রায়)। কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), টিআর এবং জিআর (নগদ) কর্মসূচিসমূহ চালু আছে।

- বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের উন্নয়নকল্পে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প'-এর ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮০% বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে।

- ঢাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে খালের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য 'খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক

পাইলট প্রকল্পের অধীনে ১০টি গ্রামে সমবায় সমিতির ১১৬৪০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২১৬১ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আবর্তক তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় শেখ হাসিনা পল্লি উন্নয়ন একাডেমি স্থাপনের কাজে অগ্রগতি ৯৯.৯৭%। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় শেখ রাসেল পল্লি উন্নয়ন একাডেমি স্থাপনের কাজ প্রায় ৯৯.৯২% সম্পন্ন হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদেশগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের জন্য ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে মে-২০২২ হতে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৪১০১ জন প্রবাসী কর্মীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবিলায় প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৪৩৮.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৩,২৭,১৪০টি পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮৯৩.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে যেকোন সময় ভূমির মালিকগণ অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে তাৎক্ষণিকভাবে কিউআর কোড সমৃদ্ধ দাখিলা পাচ্ছেন।
- গত ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর ৩য় টার্মিনাল এর Soft Opening করেন। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%।

- বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ হাজার ২৭৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ৯ হাজার ১৪৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

- ৩৭১ একর জমিতে গড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈরে ল্যাপটপ, চিপসহ বিভিন্ন হার্ডওয়্যার পণ্য উৎপানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে উক্ত হাই-টেক পার্কে ৮২টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

- 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি গ্রামে নগরের আধুনিক সুবিধা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে দেশের গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ডিজিটাল সেন্টার থেকে ১৬ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৩ শতাধিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- বিগত ১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন করেন।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের '১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩-এ সমাপ্ত হয়েছে।

- SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ১৩,২০০ GBPS প্রাথমিক ক্যাপাসিটি সম্পন্ন তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।

- বিগত অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ লাঘবে পুরুষ করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল।

- অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূসক নিবন্ধন প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫ লক্ষের অধীক করদাতা অনলাইনে নতুন ১৩ ডিজিটের ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে (যেমন: ই-টিআইএন, এনটিএমসি, বিডা, বেজা, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) ইতোমধ্যে IVAS এর integration সম্পন্ন হয়েছে।
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মোট বিক্রয় বা টার্নওভার ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বা তার অধিক সেই সকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ সফটওয়্যার ভিত্তিক অটোমেটেড পদ্ধতিতে সংরক্ষনের বিধান করা হয়েছে। এর ফলে মূসক ব্যবস্থায় সচ্ছতা, জবাদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং মনিটরিং সহজতর হবে।
- সেবা প্রদানকারী ও ব্যবসায়ীদের কর পরিশোধ সহজ করার জন্য হতে EFD/ SDC স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে ২৫ হাজার ৭৪১টি প্রতিষ্ঠানে EFD (Electronic Fiscal Device)/SDC (Sales Data Controller) স্থাপিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে EFD/SDC মেশিন স্থাপিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

৩৩৫। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত অকুতোভয় বাংলার মানুষ আজ আমাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সাহসী যোদ্ধা। অপরিমেয় ত্যাগ ও আত্মদানে মহিমান্বিত এই পুণ্যভূমি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শত ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অপরাজেয় প্রত্যয়ে বার বার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখার দৃপ্ত অঙ্গীকারে সাজানো হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট।

৩৩৬। চলমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব খাতের যুগোপযোগী সংস্কার এবং সেই লক্ষ্যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, কর নেট বৃদ্ধি, কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে পর্যাপ্ত সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা যায়। বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রেখে ঘাটতি নির্বাহে বৈদেশিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কৃচ্ছ্রসাধন কর্মসূচি সীমিত পরিসরে চালু রাখা হলেও উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ হতে নিম্ন আয়ের মানুষের সুরক্ষা প্রদান কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসৃজন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলাসহ সরকারের অগ্রাধিকার খাতসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিক্রমাকে প্রাধিকার দিয়েই এই অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৩৭। স্মার্ট বাংলাদেশের দর্শনকে দর্পণে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রতিটি খাতে আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী ভৌত, সামাজিক ও প্রযুক্তি অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে যাতে স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার এবং সর্বোপরি স্মার্ট

অর্থনীতির সুফল দেশের সর্বশেষ প্রান্তে থাকা নাগরিকের কাছেও আমরা পৌঁছে দিতে পারি।

৩৩৮। বাঙালির উন্নয়ন অগ্রযাত্রার স্বপ্নসারথি ও মুক্তির প্রতীক জাতির পিতার সাহস আর স্বপ্নের হাত ধরে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটু একটু করে গড়ে তুলছেন স্বপ্নের সোনার বাংলা। যার দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় প্রিয় স্বদেশ আজ দৃঢ় প্রত্যয়ে, লক্ষ্য স্থির করে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে।

৩৩৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। নানা প্রতিকূল পরিবেশেও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে বিশ্বদরবারে সহনশীল জাতি হিসাবে আমরা স্বীকৃত ও প্রশংসিত। জনমানুষের জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী ও গতিশীল উন্নয়ন কৌশলে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক, সুখী-সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করে আমরা এগিয়ে যাব অপার সম্ভাবনাময় আগামীর পথে ইনশাআল্লাহ্।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

জয়তু শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---------- ০ ----------

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১৭৬
২	এক দশকের অর্জন	১৭৬
৩	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৭৭
৪	২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো	১৭৮
৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন	১৭৯
৬	সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ	১৮০
৭	মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	১৮৩

সারণি ১: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু (১ বছরের নিচে) মৃত্যু হার (প্রতি হাজার)
২০০৬	৬৬.৫	১.৪১	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৫	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪০	৩৬.৮	২২.৬	৫৬.১	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৩৯	৩৫.১	২১.০	৫৫.৮	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৬.৭	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৩.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭*	২৪.৩	১২.৯	৭১.০	২৮.০
২০১৭	৭২.০	১.৩৭*	২৩.১*	১২.১*	৭২.৩	২৪.০
২০১৮	৭২.৩	১.৩৭*	২১.৮*	১১.৩*	৭৩.২	২২.০
২০১৯	৭২.৬	১.২২	২০.৫*	১০.৫*	৭৪.৪	২১.০
২০২০	৭২.৮	১.৩৩	-	-	৭৫.২	২১.০
২০২১	৭২.৩	১.১৮	-	-	৭৬.৪	২২.০
২০২২	৭২.৪	০.৯৮	১৮.৭	৫.৬	৭৬.৮	২৪.০
২০২৩	৭২.৩	০.৬৯	-	-	৭৭.৯	২৭.০
Source	[SVRS]	[SVRS]	[HIES 2022]	[HIES 2022]	[SVRS]	[SVRS]

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), * বিবিএস কর্তৃক প্রাক্কলিত

সারণি ২: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০১১-১২	৭.২৬	৫.০১	১৯.৫৫	২৪.৫৬	১,১৩০	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.৬১	৫.৭১	১৮.৭০	২৪.৪১	১,২৬৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৭.০৩	৫.৬১	১৮.৮৬	২৪.৪৬	১,৪২৯	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৭.৫৫	৫.৭১	১৮.৪৯	২৪.২০	১,৬২২	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৫৪	২৩.৭০	৩০.২৪	১,৭৩৬	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৬.৫৯	৭.২৯	২৩.৬৬	৩০.৯৫	১,৮৭৮	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৩২	৬.৮৮	২৪.৯৪	৩১.৮২	২,০৪২	১৮,৭৫৩	৪০৬.৬৪	৫.৮

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০১৮-১৯	৭.৮৮	৬.৯৬	২৫.২৫	৩২.২১	২,২০৮	২২,০৫১	৪০৯.৯৬	৫.৫
২০১৯-২০	৩.৪৫	৭.২৯	২৪.০২	৩১.৩১	২,৩২৬	২৩,৫৪৮	৪১৬.৪৭	৫.৭
২০২০-২১	৬.৯৪	৭.৩২	২৩.৭০	৩১.০২	২,৫৯১	২৫,২২৭	৪৪৩.৫৬*	৫.৬
২০২১-২২	৭.১০	৭.৫৩	২৪.৫২	৩২.০৫	২,৭৯৩	২৫,৭০০	৪৫১.০৫*	৬.১৫
২০২২-২৩	৫.৭৮	৬.৭৭	২৪.১৮	৩০.৯৫	২,৭৪৯	২৮,১৩৪	৪৬৬.৮৭*	৯.০২
২০২৩-২৪	৫.৮২[সা]	৭.৪৭[সা]	২৩.৫১[সা]	৩০.৯৮[সা]	২,৭৮৪	৩০,২৭৭	-	৮.০[প্রা]

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; বিদ্যুৎ বিভাগ; *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রা = অর্থ বিভাগের প্রাক্কলন, সা = সাময়িক

সারণি ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২৩-২৪ (মার্চ পর্যন্ত)
মোট রাজস্ব আয়	৫০০,০০০	৪৭৮,০০০	২৮৬,৩৫৭
	(১০.০)	(৯.৫)	(৫.৭)
এনবিআর কর	৪৩০,০০০	৪১০,০০০	২৪৯,৪০৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	২০,০০০	১৯,০০০	৬,০৮৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৫০,০০০	৪৯,০০০	৩০,৮৬৬
মোট ব্যয়	৭৬১,৭৮৫	৭১৪,৪১৮	৩৩০,৯৩৩
	(১৫.২)	(১৪.২)	(৬.৬)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৪৩৬,২৪৭	৪৩৪,০৫৭	২৪৩,২৫০
	(৮.৭)	(৮.৬)	(৪.৮)
উন্নয়ন ব্যয়	২৭৭,৫৮২	২৬০,০০৭	৮২,০৩৪
	(৫.৫)	(৫.২)	(১.৬)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৩,০০০	২৪৫,০০০	৭৭,২৭৯
	(৫.৩)	(৪.৯)	(১.৫)
পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	৪৭,৯৫৬	২০,৩৫৪	৫,৬৪৯
	(১.০)	(০.৪)	(০.১)
বাজেট ঘাটতি	-২৬১,৭৮৫	-২৩৬,৪১৮	-৪৪,৫৭৬
	(-৫.২)	(-৪.৭)	(-০.৯)
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	১০৬,৩৯০	৭৯,৭৯৩	২৭,৫৫৯
	(২.১)	(১.৬)	(০.৫)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১৫৫,৩৯৫	১৫৬,৬২৫	১৭,১৫২
	(৩.১)	(৩.১)	(০.৩)

খাত	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২৩-২৪ (মার্চ পর্যন্ত)
ব্যাংকিং উৎস	১৩২,৩৯৫	১৫৫,৯৩৫	৯৭,২৭৮
	(২.৬)	(৩.১)	(১.৯)
জিডিপি	৫,০০৬,৭৮২[ক]	৫,০৪৮,০২৭[সা]	৫,০৪৮,০২৭[সা]

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক=বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা=সাময়িক

সারণি ৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩
মোট রাজস্ব আয়	**৫৪১০০০**	**৪৭৮০০১**	**৫০০০০০**	**৩৬৬৬৫৮**
	৯.৭	**৯.৫**	**১০.০**	**৮.৩**
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	৪৮০০০০	৪১০০০১	৪৩০০০০	৩১৯৭৩১
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৫০০০	১৯০০০	২০০০০	৭৯৯৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৬০০০	৪৯০০০	৫০০০০	৩৮৯৩৩
মোট ব্যয়	**৭৯৭০০০**	**৭১৪৪১৮**	**৭৬১৭৮৫**	**৫৭৩৮৫৭**
	১৪.২	**১৪.২**	**১৫.২**	**১২.৯**
(ক) পরিচালন আবর্তক ব্যয়	**৪৬৮৯৮৩**	**৪৩৪০৫৭**	**৪৩৬২৪৭**	**৩৫৭০৯৮**
	৮.৪	**৮.৬**	**৮.৭**	**৮.০**
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	**২৮১৪৫৩**	**২৬০০০৭**	**২৭৭৫৮২**	**২০৫১৫৮**
	৫.০	**৫.২**	**৫.৫**	**৪.৬**
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৫০০০	২৪৫০০০	২৬৩০০০	১৯১৯২৭
	৪.৭	৪.৯	৫.৩	৪.৩
(গ) পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	**৪৬৫৬৪**	**২০৩৫৪**	**৪৭৯৫৬**	**১১৬০১**
	০.৮	**০.৪**	**১.০**	**০.৩**
বাজেট ঘাটতি	**-২৫৬,০০০**	**-২৩৬,৪১৭**	**-২৬১,৭৮৫**	**-২০৭,১৯৯**
	-৪.৬	**-৪.৭**	**-৫.২**	**-৪.৭**
অর্থায়ন				
(ক) বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	৯৫১০০	৭৯৭৯৩	১০৬৩৯০	৮১৯০৮
	১.৭	**১.৬**	**২.১**	**১.৮**
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	১৬০৯০০	১৫৬৬২৫	১৫৫৩৯৫	১২৪৩৬১
	২.৯	**৩.১**	**৩.১**	**২.৮**
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	১৩৭৫০০	১৫৫৯৩৫	১৩২৩৯৫	১১৮০২৫
	২.৫	**৩.১**	**২.৬**	**২.৭**
জিডিপি	**৫৫৯৭৪১৪**	**৫০৪৮০২৭**	**৫০০৬৭৮২**	**৪৪৩৯২৭৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ

সারণি ৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
(ক) মানব সম্পদ					
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬১৩৬	৮১২১	১২০১৮	৬২৫০	৭০৩৮
	৬.১	৩.৩	৪.৬	৩.৩	৩.৮
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৩৭৪১	৯৩৪৫	১২২০৯	৬৬৬০	১০১২৭
	৫.২	৩.৮	৪.৬	৩.৫	৫.৪
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১১৩৮৮	৫৫০২	১৪০৮৬	৫৫৫২	৬৫০৯
	৪.৩	২.২	৫.৪	২.৯	৩.৫
৪.অন্যান্য	৩৮৭৩৩	২৯৯৪৪	৩২৫৯৫	২৮০৮৭	২৭৫০০
	১৪.৬	১২.২	১২.৪	১৪.৬	১৪.৭
উপ-মোট:	**৭৯,৯৯৮**	**৫২,৯১২**	**৭০,৯০৮**	**৪৬,৫৪৯**	**৫১,১৭৪**
	৩০.২	**২১.৬**	**২৭.০**	**২৪.৩**	**২৭.৪**
(খ) কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন					
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৮৮০৮	৪২৭০১	৪০৫০৪	৩৩৫২৬	২৯২৫৯
	১৪.৬	১৭.৪	১৫.৪	১৭.৫	১৫.৭
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৬৮৭	১২১৯৩	৭৭৯৪	৮৬৯৬	৭৩৫৮
	৩.৩	৫.০	৩.০	৪.৫	৩.৯
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৬৩৮০	৪৫২৮	৪২৯৭	৩৩৭৬	৩০৬১
	২.৪	১.৮	১.৬	১.৮	১.৬
৮. অন্যান্য	৬০৭৯	৫২২৯	৫৫২৩	৩৮০৭	৪০১২
	২.৩	২.১	২.১	২.০	২.২
উপ-মোট:	**৫৯,৯৫৪**	**৬৪,৬৫১**	**৫৮,১১৮**	**৪৯,৪০৫**	**৪৩,৬৯০**
	২২.৬	**২৬.৪**	**২২.১**	**২৫.৭**	**২৩.৪**
(গ) জ্বালানী অবকাঠামো					
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২৯১৭৭	২৭১২৭	৩৩৭৭৫	২৫২৫৩	২১১৯৯
	১১.০	১১.১	১২.৮	১৩.২	১১.৪
১০. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	৯৯৮	১০৬৩	৯১১	১৭২১	১৪৩৯
	০.৪	০.৪	০.৩	০.৯	০.৮
উপ-মোট:	**৩০,১৭৫**	**২৮,১৯০**	**৩৪,৬৮৬**	**২৬,৯৭৪**	**২২,৬৩৮**
	১১.৪	**১১.৫**	**১৩.২**	**১৪.১**	**১২.১**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো					
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৩৭২৬	১৩১১৮	১৪৯৬০	১১৩৭৫	১১৪৫৮
	৫.২	৫.৪	৫.৭	৫.৯	৬.১
১২. সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২০৪২	২৭৮০৩	৩৪০৬৩	২৬২১৭	২৬২৫৭
	১২.১	১১.৩	১৩.০	১৩.৭	১৪.১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
১৩. সেতু বিভাগ	৭৩০৯	৭৯২১	৯০৬৪	৬৯৪৪	৫৫৬৪
	২.৮	৩.২	৩.৪	৩.৬	৩.০
১৪.অন্যান্য	১৬০০৫	১২৮৫৭	১৬০১৬	৮৫৭৮	৭৬৯১
	৬.০	৫.২	৬.১	৪.৫	৪.১
উপ-মোট:	**৬৯,০৮২**	**৬১,৬৯৯**	**৭৪,১০৩**	**৫৩,১১৪**	**৫০,৯৭০**
	২৬.১	**২৫.২**	**২৮.২**	**২৭.৭**	**২৭.৩**
মোট:	**২৩৯,২০৯**	**২০৭,৪৫২**	**২৩৭,৮১৫**	**১৭৬,০৪২**	**১৬৮,৪৭২**
	৯০.৩	**৮৪.৭**	**৯০.৪**	**৯১.৭**	**৯০.৩**
১৫. অন্যান্য	**২৫,৭৯১**	**৩৭,৫৪৮**	**২৫,১৮৫**	**১৫,৮৮৬**	**১৮,০২৮**
	৯.৭	**১৫.৩**	**৯.৬**	**৮.৩**	**৯.৭**
মোট এডিপি:	**২৬৫০০০**	**২৪৫০০০**	**২৬৩০০০**	**১৯১৯২৮**	**১৮৬৫০০**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	**২০৬৫৬৯**	**১৬৯০৪৪**	**১৯১৯০৮**	**১৪৫৬২০**	**১৪২৫৬৬**	**১২৬৫৫৮**	**১১৪২৮৪**
	২৫.৯২	**২৩.৬৬**	**২৫.১৯**	**২৫.৩৮**	**২৭.৪৩**	**২৭.৪৭**	**২৭.০২**
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪৪১০৯	৩৪১৩২	৪২৮৩৮	৩০৪৯৬	২৮৯৭০	২৯৬১৪	২৫৮৬৯
	৫.৫৩	৪.৭৮	৫.৬২	৫.৩১	৫.৫৭	৬.৪৩	৬.১২
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৮৮২০	৩০৪৮১	৩৪৭২২	২৩৮১৫	২৩৪৪০	২৩২১০	২০৪৬১
	৪.৮৭	৪.২৭	৪.৫৬	৪.১৫	৪.৫১	৫.০৪	৪.৮৪
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০১২৫	২৩৫৩১	২৯৪৩১	১৭৬৬৩	২০৫৮২	১৭১৮৪	১৩৯২৩
	৩.৭৮	৩.২৯	৩.৮৬	৩.০৮	৩.৯৬	৩.৭৩	৩.২৯
৪. অন্যান্য	৭৫৮৭৪	৬৩৮৪১	৬৮৭৮৩	৫৭৭২২	৫৫৬২১	৪৪৬৬৯	৪২১২৭
	৯.৫২	৮.৯৪	৯.০৩	১০.০৬	১০.৭০	৯.৬৯	৯.৯৬
উপ-মোট:	**১৮৮৯২৮**	**১৫১৯৮৫**	**১৭৫৭৭৪**	**১২৯৬৯৬**	**১২৮৬১৩**	**১১৪৬৭৭**	**১০২৩৮০**
	২৩.৭০	**২১.২৭**	**২৩.০৭**	**২২.৬০**	**২৪.৭৪**	**২৪.৮৯**	**২৪.২০**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬৬৩৮	৬৪৭১	৬০১৬	৫০১৪	৫৩০৯	৩৮৯৪	৪১২০

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০
	০.৮৩	০.৯১	০.৭৯	০.৮৭	১.০২	০.৮৫	০.৯৭
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১০০৩	১০৫৮৮	১০১১৮	১০৯১০	৮৬৪৪	৭৯৮৭	৭৭৮৪
	১.৩৮	১.৪৮	১.৩৩	১.৯০	১.৬৬	১.৭৩	১.৮৪
উপ-মোট:	**১৭৬৪১**	**১৭০৫৯**	**১৬১৩৪**	**১৫৯২৪**	**১৩৯৫৩**	**১১৮৮১**	**১১৯০৪**
	২.২১	**২.৩৯**	**২.১২**	**২.৭৭**	**২.৬৮**	**২.৫৮**	**২.৮১**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	**২১৬১১১**	**২১৮৩০৩**	**২২৪১০৮**	**১৮৯৮৩২**	**১৬৩৭২৪**	**১৪১৪৩৩**	**১৪৬৯৫৭**
	২৭.১২	**৩০.৫৬**	**২৯.৪২**	**৩৩.০৮**	**৩১.৫০**	**৩০.৬৯**	**৩৪.৭৪**
কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৭২১৪	৩৩২৭৫	২৫১১৮	৩২৫৩৭	২১৩৩৪	১২৯২৬	১১৫৩৩
	৩.৪১	৪.৬৬	৩.৩০	৫.৬৭	৪.১০	২.৮১	২.৭৩
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১১৯৪	১৪৬০৪	১০২৪৪	১০৮৮৯	৯৪০০	৭৮১৮	৬৬০৩
	১.৪০	২.০৪	১.৩৪	১.৯০	১.৮১	১.৭০	১.৫৬
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৫২০৬	৪৮৮৪৩	৪৬৭০৪	৩৮৬০৬	৩৩৯১০	৩২২১০	২৯৪৫০
	৫.৬৭	৬.৮৪	৬.১৩	৬.৭৩	৬.৫২	৬.৯৯	৬.৯৬
১০. অন্যান্য	১১৬৬৯	১০৫৩৫	১০৯৭৫	৮০৭০	৮১০৯	৮২৮৭	৬৮৭০
	১.৪৬	১.৪৭	১.৪৪	১.৪১	১.৫৬	১.৮০	১.৬২
উপ-মোট:	**৯৫২৮৩**	**১০৭২৫৭**	**৯৩০৪১**	**৯০১০২**	**৭২৭৫৩**	**৬১২৪১**	**৫৪৪৫৬**
	১১.৯৬	**১৫.০১**	**১২.২১**	**১৫.৭০**	**১৪.০০**	**১৩.২৯**	**১২.৮৭**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	**৩০৩১৭**	**২৮৩১৮**	**৩৪৮১৯**	**২৭০৬৫**	**২২৭৩৮**	**২২৮৬৫**	**৩৩১৩২**
	৩.৮০	৩.৯৬	৪.৫৭	৪.৭২	৪.৩৭	৪.৯৬	৭.৮৩
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩৮১৪৩	৩৩৩৬৫	৩৯৭১০	৩০৯২০	৩০০১১	২৬৩৬৯	২৩৫৯৩
	৪.৭৯	৪.৬৭	৫.২১	৫.৩৯	৫.৭৭	৫.৭২	৫.৫৮
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৮০৭২	১৭০৬৮	১৯০১০	১৪৭০৩	১৪৮০০	১১৯৬৭	১৪৯১৬
	২.২৭	২.৩৯	২.৫০	২.৫৬	২.৮৫	২.৬০	৩.৫৩
১৩. সেতু বিভাগ	৭৩১৮	৭৯২৯	৯০৭৩	৬৯৪৭	৫৫৭১	৩৯৪৩	৬৬৮৪
	০.৯২	১.১১	১.১৯	১.২১	১.০৭	০.৮৬	১.৫৮
১৪. অন্যান্য	১৬৯৬৫	১৪১৯৪	১৭৩৯৮	৯৮৪১	৮৫১০	৬৬৫৪	৬৫৮৫
	২.১৩	১.৯৯	২.২৮	১.৭১	১.৬৪	১.৪৪	১.৫৬
উপ-মোট:	**৮০৪৯৮**	**৭২৫৫৬**	**৮৫১৯১**	**৬২৪১১**	**৫৮৮৯২**	**৪৮৯৩৩**	**৫১৭৭৮**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০
	১০.১০	**১০.১৬**	**১১.১৮**	**১০.৮৮**	**১১.৩৩**	**১০.৬২**	**১২.২৪**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	১০০১৩	১০১৭২	১১০৫৭	১০২৫৪	৯৩৪১	৮৩৯৪	৭৫৯১
	১.২৬	১.৪২	১.৪৫	১.৭৯	১.৮০	১.৮২	১.৭৯
(গ) সাধারণ সেবা	**১৬৮৭০১**	**১৪৯৮৭৬**	**১৬২৫৭০**	**৯৩৩৭১**	**১০৩৫৮৪**	**৮৬৯৮৩**	**৭৪৪৭৫**
	২১.১৭	**২০.৯৮**	**২১.৩৪**	**১৬.২৭**	**১৯.৯৩**	**১৮.৮৮**	**১৭.৬১**
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**৩৩৫২০**	**৩০৯৫৯**	**৩২২৬৭**	**২৫৭৯২**	**২৬২৭১**	**২৪৪১৫**	**২৩৪৪৯**
	৪.২১	৪.৩৩	৪.২৪	৪.৪৯	৫.০৫	৫.৩০	৫.৫৪
১৬. অন্যান্য	১৩৫১৮১	১১৮৯১৭	১৩০৩০৩	৬৭৫৭৯	৭৭৩১৩	৬২৫৬৮	৫১০২৬
	১৬.৯৬	১৬.৬৫	১৭.১০	১১.৭৮	১৪.৮৭	১৩.৫৮	১২.০৬
মোট:	**৫৯১,৩৮১**	**৫৩৭,২২৩**	**৫৭৮,৫৮৬**	**৪২৮,৮২৩**	**৪০৯,৮৭৪**	**৩৫৪,৯৭৪**	**৩৩৫,৭১৬**
	৭৪.২	**৭৫.২**	**৭৬.০**	**৭৪.৭**	**৭৮.৯**	**৭৭.০**	**৭৯.৪**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	১১৩৫০০	১০৫৩০০	৯৪৩৭৬	৯২১০৭	৭৭৮২৩	৭০৪৬৪	৫৮৩২২
	১৪.২৪	১৪.৭৪	১২.৩৯	১৬.০৫	১৪.৯৭	১৫.২৯	১৩.৭৯
(ঙ) পিপিই, ভর্তুকি ও দায়	৮৩৫৪৩	৭০৭১২	৭৯৯০১	৫৪০৯১	৩৪৭৮৬	৩০৫০০	২৫৪০৪
	১০.৪৮	৯.৯০	১০.৪৯	৯.৪৩	৬.৬৯	৬.৬২	৬.০১
(চ) নিট ঋণ দান ও অন্যান্য দায়	৮৫৭৬	১১৮৩	৮৯২২	-১১৬৫	-২৬৭০	৪৮৩৭	৩৫৩০
	১.০৮	০.১৭	১.১৭	-০.২০	-০.৫১	১.০৫	০.৮৩
মোট বাজেটঃ	**৭৯৭০০০**	**৭১৪৪১৮**	**৭৬১৭৮৫**	**৫৭৩৮৫৬**	**৫১৯৮১৪**	**৪৬০৭৭৪**	**৪২২৯৭৬**

উৎস: অর্থ বিভাগ

সারণি ৭: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩৩	২৯	৩২
জাতীয় সংসদ	৩৪৭	৩২৫	৩৩৮
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৬০০	৪২৮৮	৪৪৫২
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১২২	৯৪	১১১
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৪৮	২৩৬	২৩৭
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১২৩০	৪৭৬৯	২৪০৬
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৫৩৭৭	৫১৬০	৪৫৬৭
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১৬৬	১৪২	১৩১
অর্থ বিভাগ	২৪৮২০৫	২০০৮৮৪	২৩১২১২
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৯০	৩০৬	২৯৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩২১৭	২৭৮৯	৩৪৯৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩৪১৮	৩৪৪৪	২৯৪৯
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২১৩০৮	১৬৫৬৪	১৩১৪১
পরিকল্পনা বিভাগ	৬৪৯২	১৭৫৩২	৪৮৮৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৯৫	২৫২	১৮৪
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৬৬২	৫৬৮	৪১৫
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩২	৪১২	৫৯৪
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৭২৬	১৫৮৮	১৬৫৭
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২৩১৫	৩৮১৭৪	৪২০৯৫
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪৬	৩৬	৪৫
আইন ও বিচার বিভাগ	২০২২	১৭১৭	১৯৪৩
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৬৮৭৭	২৫১২৩	২৫৬৯৫
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪৫	৪৩	৪৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৮৮১৯	৩০৪৮২	৩৪৭২২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪৪১০৮	৩৪১৩১	৪২৮৩৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৩৫৭৩	১২০৩৩	১৩৬০৭
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩০১২৫	২৩৫৩২	২৯৪৩০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৮৭২	২৩৮৩	২৩৬৮
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২৮৬৯	১১৫৫২	১২২১৭
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫২২২	৪৭১৫	৪৭৫৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪৬৩	৩৭৩	৩৪৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	বাজেট ২০২৩-২৪
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬৯২৯	৭০২৫	৭৪২৮
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১১০৮	১০৬৮	১০৫০
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৭৯	৭৬৪	৬৯৯
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৬০২	২৫৭১	২৫০৯
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২২১২	১৫১৭	১৩০৩
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৫২০৬	৪৮৮৪৩	৪৬৭০৪
পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৩৪৬	১২৩৮	১৪৩৩
শিল্প মন্ত্রণালয়	২৫১০	২৫৪৬	৩০২৪
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১২১৭	৭০৭	১০১৮
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫৭৪	৬০১	৬০৬
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১০৮৭	১১৪৩	৯৯৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	২৭২১৪	৩৩২৮০	২৫১২২
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪২৮৮	৩৯০৫	৪২৪০
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২১৩০	২০৬৮	১৬৩৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	২৫০৫	২১৪৮	২৪৫৯
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১১৯৪	১৪৬০৪	১০২৪৪
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬৭৫৭	৫২৩৭	৬৫১৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১০০৩	১০৫৮৮	১০১১৮
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৮১৪৩	৩৩৩৬৫	৩৯৭১০
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৮০৭২	১৭০৬৮	১৯০১০
নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	১১২৭০	৭৮৪৪	১০৮০১
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৬৯৫	৬৩৫০	৬৫৯৭
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২৪২০	২৬৮৬	২৪৩৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪০০	১১৭২	১২০৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৯২৩০	২৭১৭৫	৩৩৮২৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৪৭৪	৭২২৮	৭২৪৩
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৯১	১৫৪	১৮৫
সেতু বিভাগ	৭৩১৮	৭৯২৯	৯০৭৩
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১১৭৮৩	৯৯৮৪	১০৬০২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪১৩৭	৩৬৮৩	৪১৬৩
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১১২৮২	৬২৫১	৮৬২১
মোট	**৭৯৭০০০**	**৭১৪৪১৮**	**৭৬১৭৮৫**

উৎস: অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে যেসকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার/আরোপ করা হয়েছে এবং ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে	১৮৬
২	রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক	১৮৯
৩	যেসকল পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ Bound Tariff এর মধ্যে আনা হয়েছে	২০০
৪	কৃষি খাত	২০০
৫	স্বাস্থ্য খাত	২০১
৬	শিল্প খাত	২০৩
৭	এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনকারী শিল্প	২০৫
৮	সুইচ সকেট উৎপাদনকারী শিল্প	২০৬
৯	ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদনকারী শিল্প	২০৬
১০	কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলের সংশোধন	২০৮

সারণি-১: LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে ১০ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl No	Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	06.02	0602.90.10	Mushroom	KG	2.00
2	08.13	0813.40.90	Dry Fruits	KG	0.80
3	09.01	All HS Code	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee busks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.	KG	4.50
4	09.02	0902.10.00	Green tea (not fermanted) in immediate packing of a content not exceeding 3 Kg.	KG	10.00
		0902.20.00	Other green tea in bulk (not fermented)	KG	6.00
		0902.30.00	Black tea (Fermented) and partly fermented tea, in immediate packing of a content not exceeding 3kg	KG	3.00
		0902.40.00	Other black tea (fermented) and other partly fermented.	KG	2.50
5	44.08	4408.39.00	Natural wood board	KG	0.80
6	44.11	4411.14.00	MDF Board	KG	0.41
		4411.93.00	Laminated Veneer MDF Board (VLM)	KG	0.45
7	44.12	4412.99.00	Plywood, veneered panels and similar laminated wood, nes	KG	0.45
8	68.08	6808.00.00	Gypsum board	KG	0.70
9	68.09	All HS Code	Board, sheets, panels tiles & similar articles, not ornamented:	KG	0.50
10	73.17	7317.00.00	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other thanthose of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other materials, but excluding such articles with heads of copper.	KG	1.50

LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে ৫ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে

Sl No	Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Value USD /Unit	Existing Value USD /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	27.10	2710.19.11	Furnace Oil	MT	265	480
		2710.19.21	Base oil imported in bulk by VAT registered petroleum products processing or blending industries	MT	700	1200
		2710.19.31	Lubricating oils that is oil such as is not ordinarily used for any other purpose than lubrication, excluding, any mineral oil which has its flashing point below 220°F by Abel's close test	MT	2000	3000
2	52.08	5208.52.00	Printed Cotton fabrics Plain weave, weighing more than 100 g/m2	kg	3.00	4.00
		5208.59.00	Printed cotton fabrics, Other	kg	3.00	4.00
3	54.07	All HS Code	Polyester/synthetic fabrics	kg	3.00	4.50
4	85.36	8536.50.00	Other switches	kg	6.00	8.00
		8536.69.10	Plug/socket. etc.	kg	5.00	8.00
		8536.69.90				
5	85.38	8538.90.90	Switch socket parts	kg	4.50	6.00

LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে
৩ টি হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য আরোপ করা হয়েছে

Sl No	Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	27.10	2710.19.33	Synthetic lubricating oil	MT	5000
2	68.05		Natural or artificial abrasive powder or grain:		
		6805.10.00	On a base of woven textile fabric only	kg	3.00
		6805.20.00	On a3 base of paper or paperboard only	kg	3.00
		6805.30.00	On a base of other materials	kg	3.00
3	84.14	8414.30.90	Compressors of a kind used in refrigerator:		
			without Inverter	u	40.00
			with Inverter technology	u	65.00
		8414.80.49	Compressors of a kind used in Air Conditioner:		
			Compressors without Inverter	u	50.00
			Compressors with Inverter technology	u	85.00

সারণি-২

(ক) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে ১৯১ টি পণ্যের সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে

(অ) ১৯ টি পণ্যের সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	02063010	Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
2	02063090	Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Nes
3	02064110	Frozen Swine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
4	02064190	Frozen Swine Livers, Nes
5	02064910	Frozen Edible Swine Offal(Excl. Livers), Wrapped/Canned upto 2.5 kg
6	02064990	Frozen Edible Swine Offal, Excl. Livers, Nes
7	02071110	Fresh/Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
8	02071190	Fresh Or Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes
9	02071210	Frozen Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
10	02071290	Frozen Meat & Edible Offals Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes
11	02071310	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Fowls, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
12	02071390	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Chickens, Nes
13	02071490	Frozen Cuts And Offal Meat Of Fowls, Nes
14	62113200	Men's or boys' garments of cotton, nes
15	62113300	Men's or boys' garments of man-made fibres, nes
16	62113900	Men's or boys' garments of other textiles, nes
17	62114200	Women's or girls' garments of cotton, nes
18	62114300	Women's or girls' garments of man-made fibres, nes
19	62114900	Women's or girls' garments of other textiles, nes

(আ) ১৭২ টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	61012000	Men'S Or Boys' Over/Car Coats, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
2	61013000	Men'S Or Boys'Over/Car Coats, Etc, Of Man-Made Fibres,Knitted Or Crocheted
3	61019000	Men'S Or Boys' Over/Car Coats, Etc, Of Other Textiles,Knitted Or Crocheted
4	61021000	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted
5	61022000	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
6	61023000	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc,Of Man-Made Fibres,Knitted/Crocheted
7	61029000	Woman'S Or Girls' Over/Car Coats,Etc,Of Other Textiles,Knitted/Crocheted
8	61031000	Men's or boys' Suits, Excl. Sports out fit for sports shooting
9	61032200	Men'S Or Boys' Ensembles Of Cotton, Knitted Or Crocheted
10	61032300	Men'S Or Boys' Ensembles Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
11	61033100	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Wool..., Knitted Or Crocheted
12	61033200	Men'S Or Boys'Jackets And Blazers Of Cotton, Knitted Or Crocheted
13	61033300	Men'S Or Boys' Jackets... Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
14	61033900	Men'S Or Boys' Jackets... Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted
15	61034100	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted
16	61034200	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
17	61034300	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
18	61034900	Men'S Or Boys' Trousers, Etc, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted
19	61041300	Women's or girls' suits of synthetic fibres, knitted or crocheted
20	61041900	Women's or girls' suits of other textiles, knitted or .. Of other textile materials nes,
21	61042200	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
22	61042300	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
23	61042900	Women'S Or Girls' Ensembles, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted
24	61043100	Women'S Or Girls'Jackets, Of Wool..., Knitted Or Crocheted
25	61043200	Women'S Or Girls' Jackets, Of Cotton, Knitted Or Crocheted

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
26	61043300	Women'S Or Girls' Jackets, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
27	61043900	Woman'S Or Girls' Jackets, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted
28	61044100	Dresses Of Wool Or Fine Animal Hair, Knitted Or Crocheted
29	61044200	Dresses Of Cotton, Knitted Or Crocheted
30	61044300	Dresses Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
31	61044400	Dresses Of Artificial Fibres, Knitted Or Crocheted
32	61044900	Dresses Of Other Textile Material, Nes, Knitted Or Crocheted
33	61045100	Skirts And Divided Skirts Of Wool Or Fine Hair, Knitted Or Crocheted
34	61045200	Skirts And Divided Skirts Of Cotton, Knitted Or Crocheted
35	61045300	Skirts And Divided Skirts Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
36	61045900	Skirts And Divided Skirts Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted
37	61046100	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Wool..., Knitted Or Crocheted
38	61046200	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
39	61046300	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Synthetic, Knitted Or Crocheted
40	61046900	Women'S Or Girls' Trousers, Etc, Of Other Textile, Knitted Or Crocheted
41	61051000	Men'S Or Boys' Shirts Of Cotton, Knitted Or Crocheted
42	61052000	Men'S Or Boys' Shirts Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted
43	61061000	Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
44	61062000	Women'S Or Girls' Blouses, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted
45	61069000	Women'S Or Girls' Blouses Etc. Of Other Textiles Nes, Knitted Or Crocheted
46	61071100	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Cotton, Knitted Or Crocheted
47	61071200	Men'S Or Boys' Underpants, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted
48	61072100	Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Cotton, Knitted Or Crocheted
49	61072200	Men'S Or Boys' Night Shirt Pyjamas Of Man-Madefibres, Knitted Or Crocheted
50	61072900	Men'S Or Boys'Night Shirt Pyjamas Of Other Textiles,Nes,Knitted Or Croched
51	61079100	Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
52	61079900	Men'S Or Boys' Dressing Gowns, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted
53	61081100	Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted
54	61081900	Women'S Or Girls' Slips, Etc, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted
55	61082100	Women'S Or Girls' Briefs And Panties Of Cotton, Knitted Or Crocheted
56	61082200	Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted
57	61082900	Women'S Or Girls' Briefs, Etc, Of Other Textiles,Nes, Knitted Or Crocheted
58	61083100	Women'S Or Girls' Night Dresses, Pyjama Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
59	61083200	Women'S Or Girls' Pyjamas,Night Dresses Of Man-Made Fibres,Knitted/Crocheted
60	61083900	Women'S Or Girls' Night Dresses & Pyjamas Of Other Tex.,Knitted Or Crocheted
61	61089100	Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns..,Of Cotton, Knitted Or Crocheted
62	61089200	Women'S Or Girls'Negliges Dressing Gowns Of Man-Made Fibre,Knitted/Croch.
63	61089900	Women'S/Girls' Negliges Dressing Gowns.. Of Other Tex.,Nes,Knitted/Croche.
64	61091000	T-Shirts, Singlets And Other Vests, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
65	61099000	T-Shirts, Singlets, Etc, Of Other Textiles, Nes, Knitted Or Crocheted
66	61101100	OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OF WOOL
67	61101200	OF KASHMIR(CASHMERE)GOATS
68	61101900	OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR,NES
69	61102000	JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS & SIMILAR ART., KNITTED OR CROCHETED OF COT
70	61103000	JERSEYS,PULLOVERS,CARDIGANS,WAISTCOATS.., KNITTED OR CROCHETED OF MAN-MADE FIBRE
71	61112000	Babies' Garments, Etc, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
72	61113000	Babies' Garments, Etc, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
73	61119000	Babies' Garments, Etc,Of Other Textiles Materials,Nes Knitted Or Crocheted
74	61130000	GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING 5903,5906 OR 5907

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
75	61142000	Garments Of Cotton, Knitted Or Crocheted, Nes
76	61143000	Garments Of Man-Made Fibres, Knitted Or Crocheted, Nes
77	61149000	Garments Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted, Nes
78	61151000	Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)
79	61152100	Other panty hose and tights Of synthetic fibres, measuring per single yarn les
80	61152200	Other panty hose and tights Of synthetic fibres measuring per single yarn 67 d
81	61152900	Other panty hose and tights Of other textile materials
82	61153000	Othr panty hose and tights Other women's fulllength or kn. hosiery meas... <67
83	61159400	Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of wool/fine animal h
84	61159500	Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of Cotton, NES
85	61159600	Panty hose,tights,stockings,sock..., inclu.grad.Comp.hos.Of synthetic fibres
86	61161000	IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER
87	61169100	Gloves, Mittens And Mitts, Of Wool..., Knitted Or Crocheted
88	61169200	Gloves, Mittens And Mitts, Of Cotton, Knitted Or Crocheted
89	61169300	Gloves, Mittens And Mitts, Of Synthetic Fibres, Knitted Or Crocheted
90	61169900	Gloves, Mittens And Mitts, Of Other Textiles, Knitted Or Crocheted
91	61171000	SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE
92	61178010	Other Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted, Nes, Of Cotton
93	61178090	Other clothing accessories, knitted or crocheted, nes
94	61179000	Parts Of Garments Or Clothing Accessories, Knitted Or Crocheted
95	62012000	Overcoat, raing coat, car-coat capes, cloaks and similar..Of wool or fine animal hair
96	62013000	overcoat, rain-coat, of cotton
97	62014000	Other Of man-made fibres
98	62019000	Mens or boys overcoat, car-coats, cloaks excludin Of other textile materials
99	62022000	Womens or girls overcoat, car-coad ...Of wool or fine animal hair

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
100	62023000	Womens or girls overcoat, car-coad capes, cloaks, anoraks ...Of cotton
101	62024000	Womens or girls overcoat, car-coad capes, cloaks, anoraks ...Of man-made fibres
102	62029000	Woent or gilrs overcoat, raincot car-coat capes, ...Of other textile materials
103	62031100	Men'S Or Boys' Suits Of Wool Or Fine Animal Hair
104	62031200	Men'S Or Boys' Suits Of Synthetic Fibres
105	62031900	Men's or boys' suits of other textiles, nes
106	62032200	Men'S Or Boys' Ensembles Of Cotton
107	62032300	Men'S Or Boys' Ensembles Of Synthetic Fibres
108	62032900	Men'S Or Boys' Ensembles Of Other Textiles, Nes
109	62033100	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Wool Or Fine Animal Hair
110	62033200	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Cotton
111	62033300	Men'S Or Boys' Jackets And Blazers Of Synthetic Fibres
112	62034100	Men'S/Boy'S Bib&Brace Trousers,Breeches,Shorts Of Wool Or Fine Animalhar
113	62034200	Men'S Or Boys' Bib & Brace Trousers, Breeches, Shorts, Of Cotton
114	62041100	Women'S Or Girls' Suits Of Wool Or Fine Animal Hair
115	62041200	Women'S Or Girls' Suits Of Cotton
116	62041300	Women'S Or Girls' Suits Of Synthetic Fibres
117	62041900	Women'S Or Girls' Suits Of Other Textiles, (Exl.Wool,Cotton,Syn.Fibre)
118	62043100	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Wool Or Fine Animal Hair
119	62043200	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Cotton
120	62043300	Women'S Or Girls' Jackets And Blazers Of Synthetic Fibres
121	62043900	Women'S Or Girls' Jackets&Blazers Of Oth.Tex.,(Exl.Wool,Cotton,Syn.Fibre)
122	62045100	Skirts And Divided Skirts Of Wool Or Fine Animal Hair
123	62045200	Skirts And Divided Skirts Of Cotton
124	62045300	Skirts And Divided Skirts Of Synthetic Fibres
125	62045900	Skirts And Divided Skirts Of Other Textiles, (Exl.Wool,Cotton,Syn.Fibre)
126	62046100	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Wool Or Fine Animal Hair

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
127	62046200	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Cotton
128	62046300	Women'S Or Girls' Trousers, Breeches, Etc, Of Synthetic Fibres
129	62046900	Women'S/Girl'S Trousers,Breeches,Etc,Of Oth.Tex.,(Exl.Wool,Cotton,Syn.Fib.
130	62052000	Men'S Or Boys' Shirts Of Cotton
131	62053000	Men'S Or Boys' Shirts Of Man-Made Fibres
132	62059000	Men'S Or Boy'S Shirts Of Other Textiles,(Exl.Wool,Cotton,Man Made Fibre)
133	62061000	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Silk Or Silk Waste
134	62062000	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Wool Or Fine Animal Hair
135	62063000	Women'S Or Girls' Blouses, Shirts/Blouses Of Cotton
136	62064000	Women'S Or Girl'S Blouses, Shirts/Blouses Of Man-Made Fibres
137	62069000	Women/Girl'S Blouses,Shirts/Blouses Of Oth.Tex.(Exl.Silk,Wool,Of Man M.Fib
138	62071100	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Cotton
139	62071900	Men'S Or Boys' Underpants And Briefs Of Textile Materials, (Exl. Cotton)
140	62072100	Men'S Or Boys' Nightshirts And Pyjamas Of Cotton
141	62072200	Men'S Or Boys' Nightshirts And Pyjamas Of Man-Made Fibres
142	62072900	Men'S Or Boy'S Nightshirts & Pyjamas Of Tex.Mate.(Exl.Cotton,Man Made Fib.
143	62079100	Men'S Or Boys' Singlets,Vests Dressing Gowns, Etc, Of Cotton
144	62079900	Mens/Boy'S Singlets,Vests Dressing Gowns,Etc,Of Oth.Tex.(Exl.Cot.Man M.Fib
145	62081100	Slips And Petticoats Of Man-Made Fibres
146	62081900	Slips And Petticoats Of Other Textiles, (Exl. Man Made Fibre)
147	62082100	Women'S Or Girls' Nightdresses And Pyjamas Of Cotton
148	62082200	Women'S Or Girls' Nightdresses And Pyjamas Of Man-Made Fibres
149	62082900	Womens/Girl'S Nightdresses & Pyjamas Of Tex.Mat.(Exl.Cotton, Man Made Fib.
150	62089100	Women'S Or Girls' Dressing Gowns, Panties, Etc, Of Cotton
151	62089200	Women'S Or Girls' Dressing Gowns, Panties, Etc, Of Man-Made Fibres
152	62092000	Babies' Garments And Clothing Accessories Of Cotton

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
153	62093000	Babies' Garments And Clothing Accessories Of Synthetic Fibres
154	62101000	GARMENTS, MADE UP..OF HEAD.5602,5603,5903, 5906 OR 5907 OF FABRICS OF HEAD.5602 OR 5603
155	62102000	Garments Of 6201.11 To 19, Made Up Of Fabrics Of 59.03, 59.06 Or59.07
156	62103000	Garments Of 6202.11 To 19, Made Up Of Fabrics Of 59.03, 59.06 Or 59.07
157	62104000	Men'S Or Boys' Garments Made Up Of Fabrics Of 59.03, 59.06 Or 59.07
158	62105000	Women'S Or Girls' Garments Made Up Of Fabrics Of 59.03, 59.06 Or 59.07
159	62122000	Girdles And Panty-Girdles
160	62123000	Corselettes
161	62129000	Corsets, Braces, Garters, Suspenders And Similar Articles
162	62132000	Handkerchiefs Of Cotton
163	62139000	Handkerchiefs Of Other Textiles, (Exl. Silk/Silk Waste,Cotton).
164	62141000	Shawls,Scarves,Mufflers,Mantillas,Veils,& The Like Of Silk Or Silk Waste
165	62142000	Shawls,Scarves,Mufflers,Mantillas,Veils & The Like Of Wool/Finearri Hair
166	62144000	Shawls,Scarves,Mufflers,Mantillas,Veils & The Like Of Artificial Fibre
167	62151000	Ties, Bow Ties And Cravats Of Silk Or Silk Waste
168	62152000	Ties, Bow Ties And Cravats Of Man-Made Fibres
169	62159000	Ties, Bow Ties And Cravats Of Other Textiles,Nes(Excl.Silk Man Made Fibre)
170	62160000	Gloves, Mittens And Mitts
171	62171000	Clothing Accessories, Nes
172	62179000	Parts Of Garments Or Clothing Accessories, Nes

(খ) ৯১ টি পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	02063010	Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
2	02063090	Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Nes
3	02064110	Frozen Swine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
4	02064190	Frozen Swine Livers, Nes
5	02064910	Frozen Edible Swine Offal(Excl. Livers), Wrapped/Canned upto 2.5 kg
6	02064990	Frozen Edible Swine Offal, Excl. Livers, Nes
7	02071110	Fresh/Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
8	02071190	Fresh Or Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes
9	02071210	Frozen Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
10	02071290	Frozen Meat & Edible Offals Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes
11	02071310	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Fowls, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
12	02071390	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Chickens, Nes
13	02071410	Frozen Cuts And Offal Of Chicken, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
14	02071490	Frozen Cuts And Offal Meat Of Fowls, Nes
15	02072410	Fresh/Chilled Meat&Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5
16	02072490	Fresh Or Chilled Meat & Edible Offal Of Trukeys Not Cut Inpieces, Nes
17	02072510	Frozen Meat & Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
18	02072590	Frozen Meat & Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Nes
19	02072610	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
20	02072690	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Of Trukeys, Nes
21	02072710	Frozen Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
22	02072790	Frozen Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Nes
23	02074110	Meat and edible offal of not cut in pieces, fresh or chilled of ducks wrapped/canned
24	02074190	Other meat and edible offal of not cut in pieces, fresh or chilled of ducks
25	02074210	Meat and edible offal of not cut in pieces, frozen of ducks wrapped/canned upto 2.5 k
26	02074290	Other meat and edible offal of not cut in pieces, frozen of ducks
27	02074310	Meat and edible offal of fatty livers, fresh or chilled of ducks wrapped/canned upto
28	02074390	Other meat and edible offal of fatty livers, fresh or chilled of ducks
29	02074410	Other meat and edible offal of fresh or chilled of ducks wrapped/canned upto 2.5 kg
30	02074490	Other, meat and edible offal of fresh or chilled of ducks nes.
31	02074510	Other frozen meat and edible offal of ducks wrapped/canned upto 2.5 Kg
32	02074590	Other, frozen meat and edible offal of ducks nes,
33	02075110	Meat and edible offal not cut in pieces, fresh or chilled of geese wrapped/canned upto 2

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
34	02075190	Other meat and edible offal not cut in pieces, fresh or chilled of geese
35	02075210	Meat and edible offal not cut in pieces, frozen of ducks wrapped/canned upto 2.5 Kg
36	02075290	Other meat and edible offal not cut in pieces, frozen of geese
37	02075310	Meat and edible offal fatty livers, fresh or chilled of geese wrapped/canned upto 2.5 Kg
38	02075390	Other meat and edible offal fatty livers, fresh or chilled of geese
39	02075410	Other meat and edible offal fresh or chilled of geese wrapped/canned upto 2.5 Kg
40	02075490	Other meat and edible offal fresh or chilled of geese, nes
41	02075510	Other meat and edible offal frozen geese wrapped/canned upto 25 k
42	02075590	Other meat and edible offal frozen of geese nes,
43	02076010	Meat and edible offal of guinea fowls wrapped/canned upto 2.5 Kg
44	02076090	Meat and edible offal of guinea fowls EXCL. wrapped/canned upto 2.5 Kg
45	03025210	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
46	03025290	Haddock (Melanogrammus aeglefinus), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
47	03025390	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
48	03025410	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg
49	03025490	Hake (Merluccius spp, Urophycis spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
50	03025590	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
51	03025610	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), Wrapped/canned up
52	03025690	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), EXCL. Wrapped/can
53	07092010	Asparagus, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
54	07092090	Asparagus, Fresh Or Chilled, Nes
55	07094010	Celery Other Than Celeriac, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
56	07094090	Celery Other Than Celeric, Fresh Or Chilled, Nes
57	07097010	Spinach, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
58	07097090	Spinach Fresh Or Chilled, Nes
59	07099110	Other Globe artichokes, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
60	07099190	Other Globe artichokes, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
61	07099210	Olives, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
62	07099290	Olives, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
63	07099310	Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
64	07099390	Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
65	08011210	Coconuts In the inner shell (endocarp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg
66	08011910	Coconuts, Not Desiccated, Fresh Or Dried Wrapped/Canned Upto 2.5kg
67	19019091	Imported in bulk by VAT registered food processing industries
68	27112100	Natural Gas In Gaseous State
69	29173210	Dioctyl orthphthalates pharmaceutical grade
70	29173300	Dinonyl Or Didecyl Orthophthalates
71	36010000	Propellent Powders
72	36049000	Signalling Flares... And Other Pyrotechnic Articles (Excl. Fireworks)
73	39233020	DMF Grade COC/COP Imported by Industrial IRC holder VAT compliant pharmaceutical ind.
74	44188100	Engineered structural timber products: Glue-laminated timber (glulam)
75	44188200	Engineered structural timber products: Cross-laminated timber (CLT or X-lam)
76	44188300	Engineered structural timber products: I beams
77	44188900	Engineered structural timber products: NES
78	44189100	Other panels of bamboo, not Assembled flooring panels
79	44189200	Engineered structural timber products: Cellular wood panels
80	44201100	Statuettes and other ornaments: Of tropical wood
81	44201900	Statuettes and other ornaments: Excluding Of tropical wood
82	49100000	CALENDER OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDER BLOCKS
83	56050010	Metalized round yarn
84	64021200	Ski-Boots,Cross-Country Ski Footwear/Snowboard Boots,Of Rubber Or Plastics
85	64031200	Ski-Boots,Snowbrd Boots,With Rubber,Plastics,Leather Soles,& Leather Upper
86	84212195	Parts for imported by VAT registered refrigerator and freezer manufacturers
87	85271200	Pocket-size radio cassette-players
88	85272100	Combined with sound recording or reproducing apparatus:
89	85279100	Combined with sound recording or reproducing apparatus:
90	94013100	Swivel seats with variable height adjustment: of wood
91	94038200	Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar..: Of bamb

সারণি-৩: যেসকল পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ Bound Tariff এর মধ্যে আনা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	03061600	Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp, Crangon crangon)
2	08022110	Hazlenuts In Shell, Fresh Or Dried, Wrapped/Canned Upto 2.5kg
3	08084010	Quinces, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
4	08084090	Quinces, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
5	08094011	Plums Wrapped/canned upto 2.5 kg
6	08094019	Plums EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 kg
7	08094091	Sloes Wrapped/canned upto 2.5 kg
8	08094099	Sloes EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 kg
9	09061910	Cinnamon and cinnamon-tree flowers., NES Wrapped/canned upto 2.5 kg
10	09061990	Cinnamon and cinnamon-tree flowers., NES Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg

সারণি-৪: কৃষিখাত

(ক) আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801.32.90	Cashew nuts in Shelled in bulk	15	5
2.	4819.20.10	Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper and paperboard of aseptic pack	25	10

(খ) রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	08.01	0801.32.90	Cashew nuts in Shelled in bulk	0%	10%

সারণি-৫: স্বাস্থ্যখাত

ক) আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8421.29.30	Dialysis filter	10	1
2.	9033.00.10	Dialysis circuit	10	1

খ) নতুন যে সকল পণ্যের H.S. Code নির্ধারণ করা হয়েছে

Sl. No.	New H.S. Code	Description	Customs Duty Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8421.29.30	Dialysis filter	1
2.	9018.39.50	Spinal needle	5
3.	9033.00.10	Dialysis circuit	1

গ) এ্যাম্বুলেন্স আমদানিতে সংশ্লিষ্ট H.S. Code এর বর্ণনা সংশোধন করা হয়েছে

Existing Description	Changed Description
(1)	(2)
Ambulance fitted with essential equipment	Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet

ঘ) ক্যান্সারের ঔষধ উৎপাদনে রেয়াতি সুবিধায় কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে যেসকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2937.29.00	Abiraterone
2	2934.99.90	Abemaciclib,Capecitabine, Talazoparib, Niraparib, Fruquibtinib

ঙ) ঔষধের কাঁচামাল (API) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলে যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2933.39.00	4,7 DICHLOROQUINOLINE
2	2922.19.90	HYDROXYNOVALDIAMINE
3	2827.39.00	Ferric chloride Hexahydrate
4	2933.59.00	3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]
5	2933.39.00	(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
6	2933.49.00	Montelukast Cyclohexylamine Salt
7	2915.31.00	ETHYL ACETATE
8	2914.11.00	ACETONE
9	2933.99.00	Valsartan Methyl Ester
10	2933.39.00	PPS-1(5-Difluoromethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazole(CAS No-97963-62-7)
11	2933.39.00	PZL-cl(2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine HCl(CAS No-72830-09-2)
12	2933.32.20	Piperidine-3-amine dihydrochloride
13	2933.99.00	3-methyl-7-(2-butyn-l-yl)-8-bromoxanthin(TCG-2)
14	2932.99.00	TCG-5 ((R)-Piperidine-3-amine dihydrochloride)
15	2915.39.00	Iso-Propyl Acetate
16	2921.49.00	TCG-7((1R,2S)-rel-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine hydrochloride)

চ) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের TABLE-1 এ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2941.90.11	Aztihromycin (Compacted or Micronized or granules)

ছ) রেফারেল হাসপাতাল কর্তৃক উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উপকরণ আমদানিতে আমদানি শুল্ক (CD) ১% হতে বৃদ্ধি করে ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি-৬: শিল্প খাত

যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0402.10.10	Milk In powder form, in retail packing of upto 2.5 kg	20%	0%
2	0402.21.10	Milk In powder form, in retail packing of upto 2.5 kg	20%	0%
3	0402.29.10	Milk In powder form, in retail packing of upto 2.5 kg	20%	0%

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2905.11.91	Methanol (Methyl alcohol) in bulk	10	5

তাঁত শিল্পে ব্যবহারের জন্য রেয়াতি সুবিধায় উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে H.S. Code 2833.11.00 এর বিপরীতে Glaubar Salt এর স্থলে Disodium Sulphate করা হয়েছে।

Polyester (Synthetic) Staple Fibre (PSF) ও Pet chips উৎপাদনকারী শিল্পের যে সকল কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ১% করা হয়েছে।

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2905.31.10	Mono-Ethylene Glycol (MEG)	10	1
2	2917.36.10	Purified Terephthalic Acid (PTA)	25	1

কার্পেট উৎপাদনকারী শিল্পের যে সকল কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5402.53.00	polypropylene yarn	10	5

ফেরো এলয় উৎপাদনকারী শিল্পের যে সকল উপকরণের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8111.00.00	Manganese	10	5

LRPC Wire উৎপাদনকারী শিল্পের সহায়তায় যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7217.10.00	Wire of iron or non-alloy steel Not plated or coated, whether or not polished	10	15
2	7217.20.00	Wire of iron or non-alloy steel Plated or coated with zinc	10	15
3	7217.30.00	Wire of iron or non-alloy steel Plated or coated with other base metals	10	15

সারণি- ৭: এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনকারী শিল্প

স্থানীয় শিল্পের সহায়তায় যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে:

রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার এর প্রজ্ঞাপনের টেবিল হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	8414.80.49	Compressors of a kind used in air conditioning machines
2	8414.30.90	Compressors of a kind used in refrigerating equipment

এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী শিল্পের রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে যে সকল উপকরণের CD পরিবর্তন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Excisting Rate	Changed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7212.20.90	5%	10%
2	7212.40.99	5%	10%
3	7411.10.90	5%	10%
4	7210.49.10	10%	15%
5	7210.61.10	10%	15%
6	7210.69.10	10%	15%
7	7210.70.10	10%	15%
8	7415.39.00	10%	15%
9	7607.11.10	10%	15%
10	7607.20.99	10%	15%
11	8421.39.99	10%	15%
12	8481.10.19	10%	15%
13	8481.40.19	10%	15%
14	8536.90.90	10%	15%

সারণি-৮: সুইচ সকেট উৎপাদনকারী শিল্প

যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে

HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Value USD /Unit	Existing Value USD /Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8538.90.90	Switch socket parts	kg	4.50	6.00
8536.50.00	Other switches	kg	6.00	8.00
8536.69.10	Plug/socket. etc.	kg	5.00	8.00
8536.69.90				

সারণি-৯: ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদনকারী শিল্প

যেসকল পণ্য ইলেকট্রিক মোটর উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত এসআরও (১১৯/২০২২) এ সংযুক্ত করা হয়েছে:

TABLE-1

Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
32.08	3208.10.20	Insulating Varnish
72.17	7217.10.00	Wire Of Iron (Non Alloy Steel) (Dia: 6.5mm to 15mm)
74.08	7408.19.10	Copper Wire (Super Enameled Insulatted) (Dia: 0.10mm to 1mm)
76.01	7601.10.10	Aluminum Ingot
76.05	7605.29.00	Copper Clad Aluminum Wire (Super Enameled Insulatted) (Dia: 0.10mm to 0.50mm)
85.03	8503.00 30	Motor Bush
85.32	8532.22.10	Capacitor

TABLE-2

Heading	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
72.27	7227.90.10	MS Shaft (Dia: 5mm to 25mm)
73.18	7318.22.10	Metal Washer
85.03	8503.00.92	Blank stator

যেসকল পণ্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত এসআরও (১১৯/২০২২) হতে বিলুপ্ত করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	3901.10.10	TPMC imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
2	7601.10.10	Aluminium ingot imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
3	8503.00.30	Rotor/Motor bush imported by electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
4	7227.90.10	M.S. rod/shaft imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
5	7318.22.10	Rotor washers imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
6	7408.19.10	Copper wire imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
7	8532.22.10	Aluminium electrolytic fixed capacitor imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
8	8536.69.10	Plug terminal imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry

সারণি-১০: কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলের সংশোধন

বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:

ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	Sub-heading/ H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	8503.00.30	--- Rotor/Motor bush/Casing for electric motors imported by electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	--- Rotor/Motor bush/Casing for electric motors
2	9403.20.20	Racks of a kind used in the pharmaceutical laboratory imported by Industrial IRC holder VAT compliant pharmaceutical industries	Imported by Industrial IRC holder VAT complant pharmaceutical industries
3	9403.60.10	Furniture of a kind used in pharmaceutical laboratory imported by Industrial IRC holder VAT compliant pharmaceutical industries	Imported by Industrial IRC holder VAT complant pharmaceutical industries

খ) 87.03 হেডিং এ এ্যাম্বুলেন্সের বর্ণনা সংশোধন করা হয়েছে:

গ) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2905.11.90	2905.11.91	---- Methanol (Methyl alcohol) in bulk
		2905.11.99	---- Other
2.	3304.99.00	3304.99.10	--- Face and/or skin cream
		3304.99.20	--- Moisture lotion
		3304.99.30	--- Petroleum jelly
		3304.99.90	--- Other
3.	4819.20.00	4819.20.10	--- Of aseptic pack
		4819.20.90	--- Other
4.	9033.00.00	9033.00.10	---Dialysis circuit
		9033.00.90	--- Other

ঘ) যে সকল H.S.Code একীভূত (merge) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code
(1)	(2)	(3)
1	3901.10.10	3901.10.00
	3901.10.90	
2	7601.10.10	7601.10.00
	7601.10.90	
3	7318.22.10	7318.22.00
	7318.22.90	
4	7408.19.10	7408.19.00
	7408.19.90	
5	8532.22.10	8532.22.00
	8532.22.90	
6	8536.69.10	8536.69.00
	8536.69.90	

ঙ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে

Sl. No.	New H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	9018.39.50	Spinal needle
2	2710.19.33	Synthetic lubricating oil
3	8418.69.97	Chiller, capacity 50 tons or above
4	8421.29.30	Dialysis filter
5	9801.00.71	Cellular Smartphone, Value not exceeding 30,000.00 Taka
6	9801.00.72	Cellular Smartphone, Value exceeding 30,000.00 Taka but not exceeding 60,000.00 Taka
7	9801.00.79	Cellular Smartphone, Value exceeding 60,000.00 Taka

চ) যে সকল H.S. Code বিলুপ্ত করা হয়েছে

Sl. No.	New H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	7227.90.10	--- M.S. rod/shaft imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry